

পাঠ্যপুস্তকে আমাদের শুধু ভাল কেরানী, পুঁজিবানের ভাল সেবক হওয়া শেখায়। যেন জীবনে চাকরগিরির ক্যারিয়ারই সব। টাকা কামানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। ভেবে দেখেন চাকরি যেমন একটা মেজর ইভেন্ট আমাদের জীবনে, বিয়েও কি একটা মেজর ইভেন্ট না? সন্তান জন্ম দেয়া এবং পালন করাও কি একটা মেজর টাক নয় জীবনের?

তাহলে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা যদি 'ভবিষ্যত জীবনের জন্য আমাদের গড়ে তোলার'ই দাবি করে, তবে ভালো চাকুরের সাথে ভালো স্বামী/ভালো বাবা/ভালো সন্তান হবার সিলেবাস কোথায়? তার মানে ওরা আপনার সুন্দর জীবন চায় না, চায় শুধু আপনার সুন্দর নার্সিসট্রিক। কাট বছর হলে ছিবড়ে ফেলে দেবে ঝুঁড়ে, ব্যস। ওদের কিচ্ছু যায় আসে না, যে আপনার ছেলে মানুষ হল কি না। আপনার ভিত্তিও ওদের কিসসু আসে যায় না।

আপনি আপনার বৃদ্ধা মা-কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালেও ওরা দেখবে না। ব্রেক আপনার কাজ নেবার জন্যই এত আয়োজন, এতকিছু। এই বইটি আমাদের সিলেবাসের সেই অনূর্বক্ষণ্য অংশটুকু নিয়েই, যেগুলো কখনও আলোর ঘূষ দেখেনি।

# ବୁଦ୍ଧବାଦ ଆଶିଷ

ଏ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ନୟନ





# কুরব্বানু আইয়ুন

যে জীবন তুড়ায় নয়ন

ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা  
আবদুল্লাহ আল মাসউদ



# কুরআতু আরিয়ুন

ডা. শামসুল আরেফীন

প্রথম প্রকাশ

মে/জুলাই ২০১৬

প্রাথমিক: আবুল ফাতিহ মুন্সী

প্রথম সমস্যা: শীতল

পৃষ্ঠাসংখ্যা: Xein Tech. ① /xeintech, ফোন: ০১৯০৯০০০০১৯

অনলাইন পরিবেশক:



• নিয়ামাহ বুকশপ: ফোন: ০১৭১৫৭১১৫৫২

www.niyamahshop.com || ① /niyamahbook

যদিও বই অনলাইনে যে কোনো বই পেয়ে নিয়ামাহ বুকশপ এ যোগাযোগ করুন

যদি সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো আংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জ্ঞান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা স্ক্যানিং বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা কঠোর এবং আইনকৃত দণ্ডনীয়।

Kuratu Aiyun by Dr. Shamsul Arefin edited by Abdullah Al Masud.  
published by Maktabatul Aslaf of Bangladesh.

মুদ্রিত মূল্য: ১৭৫ টাকা মাত্র

মাকতাবাতুল আসলাফ

দোকান নং ১৮, আভারহাউস

ইসলামিক সিওঘার, ১১ বাঙ্গলাবাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ: ০১৭৬২০৯১৭৫৪, ০১৭০০৪১৮০০৪

# স্মরণিকা



মুসলিমের সম্ভ্রান মুসলিম থাকবে কি না, কাফেরের সম্ভ্রান মুসলিম হবে কি না—  
কুটোই নির্ভর করে একটা আমলের উপর—দাওয়াহ। সব নবীর উম্মত গোমরাহ  
হবার আগে মুসলিমই ছিলো। দাওয়াহর অভাবে কাফের হয়ে গেছে মুসলিমদের পরবর্তী  
প্রজন্ম। আবার নবী এসেছেন। দাওয়াহ শুরু হয়েছে, কাফেরের সম্ভ্রানেরা মুসলিম  
হয়েছেন। দাওয়াহ না থাকলে মুসলিম-বংশের সম্ভ্রানও নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যাবে।

এই কিতাবের দ্বারা আল্লাহর কাছে যে বদলা আশা করি, তা বণ্টিত হোক আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই লোকগুলোর আমলনামায়, যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সব কিছুই বিনিময়ে। আরও বণ্টিত হোক তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে, যারা বংশ-পরম্পরায় চালু রেখেছেন দাওয়াতকে, যার কারণে আজ আমরা মুসলিম; আমরাও এই দাওয়াত চালু রাখব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের পরবর্তী বংশধরদের আমরা বেঈমান দেখতে চাই না।





## বিষয়সূচি

ভূমিকা	(৯-১০)
পরিবারে দাওয়াহ	(১১-২১)
বিয়ে	(২২-৩৭)
বরফ গলবেই	(৩৮-৪৫)
আঁতুড়ঘর : ডেতরে ও বাইরে	(৪৬-৬২)
মানবশিল্প	(৬৩-৭০)
সন্তানের তারবিয়াহ (দীক্ষা)	(৭১-৭৯)
সন্তানের শিক্ষা	(৮০-৯০)
দ্বিতীয় ভাবনা	(৯১-৯৬)
ইসলামবিদ্বৈষী নাস্তিক্যবাদ : প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি	(৯৭-১০৬)
অর্থময় জীবন	(১০৭-১১২)
একটি পরীক্ষা : উপেক্ষার উপাখ্যান	(১১৩-১১৮)





## ভূমিকা

ভূমিকাটুকুও বইয়ের অংশ। এটুকু খুব মন দিয়ে পড়ার বিষয় আছে। না হলে পুরো বইটিকেই ‘বিদআত’ ‘শিরকী’ বলেও বসতে পারেন। এই বই থেকে তারাই উপকৃত হতে পারবেন, যাদের এই ভূমিকা বোঝা হয়ে গেছে। পাঠকদের মধ্যে বিভিন্ন মানহাজের ভাইবোনেরা আছেন। আসলে আমরা কেউই কিন্তু আদর্শিক প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত নই। ভালোলাগার দিক থেকে কেউ তাবলীগী, তাসাউউফপন্থী, সালাফী, রেজভী, জামায়াতে ইসলামপন্থী—কোনো না কোনো আদর্শঘেঁষা আমরা সবাই। সবার আদর্শের দালিলিক অংশটুকুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শুরু করছি। বইয়ের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই তাবলীগের কথা আছে। আমার আজকের যতটুকুই ইলম, ভাবনা আর সমন্বয়—এগুলোর বুনিয়াদ ‘দাওয়াত ও তাবলীগ’-এর প্রচলিত মেহনতই। এটা আমাকেও স্বীকার করেই লিখতে হবে, আর আমার বন্ধুদেরও এটা স্বীকার করেই পড়তে হবে।

এই লেখা শুধুমাত্র যারা ইসলাম অনুযায়ী পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে জীবনকে সাজাতে চান, তাদের জন্য। এখানে ইসলাম মানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে। ইসলাম মানে হলো—কুরআন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা, যা নবীজী করেছেন (হাদীস); হাদীসের ব্যাখ্যা, যা সাহাবীরা করেছেন (আছার); আছারের ব্যাখ্যা, যা তাবলীগীরা করেছেন, পূর্ববর্তী উলামাগণ (সালাফ) যার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইসলামকে বাঁকিয়ে পেঁচিয়ে নিজেদের মনমতো সংজ্ঞায়ন করে সাজিয়ে নিলে সেটা ইসলাম নয়। আল্লাহও যেন খুশি থাকে, আবার শয়তানও যেন নারাজ না হয়—এ ধরনের ইসলামের সাথে নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করছি। মনের মতো ব্যাখ্যা যাদের পছন্দ, তারা এই বই পড়ে দ্বিমত করা ছাড়া বেশি উপকার পাবেন না।

এখানে সব কিছুই সুন্নাহসাব্যস্ত, তা কিন্তু নয়। কিছু আছে দলিলসাব্যস্ত, কিছু আছে আলেমগণের নিরীক্ষিত কওল, কিছু আছে কমন সেন্স ও আদব। যদি খটকা লাগে ফিকহীভাবে আস্থাভাজন আলেমের তাহকীক ও পরামর্শ নেবেন। কিতাব যথেষ্ট না,



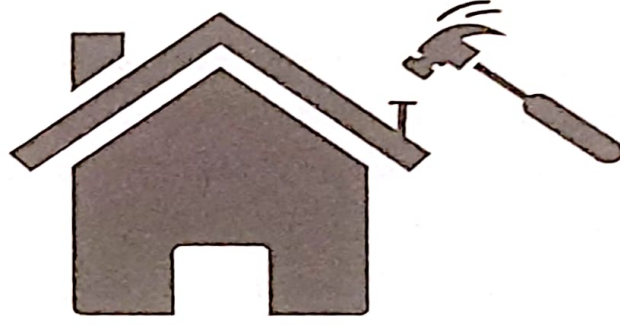
কিতাবের সাথে রিজাল (ব্যক্তি) যুক্ত হলেই ইলম পূর্ণতা পায়। তাই এখানে যা-ই থাকুক, খটকা লাগলে নিজ পছন্দের মানহাজের আলেম থেকে যাচাই করে অনুমোদিত হলে আমল করবেন। ফিকহী বা দীনী যেটুকু শিখেছি পেয়েছি, আপনাদের খেদমতে আরজ করলাম। কারও উপকারে এলে আল্লাহ বান্দাকে সাদাকায়ে জারিয়ার বদলা দেবেন—এই আশায় লিখে দিলাম। অভিজ্ঞতালব্ধ ও দীনী ও আদবগত জিনিসগুলোকে মেডিকেল সাইন্সে গুলিয়ে আপনাদের জন্য শরবত বানালাম। বিশ্বাদ লাগলে উলামা হযরতগণ তো আছেনই আমাদের সংশোধনে—আলহামদুলিল্লাহ।

অনেকে আমার লেখা পড়ে মনে করতে পারেন, এই ব্যাটা খালি নিজের ঢোল পিটায়—আমি এই করেছি, আমার অমুক এই করে। আসলে ব্যাপারটা হলো, আমি আমার সাথে ঘটনা প্রতিটা ঘটনা নিয়ে ভাবি। তা থেকে আমি নিজে যে শিক্ষা নিই, তা-ই লিখি, কারও যদি কাজে আসে, এজন্য। এজন্য আমার অমুক, আমার তমুকের কথা চলে আসে। ওই সিনারিওটা বলে শিক্ষাটা উপস্থাপন করি, যাতে আপনাদের চোখের সামনে একটা চিত্রকল্প ভেসে ওঠে। ফলে আপনারাও অনুভব করতে পারেন শিক্ষাটা আমারই মতো করে। অনেকে বিরক্ত হন, ইনিয়ebিনিয়ebএত কথা না লিখে আসল কথাটুকু লিখলেই তো হয়, বাপু। আসলে আমি আপনাদের কোনো শিক্ষা দিতে চাই না, সে যোগ্যতাও আমার নেই, আমি শুধু ভাবাতে চাই, অনুভব করাতে চাই। কোনো নীতিকথা শেখানোর জন্য লিখি না, বিষয়গুলো আমি যেভাবে ফিল করি, আপনাদেরকেও করাতে চাই, তাই ইনিয়ebিনিয়ebএত কথা লিখতে হয়।

তাই শুরুতে তাবলীগের কথা শুনে একটু বিরক্তি এলেও বিরক্তি ওভারকাম করে শেষ পর্যন্ত পড়ার অনুরোধ। রত্ন পেতে সমুদ্র সৈঁচতে হয়, জমিন খুঁড়তে হয়। শুভকামনা আপনাদের সবার জন্য। আল্লাহ আমাদের এই টুটাফাটা বাহানাগুলোকে কবুল করে নয়ন-জুড়ানো জীবন দুনিয়াতেও দান করুন, আখেরাতেও দান করুন। আমীন।

বান্দা শামসুল আরেফীন

১৫.০২.২০১৯



## পরিবারে দাওয়াহ

২০১৫ সালের কোনো এক এশার নামাযের পর। লালকুঠি জামে মসজিদ, মাজার রোড, গাবতলী।

৩ দিনের জামাতের আজ শেষ দিন। এই ৩ দিন জামাত মসজিদের বারান্দায় ছিলো, আমল বারান্দাতেই হয়েছে। ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, মসজিদ কমিটির নিষেধ, ওহাবীদের থাকতে দেওয়া যাবে না। এশা বাদ তালিম শেষে মহল্লার জনাপঞ্চাশেক লোকের জমায়েত বারান্দায়। শুনেছে, এই জামাতে সরকারের ইন সার্ভিস একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি সাহেব আছেন।

—স্যার, আপনি কেন তাবলীগে আসলেন, সেই কাহিনী শোনান।

সবার অনুরোধে সফেদ দাড়িবিশিষ্ট অফিসার ভদ্রলোক প্রায় আধা ঘণ্টা নিজের ঘটনা শোনালেন। সারাংশ আপনাদের খেদমতে তুলে ধরছি তার জবানিতেই :

“আমার বড়ছেলে কিছুটা উগ্র জীবনযাপন করতো। ছাত্ররাজনীতি থেকে শুরু করে বাপ-মাকে আতঙ্কে রাখার মতো যা যা আছে, সবই করতো। কর্কশ ব্যবহার তো আছেই। নামায-কালামের তো খবরই নেই। মেডিকেলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষে আমার ছেলে



এসে বলে, আব্বা, চিল্লায় ' যাবো, জামাকাপড় বানিয়ে দাও। পারিপার্শ্বিক দেশের অবস্থা দেখে আমার মনের সায় ছিলো না। কিন্তু ছেলে দীনের কাজে যাবে, বাধা দিলে আল্লাহ আবার নারাজ হয় কি না, এই ভয়ে অনুমতি দিলাম। রেজাল্ট খারাপ করে ফেরত এলো। পরীক্ষা দিয়ে আবার গেলো, তাও বাধা দিলাম না; কিন্তু মনে মনে ওর এসব কীর্তিকলাপ মোটেও পছন্দ হচ্ছিলো না। ৩ চিল্লা শেষে যখন ফেরত এলো, মা-বোনকে নিয়ে প্রতিদিন তালিম করতো। আমার কিছুটা বিরক্তই লাগতো—একই বই প্রতিদিন পড়ার কী আছে! কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই ফলাফল দেখতে শুরু করলাম। বাসার টিভিটা এখন আমি ছাড়া আর কেউ দেখে না, আমার স্ত্রী জি-বাংলার আর মেয়ে কার্টুন দেখার পোকা ছিলো। ক্লাস ফাইভ পড়ুয়া মেয়েটাও ফুল পর্দা করে বাইরে যাওয়া শুরু করলো, এমনকি কাজের মেয়েটাও। আমি বুঝতে পারছিলাম, যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, কিন্তু কেন যেন মানতে পারছিলাম না।

আমার স্ত্রী-কন্যা পাশেই এক বাসায় সাপ্তাহিক তালীমে যেতো। আমার ছেলে যখন বেটার-বউকে নিয়ে চিল্লায় গেলো, তখন এমন রাগ হলো, স্ত্রী-কন্যার তালীমে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। বড় ছেলের উপর আরও রাগ হলো, যখন আমার আপত্তি সত্ত্বেও ছোট ছেলেটাও চিল্লায় গেলো।

কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলাম আমার উচ্ছৃঙ্খল বড় ছেলের জীবনে আশ্চর্য এক শৃঙ্খলা এসেছে। তার পোশাকআশাক, চলাফেরা—কথাবার্তায় গান্ধীর্ষ, ম্যাচুরিটি, শান্তভাব, নম্রতা, আত্মবিশ্বাস, সুবিবেচনা, সহনশীলতা এসেছে। যা আগে চিন্তাও করা যেতো

[১] চিল্লা প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের একটি পরিভাষা। যার মানে হলো, চল্লিশ দিনের জন্য নিজের সংশোধন ও অন্যদের সং পথে আহ্বান করার জন্য নিজ আবাসস্থল ছেড়ে বিভিন্ন লোকালয়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া।

দাওয়াত ও তাবলিগের মূল নীতিনির্ধারণকরণ চিল্লাকে শরীয়তের বিধান বলে আকীদা রাখে না। একথাও বলে না যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত কোন সুন্নত। বরং এটি দ্বীনভোলা সাধারণ মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত সময়ের একটি কোর্স মাত্র। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বীন বা দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কোর্স চালু করা হয় এটাও ঠিক তেমনই। পুরো বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণশালা এমন সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট সময় সেখানে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ নেয়ার দ্বারা ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতার স্থানে পৌঁছায়। নির্দিষ্ট সময়ের সংখ্যার কোনটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত বিদ্য নয়। আবার এটি বিদ্যাতও নয়। কারণ এসব পদ্ধতিকে কেউ সুন্নতও বলে না। সেই সাথে এই সংখ্যাটিতে সওয়াব জড়িতও বলা হয় না। বরং প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ যদি এই সময়সীমাকে জরুরী সাব্যস্ত না করে এবং আলানা ফজীলতপূর্ণ না ভেবে কোন কাজের মেয়াদ হিসেবে নির্ধারণ করে তবে তা দোষনীয় নয়। দাওয়াত ও তাবলিগে মেহনতকারী ভাইদেরও এই আকীদা রেখেই দাওয়াতের কাজ করতে হবে। নতুবা দ্বীনের দাওয়াহর পরিবর্তে দ্বীন বিকৃতের শামিল হবে। কোন ভাই যদি জাহলতের কারণে ভিন্ন আকীদা রাখে আমাদের উচিত তাকে কোন মুহাক্কিক আলিমের সাথে কথা বলিয়ে বিশুদ্ধ আকীদা গ্রহণে সহযোগীতা করা- সম্পাদক



## কুররাতু আইয়ুন

না। একই প্রভাব ছোট ছেলের জীবনেও পেলাম। ছেলেদের ভেতর যে গুণগুলোর স্বপ্ন দেখতাম, তা এই প্রথম বাস্তবে লক্ষ করলাম। মানুষ গড়ার, সুকুমারবৃত্তি অর্জনের জায়গা তা হলে এটাই। আমিও নিয়ত করেছি রিটার্নমেন্টের পর ৩ চিল্লার জন্য যাবো, ইনশাআল্লাহ। আমার জন্য দুআ করবেন।”

শুনে মজমায় একজন কেঁদেকেটে একসা হচ্ছেন—জামাতের আমীর সাহেব। শোকরের কান্না। ইয়া রাবিব, আমি কিছু করি নাই। সব আপনে করেছেন। আপনে একাই করেন। কেউ কোনো ক্ষমতা রাখে না—“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, সাদাকাল্লাহু ওয়াহদাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ।” ২০১৬ সালে আবু অবসরে যান, ৩ চিল্লা পুরা করেন। দুইটা টিভি বাসা থেকে বের করে দেন। আশুকে নিয়ে ১৫ দিন সময় দেন তাবলীগে। আমার বাসায় মহল্লার মহিলাদের সাপ্তাহিক তালীমের পয়েন্ট অনুমোদন হয়। বিন্ডিংয়ের মেয়ে বাচ্চারা আমার স্ত্রীর কাছে কুরআন শিখতে আসে। প্রতি রমজান বাসায় খতম তারাবীহ হয়—বিন্ডিংয়ের পুরুষ-মহিলা দুই ফ্ল্যাটে—আলহামদুলিল্লাহ। হেদায়েত দেনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ। বান্দা, এমনকি নবী-রাসূলগণও হেদায়েত দেবার ব্যাপারে অসহায়। নবীর নিজ পিতৃসম চাচা, নবীর স্ত্রী, নবীর সন্তানও হেদায়েত পায়নি। আমাদের উপর হুকুম হলো, আমরা দাওয়াত দেবো, হেদায়াতের মাধ্যম হবো, আসবাব তৈরি করবো, পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করবো। দাওয়াহর ব্যাপারে নিজ পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, এডাল্ট সন্তান—এরা প্রথম হকদার দাওয়াহ পাবার। কিন্তু এদের দাওয়াহ বিষয়টা কিছুটা নাজুক। আলাদা কিছু হিকমাহর প্রয়োজন হয়। কাট-কাট দাওয়াতে, চাপাচাপিতে অন্তর কঠিন হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এটা নিয়েই আজকের আলোচনা।

## পিতামাতাকে দাওয়াহ

আমি নিজে থেকে আসলে কিছুই করিনি। তাবলীগে ৩ চিল্লা শেষে বাড়ি ফেরার সময় ‘ওয়াপসি কথা’ নামে একটা বয়ান হয়। সোজা বাংলায় ফিরতি বয়ান বা Lecture On Return. সেখানে ফ্যামিলিতে কাজ করার উপরও একটা অংশ থাকে। সেখান থেকে কিছু পয়েন্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করবো—যদি কারও কাজে আসে। আল্লাহ আমাদের নিয়তকে কবুল করুন।



১.

প্রথমে নিজেকে দীনের উপর মজবুত হতে হবে। নিজের জীবনযাত্রা, চালচলনে দৃষ্টমান পরিবর্তন আসতে হবে। আগের আমি আর বর্তমান আমি-র মাঝে আমার পিতা-মাতা যেন পার্থক্য ধরতে পারেন।

২.

যখন আপনি দীন পালন শুরু করেছেন, তখন সবাই আপনাকে অবজার্ড করছে। আপনি একটা সাদা কাপড়। একটা কালো বিন্দুতেও চোখ আটকাবে। আপনার ছোট দোষও অন্যের চোখে বড় হয়ে ধরা দেবে। তাই কথাবার্তা, ব্যবহারে দীনের খেলাফ যেন না হয়। পিতা-মাতার সাথে আরও নরম, ভাই-বোনদের সাথে আরও আন্তরিক। তাবলীগে দাঁড়ির সীফাত মুখস্থ করিয়েছে। শুনবেন? দলিল চাইলে অবশ্য দিতে পারবো না। ‘আকাশের মতো বিশাল, পাহাড়ের মতো অটল, মাটির মতো নরম, বরফের মতো ঠাণ্ডা।’ শয়তান আপনার পিছনে লাগবে, লাগাবে—রিঅ্যাক্ট করা যাবে না।

৩.

পিতা-মাতাকে ক্রমাগত জবানি দাওয়াত দিলে বিগড়ে যাবার উদাহরণ আছে। তোকে পেটে ধরেছি, তোর চেয়ে কম বুঝি? ছেলে হয়ে বাপকে জ্ঞান দিচ্ছি, এটা সব বাবার ভালো নাও লাগতে পারে। মুখে না বললেও মনক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরিবারে আমলের মাধ্যমে দাওয়াত বেশি কার্যকর জবানি দাওয়াতের চেয়ে। হ্যাঁ, জবানি দাওয়াত দেবেন, তবে আপনি না। আসছি সে প্রসঙ্গে। বাসায় আগের চেয়ে বেশি উন্নত আখলাক দেখান।

৪.

বাসায় দিনের নির্দিষ্ট সময় হাদীসের তালিম করুন। রিয়াজুস সালিহীন, মুস্তাখাব হাদীস। প্রশ্ন আসতে পারে বুখারী, মুসলিম কেন নয়? বুখারী, মুসলিমে অনেক হাদীস নাসআলাসংক্রান্ত। যাদের দীনের বুঝ নেই, সে পরদিন আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। পুরস্কারের কথা শুনলে পরদিন আবার বসবে। এজন্য রিয়াজুস সালিহীন, মুস্তাখাব হাদীস। ফাজায়েলে আমাল নিয়ে কিছু কথা হয় বলে উল্লেখ করলাম না। কিছু জিনিস বাদ দিলে ফাজায়েলে আমাল বইটা অন্তরে খুব প্রভাব ফেলে। ওতে একটা হাদীসের সাথে সাথে সে সম্পর্কিত সাহাবীদের কওল, সালাফদের বাণী—সব একসাথে জমা

## কুররাতু আইয়ুন

করা আছে। একসাথে এত কথা অন্তরে হিট করে। সম্ভব হলে ইখতিলাফী অংশটুকু মার্ক করে নিয়ে বাকিটুকু তালিম করতে পারেন বাসায়। যে বই-ই পড়ুন চ্যাপ্টার মার্ক দিয়ে সব চ্যাপ্টার থেকে একটা-দুটো হাদীস পড়বেন, তা হলে বৈচিত্র্য থাকবে। আত্মহ ধরে রাখা যাবে। এটা খুব ইফেক্টিভ। আপনি নিজে দাওয়াত না দিয়ে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে, তাঁর কথা দিয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন। নামাযের তাগিদ শোনাচ্ছেন, সাদাকার লাভ শোনাচ্ছেন। নবীজী ও সালাফদের জবানিতে। আপনার দাওয়াতে মাইন্ড করার সুযোগও থাকলো না, দাওয়াত দেওয়াও হলো। নবীর কথার নূর পরিবারের অন্তরে পৌঁছানোও হলো।

প্রথম দিন থেকেই সবাই ছড়মুড় করে বসবে, এমন ভাববেন না। আমার বাবাও প্রথম ২ বছর বসেননি। পারিনি বসাতে। মা-বোনও প্রথম প্রথম নাও বসতে পারে। তখন কী করবেন? একা একাই পড়বেন। প্রতিদিন, নির্দিষ্ট সময়ে। জোরে আশপাশ শুনিয়ে। আর বসার আগে সবাইকে ডাকবেন—আম্মু, এসো একটা হাদীস শুন। অ্যাই বন্টু, আয়, একটা আয়াত শোন। আব্বু, এসো না একটা হাদীস শোনো; দ্যাখো, কত সুন্দর সুন্দর কথা। একদিন-দুইদিন-দশদিন—কেউ বসলো না। একদিন না একদিন ছোট ভাইটা বসবে, বোনটা বসবে। একদিন মা এসে বসবে—পড় তো বাপ, শুন। তুই কী পড়িস! ব্যস, শুনিয়ে দিলেন পুরস্কারের পাঁচটি হাদীস। মজা পেয়ে গেলো। আপনার কাজ অর্ধেক শেষ। একবার বসাতে পারলেই হলো। আর বলতে হবে না মাকে সিরিয়াল না দেখতে, বোনকে পর্দা করতে আর বাপকে দাড়ি রাখতে। তালীমের অভ্যাস করান, ব্যস।

৫.

ভাই-বোনদের নাসীহা দেবেন সমস্যা নেই। তবে জবানি দাওয়াত বাপ-মাকে নিজে দেবেন না, আরেকজনকে দিয়ে দেওয়াবেন। আপনার প্রিয় আলেমকে বাসায় দাওয়াত করেন, বাপকে নাসীহা করান। মহল্লার কোনো দীনদার সাথে দুনিয়াবি সন্মানী (দুনিয়ার বড়ত্ব আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল বলে) কোনো ব্যক্তি থাকলে তাকে বাসায় নিন, পরিচয় করান, নাসীহা করান। তবে অবশ্যই তাকে বাবা-মায়ের মন-মানসিকতার আপডেট জানিয়ে বাসায় নেবেন, তা হলে কোন লাইনে নাসীহা করতে হবে, তিনি বুঝে নেবেন। নিজের কথা বলি, যদিও বলা ঠিক না। আমি আমার বাবাকে নাসীহা করার জন্য সাবেক



অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, মেডিকেল প্রফেসর ইত্যাদি তাবলীগের মুরবিবদের বাসায় নিয়েছি, দাওয়াত করেছি। আব্বুর সাথে আলাপ করিয়েছি। মালয়েশিয়ান জামাতের রিটার্ড ভার্শিটি প্রফেসর, চাইনিজ জামাতের উইঘুর আলেম, ইন্দোনেশিয়ান ডাক্তারসহ যত বিদেশি জামাত আসতো মহল্লার, মসজিদে আমীর সাহেবকে বাসায় নিতাম শুধু আব্বুর জন্য। আব্বুও খুশি হতেন। হোস্টেলে জার্মান জামাত এলো সেবার। নটিক নওমুসলিম হামযার বয়ান আব্বু অফিস থেকে এলেন শুনতে। এভাবেই নিজে আখলাক দেখান আর নাসীহার জন্য অন্য কাউকে ব্যবহার করুন। হেদায়াত আল্লাহর হাতে, আমাদের কাজ পরিবেশ বানানো।

৬.

এবার সবচেয়ে বড় জিনিসের কথা বলবো। দুআ। পরিবারের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহর আদেশ : নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও। আপনার সামনে আপনার পরিবারকে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেওয়া হবে। সেদিন কেঁদেকেটে লাভ হবে না। আজকে কাঁদুন, যদি হওয়ার থাকে, আজকে কাঁদলে কিছু লাভ হতে পারে। আমি পনের এক চিল্লায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযে শুধু আমার পরিবার—স্পেশালি আব্বুর জন্য দুআ করেছি। সাদাকা করে করে দুআ করেছি। আবার বুদ্ধি করে এভাবে দুআ করেছি—আয় আল্লাহ, পুরো উম্মাতের আব্বাদেরকে, পুরো উম্মাতের পরিবারকে পরিপূর্ণ দীনের বুঝ দাও। সব আব্বুদেরকে কবুল করে নাও। দুআকে প্রশস্ত করলে নাকি নিজের ক্ষেত্রে আগে কবুল হয়। এমন না যে, আমার দুআর কারণে, আব্বু আগে থেকেই দীনমুখী ছিলেন। হজ করে এসেছিলেন, নামায বাদ দিতেন না, আল্লাহর আজাবের ভয়েই তো আমাকে বাধা দেননি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সহজ করেছেন। রোজা রেখে রেখে পরিবারের জন্য দুআ করুন। রহমতের দরিয়ায় জোশ উঠলে আর কতক্ষণ।

## স্ত্রীকে দাওয়াহ

দুনিয়ায় গল্পে চিল্লার সফরে একজন আমীর সাহেব পেয়েছিলাম। প্রতিদিন ‘মুযাকারা’ নামের যে আমলটা হতো, তাতে উনি কোনো না কোনো কথায় ‘ঘরওয়ালিকে কীভাবে ঠিক করা যায়’, এই টপিকটা তুলে আনতেন। বলতেন, ঘরওয়ালি যদি সহযোগিতা

## কুররাতু আইয়ুন

না করে, তবে দাওয়াত দেওয়া ও নিজে দীনের উপর থাকা কোনোটাই সম্ভব হবে না। তার বাতলানো টেকনিক থেকে কিছু যদি আপনাদের কাজে লাগে—দেখুন :

১.

মহিলারা স্বামীর অনুগামী হয়। স্বামীর আমলের দ্বারা মুতাসসির (প্রভাবিত) হয়। তাই স্বামীকে আমল ঠিক করতে হবে, দীনের উপর মজবুত হতে হবে। তা দেখে স্ত্রী প্রভাবিত হবে। স্বামীর পরিবর্তন, নশ্রতা, তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ, দুআ, কান্নাকাটি দেখে দেখে তার হৃদয়দ্বারে করাঘাত পড়বে। একসময় খুলে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আপনার মজবুতি দেখে তার অনুভূতি হবে—‘এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু’। আর আপনি যদি দীন হালকাভাবে মানেন, সেও গুরুত্ব বুঝবে না।

২.

তালীমের কৌশলটা ফলো করতেই হবে। বাকি কাজ নবীজীর হাদীসই করবে।

৩.

বন্ধুদের মধ্যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে যার স্ত্রী দীনদার, তাকে স্ত্রীসহ বাসায় দাওয়াত করুন। দুজনকে বসিয়ে দিন। বন্ধুত্ব হোক। আস্তে আস্তে নাসীহা হবে পরের দিনগুলোতে। মেয়েরা বাঁকা হাড়ের মতো। ২ বলে-কয়ে শেখাতে পারবেন না। তারা দেখে শিখবে। দীনী জীবন দেখানোর চেষ্টা করুন। যার বাসায় দীনী পরিবেশ আছে, ছলে-বলে-কৌশলে বেশি বেশি সে বাসায় নিয়ে যান।

তাবলীগে মহিলাদের সাপ্তাহিক জমায়েতের একটা আমল আছে। এক বা একাধিক মসজিদে মহল্লার মহিলারা এক বাসায় সমবেত হয়। পরিচয়, হাদীস পড়া, ঈমানী আলোচনা হয়। ওই বাসাটা কাকরাইল থেকে দেখে দীনী পরিবেশ নিশ্চিত করে অনুমোদন দেওয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আমার মহল্লার পয়েন্টটা আমার বাসায় আল্লাহ দিয়েছেন। এক সাথিভাই স্ত্রী নিয়ে বড্ড পেরেশান ছিলেন। অনেক কষ্টে হাতেপায়ে ধরে স্ত্রীকে আমার বাসায় আনলেন। আমি আগে থেকে মা-বউকে বলে রাখলাম, অমুকের বিবি আসবে আজ। তাকে আচ্ছামতো স্বাগত জানানো হলো, মেহমানদারি করানো হলো, কোনো নাসীহা দিতে নিষেধ করেছিলাম। এতগুলো

[২] আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে তখন তা ভেঙ্গে ফেলবে আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে। (সহিহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩৫৩৬)



পর্দানশীন দীনপালনে সচেষ্ট মহিলা দেখে, ব্যবহার দেখে আল্লাহ তার দিলে মহব্বত ঢেলে দিলেন। পরের সপ্তাহে স্বামী না বলতে নিজেই এলেন। এরপরের সপ্তাহে তাঁকে হাদীস পড়তে দেওয়া হলো। এখন তিনি রেগুলার আসেন, ফুল পর্দা করেন। ইসলামী জীবনে অভ্যস্ত হয়েছেন। এমন কেস গত এক বছরে আমার বাসায় কয়েকটা ঘটেছে, আলহামদুলিল্লাহ। যেসব এলাকায় পুরুষরা দাওয়াতে বেশি এন্টিভ, সেখানে ভুরিভুরি এমন উদাহরণ ঘটে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য, মেয়েদের দীনী জীবন প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিতে পারলে তারা পুরুষের চেয়ে বেশি দ্রুত দীনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

৪.

স্ত্রীর সাথে উত্তম আখলাক দেখান। ওই যে বললাম না, দেখে শিখবে। ঘরের কাজে সাহায্য করা থেকে শুরু করে বউয়ের চুল আঁচড়ে দিন। তার দোষ ধরা একদম বাদ। আপনি যা যা করবেন, তিনি তা ফেরত দেবেন, তার চেয়েও বেশি।

৫.

ঘরের ঢোকার কিছু সুন্নাহ ও আদব শিখিয়েছিলেন ওই আমীর সাহেব।

- ঢুকে জোরে সালাম দেওয়া।<sup>৩</sup>
- ডান পায়ে ঢোকা।<sup>৪</sup>
- একটা দুআ আছে, পারলে মুখস্থ করুন।<sup>৫</sup>
- দরুদ।

[৩] সূরা নূর : ৬১; কিতাবু তাকসীরি আয়াতিল আহকাম, ফখরুদ্দীন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন কাসি (মৃত্যু : ৮৭৭) : ১/১৯০।

[৪] আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সা. জুতা পরিধানে, মাথা আঁচড়াতে, পবিত্রতা অর্জন করতে এবং সব ধরনের (ভালো) কাজে ডান দিক থেকে শুরু করাকে পছন্দ করতেন। [বুখারী : ১৬৬]

[৫] আরবি দোয়া :

«بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا ، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تُؤَكِّلُنَا»

অর্থ : “আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামেই আমরা বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করলাম।” অতঃপর ঘরের লোকজনকে সালাম দেবে; [আবু দাউদ : ৪/৩২৫, ৫০৯৬]।

আর আল্লামা ইবন বায রহ. তার তুহফাতুল আখইয়ার গ্রন্থে পৃ. ২৮ এটার সনদকে হাসান বলেছেন। তাছাড়া সহীহ হাদীসে এসেছে, “যখন তোমাদের কেউ ঘরে প্রবেশ করে আর প্রবেশের সময় ও খাবারের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান (নিজ ব্যক্তিদের) বলে, তোমাদের কোনো বাসস্থান নেই, তোমাদের রাতের কোনো খাবার নেই।” [মুসলিম, নং ২০১৮]।—সম্পাদক

## কুররাতু আইয়ুন

- সূরা ইখলাস।
- স্ত্রীর সাথে মুসাফাহা <sup>৬</sup> (সালামের পরিপূর্ণতা মুসাফাহা)।
- মুআনাকা (জড়িয়ে ধরা)।
- ছোট হলেও কোনো হাদিয়া নিন। <sup>৭</sup> একটা কিছু এনে বলুন, তোমার জন্য—  
হোক একটা চকলেট। এত ব্যস্ততার মাঝে তার কথা যে আপনার মনে  
পড়েছে, এতেই মুখ ঝলমল করে উঠবে।
- তার প্রশংসা করা।
- ঘরে ঢুকে নবীজী সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। <sup>৮</sup>
- ঘরের কাজে অংশ নেওয়া। <sup>৯</sup>

এগুলো করতে পারলে এটাই আপনার স্ত্রীর জন্য আমলী দাওয়াহ হবে।

কঠোর হবেন না—একদম না। আদম আলাইহিস সালামের বাঁকা হাড় থেকে তার  
সৃষ্টি; আমাদের নবী বলেছেন, বাঁকা অবস্থাতেই কাজে লাগাতে, সোজা করতে যাওয়া  
নিষেধ। <sup>১০</sup> সূরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াত বলে বলে দুআ করুন।

## স্বামীকে দাওয়াহ

- স্ত্রীর ক্ষেত্রে যা যা বলা হলো, সবগুলো ‘ভাইস ভার্সা’ অর্থাৎ সবগুলো স্বামীর  
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

[৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুজন মুসলিম সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর  
থেকে পৃথক হবার পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেওয়া হয়।” [সুনান তিরমিযী: ২৭২৭]।

[৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেনঃ তোমরা পরস্পর উপহাসাদি বিনিময় করো, তোমাদের  
পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হবে। আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৫৯৭ (হাদীসের মান: হাসান)

[৮] আম্মাজান আয়িশা রা. বলেন, ‘তিনি প্রথমে এসে মিসওয়াক করতেন। মুখ পরিষ্কার করতেন।’ [সহীহ মুসলিম :  
২৫৩]

[৯] আম্মাজান আয়িশা রা. বলেন, ‘ঘরে এসে তিনি পরিবারের কাজে হাত দেন। তারপর যখন আযান শোনেন, তখন  
নানাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান।’ [বুখারী : ৫৩৬৩ সূত্রে প্রাপ্ত পৃ. ৭৫]। কী কী করতেন, এমন প্রশ্নের জবাবে  
আম্মাজান বলেন, ‘তার কাপড় সেলাই করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ করতেন।’ [সহীহ  
জামে’: ৪৯৯৬ সূত্রে প্রাপ্ত পৃ. ৭৬]।

[১০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নারীকে বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি তাকে কখনো  
সোজা করতে পারবে না। যদি তুমি তার সাথে সুখের সংসার গড়তে চাও, তবে এটা মেনে নিয়েই করতে হবে। অন্যথায়  
তার বাঁকা হাড় সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙে ফেলবে, আর ভাঙন হলো—তালাক।’ [সহীহ মুসলিম : ১৫৬৮]



- স্বামীর কাছে দীন শিখতে চান। তাকে এটুকু বোঝান, আমাকে ভাত-কাপড় দেজ যেমন তোমার দায়িত্ব, আমাকে দীন শেখানোও তোমার দায়িত্ব। আপনার মনসজ্ঞ প্রয়োজনে তাকে মসজিদে ইমানের কাছে পাঠান।
- তোয়াজ-তমিজ করে ঘরে তালীমে বসান। বাকি কাজ হাদীসই করবে। ইনশাআল্লাহ কমেইল তো সবসময়ই করেন, আল্লাহর জন্যও একটু করুন। অনেক সাথি দেবোঁ যারা বউয়ের কারণে দীনের পথে এসেছে।
- দীনী কিতাব কিনতে পাঠান। তাফসীর মাহফিলে পাঠান। এসে আপনাকে কাজ কী শুনেছে। আবার বেশি প্রেশার দেবেন না। সারাদিন অফিসে কাজ করে রাত থাকতে পারে। দুনিয়াবি কাজকর্ম, বাজার-সদাই কমিয়ে দীনের বাজার ধরিয়ে নেবে মাবোমথ্যে। আপনার প্রয়োজন মেটাতেই সে গাধার মতো খাটে, আপনাকে একটু কষ্ট দেখতে। আপনার প্রয়োজন যদি হয় দীন, তবে সেটার জন্যও সে খটিনে, ইনশাআল্লাহ।
- বদমেজাজি হলে জাস্ট খেদমত বাড়ান। অস্বাভাবিক রকম খেদমত করুন। দর করে দিন, যাতে জিগোস করে, কেন এত খেদমত করছ। তখন দীনী প্রয়োজনের কাম বলুন।

## বয়স্ক সন্তানকে দাওয়াহ

১. যামী/জীর প্রসিডিউর ফলো করুন। বয়স্ক সন্তান কথা শুনতে চায় না। 'তুঁ বুড়া হইসো, তুমি আল্লা-বিলা করো, আমার টাইম হলে আমিও করাবোনে'—এই মানসিকতা রাখে। সরাসরি নাসীহাহ উপকারী নাও হতে পারে।
২. প্রচুর দুআ করুন। সূরা ফুরকান ৭৪ নং আয়াত। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই। আলোর বেগে দুআ কবুল হবে। মনসজ্ঞ রোজার সাথে দুআ করুন।

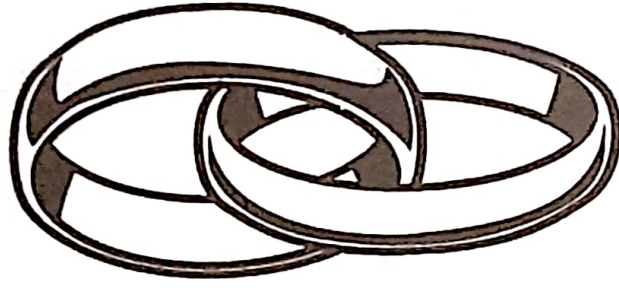
আমাদের দাওয়াহ ও নাসীহাহ পাবার প্রথম হকদার আমাদের পরিবার। নবীজীকে আল্লাহ আদেশ করেছেন, নিজেকে ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। আমাদের হাদিয়া, তোহফা, আখলাক, ইকরাম, ইহসান পাবার প্রথম হকদার পরিবার।

### কুররাতু আইয়ুব

অথচ পরিবারেই আমাদের আচরণ সবচেয়ে অশীলিত, রাফ, অমার্জিত, অনিয়ন্ত্রিত। সবাইকে হাদিয়া দিই, বউকে দিই না; ঘরে ঢুকি বাঘের মতো; বউ-সন্তান আমার ভয়ে তটস্থ থাকে—দাঙ্গ এমন হবে না। তাবলীগের আঙ্গিকে কথাগুলো বললাম, ওখান থেকেই শিখেছি বলে। যার যার ভালোলাগা আদর্শে ফেলে ফলো করুন, রেজাল্ট পাবেন, ইনশাআল্লাহ। আর লেখকের জন্য দুআ করতে ভুলবেন না। লেখক দুআর খুব বেশি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ মাফ করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।







## বিয়ে

পাঠ্যপুস্তকে আমাদের শুধু ভালো কেরানি, পুঁজিবাদের ভালো সেবক হওয়া শেখায়। যেন জীবনে চাকরগিরির ক্যারিয়ারই সব। টাকা কামানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। বেশি বেশি বস্তু কেনাই কামিয়াবি। ভেবে দেখুন, চাকরি যেমন একটা মেজর ইভেন্ট আমাদের জীবনে, বিয়েও কি একটা মেজর ইভেন্ট না? সন্তান জন্ম দেওয়া এবং পালন করাও কি একটা মেজর টাস্ক নয় জীবনের? তা হলে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা যদি ‘ভবিষ্যত-জীবনের জন্য আমাদের গড়ে তোলা’রই দাবি করে, তবে ভালো চাকুরির সাথে ভালো স্বামী, ভালো বাবা, ভালো সন্তান হবার সিলেবাস কোথায়? তার মানে, ওরা আপনার সুন্দর জীবন চায় না, চায় শুধু আপনার সুন্দর সার্ভিসটুকু। যাট বছর হলে ছিবড়ে ফেলে দেবে ছুড়ে, ব্যস। ওদের কিচ্ছু যায় আসে না যে, আপনার ছেলে মানুষ হলো কি না! আপনার ডিভোর্সে ওদের কিসসু আসে যায় না। আপনি আপনার বৃদ্ধা মা-কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালেও ওরা দেখবে না। শ্রেফ আপনার কাজ নেবার জন্যই এত আয়োজন, এত কিছুর। এই প্রবন্ধগুলো আমাদের সিলেবাসের সেই অসূর্যম্পশ্যা অংশটুকু নিয়েই, যেগুলো কখনো আলোর মুখ দেখেনি।

## লাড্ডু খাওয়ার আগে

### ক. চেষ্টা শুরু করুন আগেই

অনেকেই আমরা বিয়েকে গুনাহমুক্তির উপায় মনে করি। ভাবি, এই ক’দিন যেমন চলছে চলুক, বিয়ে করে একদম দরবেশ হয়ে যাবো। তা তো বটেই। নতুন করে গুনাহের সম্ভাবনা বিয়ে কমিয়ে দেয় বহুলাংশে। তবে পূর্ব থেকেই আপনি যে গুনাহগুলোতে অভ্যস্ত, সেগুলো বিয়ের পরও কাটানো সম্ভব হয় না। যেমন : পর্নো বা হস্তমৈথুন। এমনকি এসব কারণে সংসার ভেঙে পর্যন্ত যেতে পারে। বিস্তারিত জানুন মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইটি থেকে।

১.

বিয়ের কিছু দিন পরেই আপনি দেখবেন, পর্নো ছবিতে আপনি যে বৈচিত্র্য পেতেন, স্ত্রীর মধ্যে তা পাচ্ছেন না। আপনার ঘরের মেয়েটি একটি পবিত্র দীনদার মেয়ে। অপরদিকে যেসব পর্নস্টারদের আপনি দেখে অভ্যস্ত, তারা কামকলায় পারদর্শী। পর্নো অভিনেত্রীদের ফুলবড়ি মেকআপ থাকে, আপনি আপনার স্ত্রীর ত্বকের ব্যাপারেও হতাশ হবেন। কেননা মানুষের ত্বক অমন মসৃণ হয় না—দাগ থাকে, তিল থাকে, লোমকূপ থাকে। পর্নো অভিনেত্রীদের নির্লজ্জ আচরণ আপনি আপনার লজ্জাশীলা স্ত্রীর মধ্যে পাবেন না। ফলে হতাশ হয়ে বৈচিত্র্যের জন্য আপনি আবার ফিরে যাবেন পুরনো স্বভাবে। এজন্য বিয়ে আপনাকে এই বদভ্যাস ছাড়তে ‘সহায়ক’ হবে, শ্রেফ সহায়ক। রাতারাতি নিয়ামক নাও হতে পারে। এজন্য বিয়ের আগেই ছাড়ার চেষ্টা করুন। কীভাবে করবেন, পরে বলছি।

২.

হস্তমৈথুন আরেক বদভ্যাস, যা বিয়ের পরও ছাড়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর মাসিকের সময় বা নাইওর গেলে (তার বাবার বাড়ি গেলে) আপনি সুযোগ খুঁজবেন এটা করার। কারণ পুরনো অভ্যাস, ফ্যান্টাসি আপনার মনে হবে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে শয়তান আপনাকে ধোঁকা দেবে। তাই এটাও বিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে দেবে তা নয়, বরং বিয়ের আগেই ছাড়তে হবে আপনাকে।



৭.

নজরের হেফাজতে বিষে আপনাকে জামেট 'সাহায্য' করতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের সেইই মুখ্য এবং তা শুরু করতে হবে বিষের আগে থেকেই। বিষে করার পর নিঃসন্দেহে আপনি বিরাট সাধক হয়ে যাবেন, এমনটা নয়।

৮.

আমি বলেছেন, পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য। আপনি যদি নিজেকে তৈরি না করেন, পরিপূর্ণ তাওবা করে চোখের পানিতে ধুয়ে সাফ না করেন, অনুশোচনার পুষ্টি খাট না হন, তা হলে পবিত্র নয়ন-জুড়ানো স্ত্রী তো ফর্মুলামতে পাচ্ছেন না। তাই নিজেকে নিজের স্ত্রীর জন্য তৈরি করুন। গুনাহ ছাড়ুন।

কীভাবে আগেই ছাড়বেন এগুলো :

১. বিকরুলাহর অভ্যাস

২. কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস

৩. নকল রোজা—আমার একদিন কী নফসের একদিন।

৪. বেশি বেশি নকল নামায গুনাহ থেকে বাঁচায় (ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ)।

৫. ওই মুহূর্তে তিনটার একটা থেকে বেরিয়ে আসুন। হয় ডিভাইস থেকে, না হয় নির্জনতা থেকে, না হয় চিন্তা থেকে (কাউকে ফোন করুন, কথা বলুন)।

৬. প্রতি নামাযের শেষে সূরা তাওবার শেষ ২ আয়াত, সূরা নাস, ফজরের পর ১০ বার সূরা ইখলাসের আমল করতে পারেন।

৭. ঘুমের আগে নেট চালানো বাদ।

৮. গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করুন। দুআ, সাদাকা করুন।

৯. পরোয়াকি যদি দেখেই ফেলেন, হস্তমৈথুনের ইচ্ছা যদি জাগে, প্রশ্রাব করে আসুন, কামভাব কমে যাবে।

১০. নিজেকে শাস্তি দিতে পারেন। একবার গুনাহ হলে ২০ রাকাত নফল।

১১. 'গুনাহ ছাড়া'—এটা আল্লাহর তাওফীক। আমি চাইলাম আর ছেড়ে দিলাম,

## কুররাতু আইয়ুন

এমন না। আর আল্লাহ তাওফীক তাকেই দেন, যার তলব আছে; যে চায়। এজন্য আমার গুনাহ ছাড়ার নিয়ত ও চেষ্টার কমতি নেই, এটা আল্লাহকে দেখাতে হবে। আল্লাহ তাওফীক দেবেন।

১২. মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন বুঝলে মিসওয়াক করুন।

১৩. নফসকে কষ্ট না দিয়ে গুনাহ ছাড়া অসম্ভব। আজকেই শেষ, নেঞ্জট বার থেকে কষ্ট দেবো—এমন হলে নেঞ্জট বার আর আসবে না জীবনে।

## খ. বিয়ের নিয়ত করুন

বিয়ে খাহেশাত না, বিয়ে একটা পবিত্র আমল। অতএব—

১. বিয়ে করছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
২. আল্লাহর হুকুম পূরণ করার জন্য।
৩. নবীজীর সুন্নাহর উপর আমলের জন্য।
৪. গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য।
৫. দীন পরিপূর্ণ করার জন্য।
৬. জান্নাতে একসাথে থাকার জন্য।

## গ. দুআ ও আমল

১. সূরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াত।

২. সূরা ইয়াসীনের ৩৬ নং আয়াত।

৩. আগে-পিছে ১১ বার দরুদসহ ১১১১ বার ‘আল্লাহুম্মা ইয়া জামিউ’ (এক শ্রীলঙ্কান আলেম শিখিয়েছিলেন)। ”

[১১] এই ধরনের আমলকে বলা হয় মুজাররব বা অভিজ্ঞতাসন্ধ। সুন্নাহ মনে না করে যদি- অন্যজন ফায়দা পেয়েছে তাহি জামিউ পোতে পারি, এমন অবস্থান থেকে- কেউ তা আমল করে, তবে এটি নিন্দাযোগ্য কিছু নয়, বরং এর সুযোগ আছে। মাসনুন ও গাইরে মাসনুন দুজার মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা জরুরী। দুঃখজনকভাবে অনেকেই এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। তারা উভয়টিকে সমান কাতারে নামিয়ে আনেন। আবার অনেক ঠিক এর উল্টো পথে হাঁটেন। তারা গাইরে মাসনুন দুআগুলোকে বিদআত মনে করে বসে থাকেন। এই বাড়বাড়ি ও ছড়াছড়ি উভয়টাই নিন্দনীয়। বেশব দুআ সরাসরি কুরআন-সুন্নাহের বর্ণিত হয়েছে সেগুলোয় ফায়দা ও ফযীলত অনস্বীকার্য। তবে মনে রাখতে হবে



৪. আপনি যেমন স্ত্রী চান (হার্ডওয়্যার+সফটওয়্যার), পুরো কনফিগারেশন বলে বলে দুআ করুন। আল্লাহকে সব বলা যায়। কোনো লজ্জা করবেন না। চুল কত বড়, চোখ কেমন চান, হাসি কেমন চান, মনটা কেমন চান, রান্না কেমন চান—সব বলুন। দেবেন, আল্লাহ এমন একটা ব্যালেন্স করে দেবেন, দিল খোশ হয়ে যাবে।

৫. সব চাওয়া শেষে ফয়সালা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন : রাব্বি ইন্নী লিমা আনঝালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকীর—আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে যেটা দেবেন ওটাই আমার দরকার, আমি ওটারই কাঙাল (মূসা আলাইহিস সালামের দুআ)। ১২

### ঘ. পার্থী নির্বাচন

কেমন সন্তান আপনি দুনিয়াতে রেখে যেতে চান, প্রথমে এটা ঠিক করুন; তা হলে সন্তানের মা নির্বাচন সহজ হয়ে যাবে। যেসকল মা দেবেন, সন্তান অমনই হবে। স্ত্রীসহ তাবনীয়ে গিয়ে এমন অনেক বাসায় দেখেছি ৫ বছরের মেয়ে দাওয়াতের কথাগুলো বলছে। ৩ বছরের মেয়ে পর্দা বুঝে গেছে। মা যার সামনে যায় না, সেও তার সামনে বার না। ১৫ মাসের মেয়ে বাচ্চা, মা ঘুম পাড়ানোর সময় আল্লাহ-আল্লাহ বলে ঘুম পাড়াতো, সেও একটা পুতুল নিয়ে আল্লাহ-আল্লাহ স্পষ্ট বলছে আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এজন্য নিয়ত ঠিক করুন। একটি দুর্ঘটনা, সারা জীবন-কবর-আখেরাতের কান্না।

দুআর বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। শরীয়ত এতে অনেক ছাড় দিয়েছে। যতক্ষণ না শরীয়ত বিরোধী কিছু পাওয়া না পারে ততক্ষণ একজন বান্দা নিজের মন মতো যে কোন দুআ করতে পারবে। এতে কোন বাধা-নিষেধ নাই। পাশাপাশি পূর্ববর্তী লেখকের বান্দাগণ যেসব দুআ করেছেন সেগুলো দিয়েও দুআ করার সুযোগ আছে। শুধু শর্ত হলো একে মাসনুন বা দুআহতে বর্ণিত দুআ মনে করা যাবে না। মাসনুন দুআর সমকক্ষ একে ভাবা যাবে না। এই শর্ত মেনে কেউ যদি সেসব দুআ করে তবে নিষেধ নাই।

সালফদের জীবনীতে আমরা মুজাররাব পর্যায়ের দুআকে গ্রহণ করে নেওয়ার নজির দেখতে পাই। যেমন তাউস রহিমাহুল্লাহ একবার আলী বিন হুসাইন রাহিনাহুল্লাহ-কে একটি দুআ করতে শুনে সেটি মুখস্ত করে নেন। তিনি বলেন, ‘পরবর্তীতে যে কোন বিপদে পড়ে এই দুআ পড়লে আমি বিপদমুক্ত হতাম।’

আমর আব-সাদরা নামক একজন শত্রুর হাতে বিপদে পড়ার পর একটি দুআ করে মুক্তি লাভ করেন। পরবর্তীতে বিনতে দাউদের সন্তান ইব্রাহিম বলেন, ‘আমি নিজে এই দুআ পরীক্ষা করে দেখেছি। মানুষদেরকেও তা শিখিয়েছি। তারা এতে উপকার পেয়েছে। আসলে এটা মূলত ইব্রাহিমের ফসল।’ (আলফারাজ বাদাশ শিদ্দাহ, ইবনু আবিদ দুইয়া বাংলা ভাষায় বইটি দুবার পরে দুই নামে অনূদিত হয়েছে) -সম্পাদক

## কুররাতু আইয়ুব

১.

আপনি তো আর আপনার স্ত্রীর কামাই খাবেন না, তাই না? তাই আপনার স্ত্রীর শিক্ষাগত ডিগ্রি আপনার কাজে আসবে না। অনেকে বলে বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য শিক্ষিত মেয়ে লাগবে। বাচ্চাকে পড়াতে মাস্টার্স পাশ মা লাগবে না; এমনকি হাইস্কুলেও মাস্টার্স পাশ টিচার অপ্রতুল। স্ত্রীর ডিগ্রি আপনাকে সুখী করবে না। আপনার প্যারেন্টস হয়তো সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাডার পুত্রবধূ দেখিয়ে সুখী হতে পারেন, কিন্তু আপনার সুখ ওতে নেই। বরং হাজার উদাহরণ পাবেন এগুলোই (উচ্চশিক্ষা, ডিগ্রি, কোর্স, চাকরি) অশান্তির কারণ হয়েছে।

২.

বংশ ভালো হওয়া দরকার। বংশ মানে খান-চৌধুরী এগুলো না। এগুলোর ইসলামে অংশ নেই। বংশ বলতে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের দীনদারি ও সামাজিক অবস্থান। দাদা ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কি না, বাবা সিএসপি অফিসার ছিলেন কি না, চৌদ্দগুষ্ঠি পাঠান কি না, আত্মীয়দের দুনিয়াবি যোগ্যতা কেমন—এগুলো বংশ দেখার প্যারামিটার না। বংশ দেখার মিটার হলো দীন। কয়েক খান্দান ধরে দীনী মেজাজ আছে, ধরে নিতে পারেন মেয়ের মাঝেও দীনী পাবন্দি আছে। দুই-তিন পুরুষ আলেম বা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আলেম বা দীনের বুঝসম্পন্ন লোক বেশি, এগুলো দেখার বিষয়। জাস্ট ধারণার জন্য।

৩.

রূপ একটা ভাইটাল বিষয়। যেহেতু আপনি টিভি দেখেন না, নজরের খেয়ানত করেন না। স্ত্রী কিছুটা সুন্দরী হলে এটা আপনার জন্য সহজ হবে। আমার ঘরেই চাঁদ আছে, রাস্তায় মোমবাতি দেখে কী করবো? তবে এটাও আপনাকে ক্ষণিক তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু চোখের শীতলতা এর মাঝেও নেই। আল্লাহ না করুন, বউয়ের আগুনরূপ আপনার বরবাদির কারণও হতে পারে।

৪.

নির্মমভাবে মেয়ের দীনদারি দেখবেন। কোনো ছাড় দেবেন না। বিয়ের পর মানুষ করবো, এটা শয়তানের খোঁকা। নিজেই জংলি হয়ে যাবেন শেষে। বিয়ের আগে দীনদারি, দীনি শিক্ষার কী হালত, বিয়ের পর কেমন দীনদারি মেইনটেইন করতে চান, আলোচনা



করে নেবেন। একমাত্র এটাই আপনাকে সুখী করবে। আর যদি কোনোটা নাও থাকে  
দীনদার স্ত্রীর দীনই আপনার চক্ষু শীতল করবে, নয়ন-জুড়ানো বউয়ের স্বামী হবেন  
আপনি। নয়ন জুড়াতে আকর্ষণীয় শারীরিক কাঠামো জরুরি না। জরুরি একমাত্র দীন।

৫.

দীনদারির লেভেল বুঝবেন কীভাবে?

নামাযী মানেই দীনদার, নিকাব করলেই দীনপ্রাণা? নামায পড়ার চেয়ে ফুল পর্দা করা  
কঠিন। বোরকা পরার চেয়ে পর্দা লাইফস্টাইল মেনে চলা কঠিন। দাড়িওয়ালা ছেলে  
বিয়ে করা আরও কঠিন। সুন্নাহের প্রতি ভালোবাসা আছে কি না, দেখবেন। পীর সহীহ  
কি না, বোকার মাপকাঠি হলো সুন্নাহর পাবন্দি। বউও তো একজাতীয় পীরই। সম্ভব  
হলে পুরো সুন্নাহ শরীরে নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবেন। যেটুকু নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবেন,  
বিক্রের পর এর চেয়ে কমবে আপনার সুন্নতগিরি। তাই লেভেল হাই তুলে যাবেন, যাতে  
কমলেও বেশি না কমে।

৬.

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ‘কুফু’ বা সাদৃশ্য। এক হাদীসে নবীজীও কুফু রক্ষা  
করতে বলেছেন।<sup>১০</sup> রূপে তো আপনার থেকে বেশি হতেই হবে। আর দীনদারি (ইলম

[১০] বিব্রের আগে পাত্র-পাত্রীর যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, তার মধ্যে ‘কুফু’ অন্যতম। আরবি  
‘কুফু’ শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য ইত্যাদি। বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের রুচি, চাহিদা, বংশ, যোগ্যতা সব কিছু সমান  
সমন বা কাছাকাছি হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় কুফু বলে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের রুচি, চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থান খুব  
বেশি ভিন্ন হলে সেখানে সুখী দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। একজন এলিট শ্রেণির ছেলেমেয়ের চাহিদা-রুচির  
সঙ্গে একজন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের রুচিবোধের মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার একজন দীনদার  
পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একজন ধর্ম বিব্রয়ে উদাসীন পাত্র-পাত্রীর জীবনাচার নাও মিলতে পারে। দীনদার চাইবে সব কিছুতে  
ধর্মের ছাপ থাকুক। আর দীনহীন চাইবে সব কিছু ধর্মের আবরণমুক্ত থাকুক। সুতরাং এ দুইয়ের একত্রে বসবাস কখনো  
স্বাস্থ্য-সুখের ঠিকানা হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ভবিষ্যত-বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং  
সমতা (কুফু) বিবেচনা বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো। (সুনান ইবনু মাজাহ : ১৯৬৮;  
হাসিনতি সহীহ)

কুফু বা সমতা রক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামী আইনশাস্ত্রের চারও ধারার ফকীহগণ একমত। তবে সমতার বিষয়গুলো  
কী হবে, তা নির্ধারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য আছে। হানাফী ফকীহদের মতে যেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা  
করতে হবে, তা হলো : ধর্ম, বংশ, স্বাধীনতা, দীনদারি, পেশা ও সম্পদ। (রাসূল মুহতার : ৩/৮৪, দারুল ফিকর) কোন  
নারী যদি কুফুর প্রতি লক্ষ্য না রেখে বিবাহ করে, তবে তার অভিভাবকের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে।

আল্লামা আবদুল গণী দিমাশকী হানাফী রাহ, বলেছেন, ‘বিবাহে সমতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং যদি কোন নারী এমন  
কাউকে বিবাহ করে, যার সাথে তার কুফুর মিল নেই, তা হলে দুই জনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার অধিকার রয়েছে  
‘অভিভাবকের’ (আল-নুবাব ফী শরহিল কিতাব : ৩/১২)

## কুররাতু আইয়ুন

বেশি থাকাই দীনদারি না, দীন মানার যোগ্যতা, আমল হলো দীনদারির মাপকাঠি) যত বেশি, ততই আপনার চোখ শীতল হবে। বাকি দুনিয়াবি বিষয়গুলো—যেমন : মালসম্পদ, আভিজাত্য, শিক্ষাগত ডিগ্রি (জেনারেল/দীনী) এগুলো যেন আপনার থেকে বেশি না হয়। সমস্যা হবে পরে। আপনার লেভেল থেকে ঠিক একটু কম বা কমসে কম সমতা যেন থাকে, বেশি যেন না হয়।

আমার খুব কাছের একজনের ঘটনা। ছেলের পিতা মেয়ের পিতাকে ‘স্যার’ সম্বোধন করতো, পদমর্যাদায় উপরে বলে। তো স্বামীস্ত্রী ঝগড়ায় এটা উঠতো। পরস্পরকে অপমানই তো করা হয় ঝগড়ায়। বিয়েটা টেকেনি। এজন্যই মোটা মোটা বিষয়ে কুফুর ব্যাপারটা খেয়াল রাখা চাই। জেনারেল শিক্ষিতরা কমপ্লিট আলেমা বিয়ে না করাই সাবধানতা। ইলমের কুফু। সমস্যা হতে শুনেছি, হলেও দোষ দেওয়া যায় না। আমার এই কথাগুলো মানতে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু এটা বাস্তব; বিবাহিতরা ভালো বুঝবেন। তবে ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়, বহু ব্যতিক্রম আছে। আমার জানাতেই অনেক আলেমা-জাহেল সুখে ঘর করছেন। আপাত সতর্কতার একটা ফর্মুলা বললাম। ব্যক্তিগত মত তো, চাহিবামাত্র ইগনোর করতেই পারেন।

## ৩. নয়নে নয়ন

১.

পয়লা আপনার মা-বোন-ভাবীদের পাঠাবেন দেখতে। আমরা ছেলেরা রূপ দেখেই কাত। আর মা-বোনেরা গিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে; মেয়ে তো মেয়ে, মেয়ের দাদীকে পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবে। আর মেয়েদের একটা কঠিন সিফাত আছে। আভাসে অনেক বুঝে ফেলে। দু-একটা প্রশ্ন করেই ভেতরের খবর বুঝে নেবে। এজন্য মা-বোনের পছন্দ হলে পরে আপনি দেখবেন। আর না হলে আপনি না দেখেই না করে দেবেন। এতে মেয়েটার বেপর্দাও হওয়া লাগলো না আপনার সামনে খামোখা।

কুফুর বিষয়টা কেবল মেয়ের দিকে লক্ষণীয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি বিচার্য নয়। অর্থাৎ ছেলেকে মেয়ের সাথে সমতা রক্ষাকারী হতে হবে। যদি মেয়ে ছেলের সমপর্যায়ের না হয়, তা হলে কোন সমস্যা নেই। (জাদীদ ফিকহী মাসায়েল : ৩/৬৭)—সম্পাদক





## বিয়ে

২.

আপনার ঘরের মহিলারা মেয়ে দেখে আসার পর বা আগে ইস্তিখারা <sup>১</sup> করবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন গুরুত্ব সহকারে সূরা শেখাতেন, তেমনই গুরুত্ব দিয়ে ইস্তিখারার দুআ শেখাতেন। <sup>২</sup> ওহী বন্ধ, কিন্তু ইস্তিখারার দরজা খোলা আছে। সাত দিন পর্যন্ত ২ রাকাত পড়ে ইস্তিখারার দুআ চলবে। স্বপ্ন দেখবেন, এটা জরুরি না; তবে কোনো একদিকে মন ঝুঁকে পড়বে—পজিটিভ বা নেগেটিভ। প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করা চাই—চাকরি, ব্যবসা, সাবজেক্ট-চয়েস, বিয়ে, সন্তানের বিয়ে—যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে।

৩.

মেয়ের সকল তথ্যাদি, মা-বোনের রিপোর্ট, ইস্তিখারার রেজাল্ট, মেয়ের পরিবার-আত্মীয় সম্পর্কিত ডেটা নিয়ে কোনো ভারী বয়সের প্রিয় আলেমের সাথে মাশওয়ারা(পরামর্শ) করুন। ওহীর অবর্তমানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের ফয়সালার জন্য নবীজী আমাদের ২ জিনিস শিখিয়েছেন—ইস্তিখারা ও আলেমের পরামর্শ। ভারী অভিজ্ঞ আলেমের ইশারায় কাজে কনফিডেন্স পাবেন, কলিজা বড় হয়ে যাবে।

৪.

আপনার বাবা কিন্তু এখন মেয়ে দেখবে না। আপনার বাবা দেখবেন বিয়ের পর। যতক্ষণ মেয়েটা আপনার বউ না হচ্ছে, ততক্ষণ সে আপনার দীনী বোন। দীনী বোনের পর্দা যেন নষ্ট না হয়।

[১৪] ইস্তেখারা শব্দটি আরবী। আভিধানিক অর্থ, কোন কোন বিষয়ে কল্যাণ চাওয়া।

ইসলামী পরিভাষায় দুরাকাত নামায ও বিশেষ দুআর মাধ্যমে আল্লাহর তাআলার নিকট পছন্দনীয় বিষয়ে মন ধাবিত হওয়ার জন্য আশা করা। অর্থাৎ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি অধিক কল্যাণকর হবে এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট দু রাকাত সালাত ও ইস্তিখারার দুআর মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার নামই ইস্তেখারা।

মানুষ বিভিন্ন সময় একাধিক বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে যায়। কারণ, কোথায় তার কল্যাণ নিহিত আছে সে ব্যাপারে কারো জ্ঞান নাই। তাই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আসমান জমীনের সৃষ্টিকর্তা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সকল বিষয়ে যার সম্যক জ্ঞান আছে, যার হাতে সকল ভাল-মন্দের চাবিকাঠি সেই মহান আল্লাহর তাআলার নিকট উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। যেন তিনি তার মনের সিদ্ধান্তকে এমন জিনিসের উপর স্থির করে দেন যা তার জন্য উপকারী। যার ফলে তাকে পরবর্তীতে আফসোস করতে না হয়। যেমন, বিয়ে, চাকরী, সফর ইত্যাদি সে বিষয়ে ইস্তেখারা করতে হয়। -সম্পাদক

[১৫] সঠীহ বুখারী : ১১৬২।

## কুররাতু আইয়ুন

৫.

আপনার মা-বোন কিংবা মেয়ের ভাই বা মাহরামের <sup>১৬</sup> উপস্থিতিতে আপনি মেয়েকে দেখবেন। নবীজী তাগিদ দিয়েছেন বিয়ের আগে পরস্পরকে দেখার ব্যাপারে। <sup>১৭</sup> একজন মুসলিমার প্রাপ্য সম্মান বজায় রেখে কথা বলবেন। এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না, যাতে সে আহত হয়, লজ্জা পায়। কঠোর কোনো দাবি করবেন না যে, বিয়ের পর এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, রাজি আছে কি না। এক বোন আমাকে দাবি পেশ করেছিলেন, বেডরুমের পাশাপাশি তাঁর শুধু পড়াশুনোর জন্য আরেকটা রুম লাগবে, দিতে পারবো কি না। অবশ্যই ‘আপনি’ সম্বোধনে কথা বলবেন। তাঁকেও আপনার ব্যাপারে জানার সুযোগ দেবেন। খালি নিজেই ইন্টারভিউ নিয়ে এসে পড়বেন না। প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন ম্যাডামকে।

৬.

আপনার ভালো লাগলে আপনার অভিভাবকদের দ্রুত জানান। কারও প্রতিটি জিনিসই সুন্দর হয় না। প্রত্যেক মানুষই সামগ্রিকভাবে সুন্দর। একটির ঘাটি পূরণ করে দেয় অন্য কিছু। ‘রূপ+কথা+দীনদারি+স্বামীকে নিয়ে স্বপ্ন’ সব কিছু মিলিয়েই একজন মেয়ে সুন্দর। শুধু রূপসী বহু পাবেন যাদের বাকিগুলোয় ভয়ানক কমতি আছে। তাই ওভারঅল নিয়ে চিন্তা করে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে আসুন।

৭.

সবার তকদীরে সবাই নেই। আপনার ভালো নাও লাগতে পারে। আপনি আপনার লোকজনকে জানান, তারা ডিপ্লোমেটিক্যালি জানিয়ে দেবেন। মেয়েটিরও আপনাকে ভালো না লাগতে পারে। কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। আসল জনের জন্য দুআ করুন,

[১৬] নারীর জন্য মাহরাম হচ্ছে এসব পুরুষ যাদের সাথে উক্ত নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে হারাম; সেটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারণে হতে পারে। যেমন: পিতা, যত উপরের স্তরে হোক না কেন। সম্বান, যত নীচের স্তরের হোক না কেন। চাচাগণ। মামাগণ। ভাই। ভাই এর ছেলে। বোনের ছেলে। কিংবা দুধ পানের কারণে হতে পারে। যেমন : নারীর দুধ ভাই। দুধ-মা এর স্বামী। কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হতে পারে। যেমন: মা এর স্বামী। স্বামীর পিতা, যত উপরের স্তরের হোক না কেন। স্বামীর সম্বান, যত নীচের স্তরের হোক না কেন। আর যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে হারাম নয় তাদেরকে বলা হয় গাইরে মাহরাম -সম্পাদক

[১৭] মুগীরাহ বিন শুবাহ রা. এক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, ‘তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কেননা, তা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।’ অতঃপর তিনি তা-ই করলেন এবং তাকে বিবাহ করলেন। পরে তাঁর নিকট তাদের দাম্পত্য সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়। (সুনান ইবনু মাজাহ : ১৮৬৫; সনদ সহীহ) —সম্পাদক



আল্লাহ তাতাতাড়ি উহাকে আমার বুকে আনিয়া দাও।

৮.

মিয়া-বিবি রাজি হয়ে গেলে শানাই বাজাবেন না। মিউজিক জায়েজ নাই। তবে দেরি করতে নবীজী নিষেধ করেছেন। যে কারও দিল ঘুরে যেতে পারে। তাই দ্রুত তারিখ ঠিক করার চেষ্টা করুন। আর হ্যাঁ, পছন্দের পর বিষের আগে মেয়ের সাথে আবার দেখা করা তো দূর কি बात, ফোনে গল্পগুজবও জায়েজ নেই।<sup>১৮</sup>

## আন-নিকাহ

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাবার পর আপনাকে কঠোর কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা সম্পর্কের শুরুটা মোটেও সমীচীন হবে না আল্লাহর নারাজি দিয়ে শুরু করা। সুন্নাহর বেনাফ আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে যে সম্পর্কের শুরু, তা বারাকাহময় হবে কীভাবে! খায়েশাতের বিষে যারা করে, তারা খায়েশ পূরণ করে- হৈ-হুল্লোড়, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, গায়ে হনুদ, ডিজে-ডান্স, সাউন্ড সিস্টেম, লৌকিকতা। মনে রাখবেন, আপনি করছেন আমল, আল্লাহর খুশির জন্য। শুরুতেই ছাড় দেবেন না। নিজের পরিবার, কনের পরিবারের সামনে স্পষ্ট করে আপনার নিচের চাওয়াগুলো জানিয়ে দিন।

### ক. গায়ে হনুদ :

হবে না। এটা এবং বাগদান (এনগেজমেন্ট) দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হিন্দু সংস্কৃতি থেকে প্রবিষ্ট। গায়ের মাহরামের ইনভলভমেন্টে ফরজ পর্দা নষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে ফটোগ্রাফি, ডান্স, ডিজে, লোকদেখানো অহেতুক খরচ, ফ্রি-মিস্টিং অনেকগুলো হারাম কাজের উপলব্ধি, যা কোনোভাবেই আপনার দাম্পত্যজীবনে আল্লাহর লানত ছাড়া বারাকাহ টেনে আনবে না। হুঁশিয়ার!

[১৮] এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীনহীন লোকেরা তো বটেই, অনেক সময় দীনদার লোকেরাও এই বিষয়টিতে ভুল করে থাকে। তারা মনে করে, বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার পর এখন আর কথা বলতে কোনো বাধা নেই। এটি সম্পূর্ণ রকমের বিভ্রান্তি। মনে রাখবেন, বিষে ঠিক হওয়া মানে বিষে হয়ে যাওয়া না। যতক্ষণ না বিষে হচ্ছে, ততক্ষণ তারা উভয় একে অপরের জন্য গাইয়ে মাহরাম। বিয়ের পরই কেবল একে অন্যের মাহরামে পরিণত হবে। তাছাড়া বিষে ঠিক হওয়ার পর সেটা ভেস্তে যাওয়ার উদাহরণও কম নয় সমাজে। তাই এই বিষয়ে সতর্কতা কাম্য।—সম্পাদক

## কুররাতু আইয়ুন

### খ. পর্দা :

ওয়ালিমাতে নারী-পুরুষ আলাদা ব্যবস্থা হবে। কনে পর্দার সাথে থাকবে। নন-মাহরাম কেউ কনে দেখবে না। কনের ছবি কেউ তুলবে না, ভেতরের মহিলারাও না। অনেক মহিলারাও ছবি তুলে স্বামীকে গিয়ে দেখায়। শুরুতেই ফরজের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না। কমপক্ষে কনের পর্দা রক্ষায় কঠোর থাকুন। আল্লাহ খুশি হবেন।

### গ. বিয়ে মসজিদে :

বাংলাদেশে ওপেন হাট সার্জারির পথিকৃৎ প্রফেসর ডা. এস. আর. খান স্যার এক বয়ানে বলেছিলেন, মুসলমানের আবার ক্লাব-কমিউনিটি সেন্টার এগুলো কি? মুসলমানের ক্লাব-কমিউনিটি সেন্টার হলো মসজিদ। মুসলমানের অবসর কাটবে মসজিদে। মুসলমানের বিয়ে-শাদি, বিচার-সালিশ সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডের মারকাজ বা কেন্দ্র হবে মসজিদ। আজ আমাদের সাথে মসজিদের কত দূরত্ব! এজন্যই আমাদের জীবনে বারাকাহ নেই।

মুসলমানের বিয়ে হবে মসজিদে। সুন্নাহ এটাই। মেয়ের বাবা মেয়ের অনুমতি নিয়ে মসজিদে আসবে। মেয়ে আসবে না। ছেলের কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন ইমাম সাহেব। ছেলে জোরে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি কবুল করছি। তিনবার বলা জরুরি না। চিড়িয়ার মতো দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দেওয়াও অদরকারি প্রথা। ব্যস, হো গ্যায়া। পুরো সমাজ, মানে উপস্থিত মুসল্লীরা সাক্ষী <sup>১৯</sup> হয়ে গেলো যে, আপনি অমুকের এত নং বেটিকে শাদি করেছেন। ওয়ালিমা করলে সাক্ষীর সংখ্যা আরও বাড়লো। কাবিন, রেজিস্ট্রি, ২ সাক্ষীর সই-সাবুদ এগুলো সরকারি হিসাব। আল্লাহর খাতায় আপনারা স্বামী-স্ত্রী। মেয়েটি আপনার জন্য হালাল। সাক্ষী পুরো সমাজ।

খেজুর ছিটানো সুন্নাহ। যেহেতু বিয়ে একটা আনন্দের উপলক্ষ, নবীজী ছিটিয়ে দিতে

[১৯] এটা শরঈ সাক্ষী না, এখানে সাক্ষী বলতে অমুকের সাথে অমুকের বিবাহের বিষয়টি আরও বেশি লোকে জানলো হিসেবে ঠিক আছে। অন্যথায় শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের জন্য সাক্ষী হতে হলে বিবাহের মজলিসে উপস্থিত থেকে উভয় পক্ষের ইজাব-কবুল শ্রবণ করা জরুরি। সে বিবেচনায় বিবাহ-পরবর্তী খানাপিনায় উপস্থিত লোকদের শরঈ সাক্ষী হওয়ার সুযোগ নেই। -সম্পাদক।



বলেছেন। ২০ সবাই লাফিয়ে ধরবে। এটা মসজিদের আদবের খেলাফ না। নবীজী যা বলেছেন, ওটাই আদব। ভিজা ভিজা আঠালো খেজুর নেবেন না, খোরমা নেবেন, তা হলে ছিটালে মসজিদ ময়লা হবে না। আর পাবলিক ধরবে হাতে, মুখে চিল্লাপাল্লা হবে না।

### ঘ. কাবিন :

কাবিননামা দ্রুত করে ফেলবেন। এখন আমাদের ঈমান দুর্বল, তাকওয়ার অভাব। কাবিন, রেজিস্ট্রি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য। ছেলে কিছু দিন সংসার করে পালিয়ে গেলো বা লজ্জা ভুলে বেহায়ার মতো অস্বীকার করলো; তখন? মেয়েটা যেন আইনের দ্বারস্থ হতে পারে, বিচার পায়। এজন্য বিয়ের মজলিসেই, না হয় পরে যত দ্রুত সম্ভব কাবিন করে ফেলবেন।

### ঙ. বরযাত্রী :

৫০০ বরযাত্রী যাবে মেয়ের বাপকে খসাতে। তারপর এসে খাবার নিয়ে সমালোচনা, গেট ধরা, শ্যালিকা হাত ধুয়ে দেওয়া—এসবের ইসলামে অনুমোদন নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মেয়েকে আলীর রা. ঘরে দিয়ে আসেন। আবু বকর রা. গিয়ে দিয়ে আসেন আন্মাজান আয়িশাকে রা.। মেয়ের বাড়িতে খানাপিনা হবে না। উত্তম তো কনের বাপ গিয়ে কনেকে দিয়ে আসবে। না হয় দীনদার ছেলে সাথে ২/৩ জন গিয়ে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসে, যারা মেয়ের বাসায় কিছুই খায় না। মোটকথা, মেয়ের বাপের কোনো খরচ নেই মেয়ে বিয়ে দিতে। মাহর, ওয়ালিমা সব ছেলেপনের খরচ। ইসলামে মেয়ে পিতার জন্য বারাকাহ। আর আমরা হিন্দুয়ানি প্রথা ঢুকিয়ে মেয়েকে পিতার জন্য বোঝা বানিয়ে দিয়েছি। এজন্য লোকে দারিদ্র্যের ভয়ে জাহেলিয়াতের যুগের মতো এখনও কন্যাজ্ঞাণ হত্যা করে। একান্তই মেয়ের বাবা লৌকিকতার তাগিদে খানাপিনার চাপাচাপি করলে অনূর্ধ্ব দশজন গিয়ে খেয়ে

[২০] পেছুর ছিটিলে দিলে যদি মনমালিন্য কিংবা মসজিদের আদব পরিপন্থী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তহসস ছিটিলে না দিয়ে বস্টন করে দেয়াই উচিত। অবশ্য একথাও সত্য এবং অভিজ্ঞতাও সাক্ষী যে, এজাতীয় অনুষ্ঠানে যে খান্নাখান্নি, ঠেলাঠেলি ও কাহ্নাকাহ্নি হয়, তা কখন মনমালিন্য কিংবা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না বরং এর ভিতর অনন্দই প্রকাশ পায়। তাই এ ব্যাপারে অবস্থ্য দেখে ব্যবস্থ্য নিতে হবে। (হিন্দিয়া: ৫/৩৪৫; আল মুগনী: ৭/২১৯)

## কুররাতু আইয়ুন

আসবেন। ইসলাম সহজ, খায়েশাতই কঠিন।

### চ. যৌতুক :

প্রশ্নই ওঠে না। আগেই বলেছি মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ ইসলাম রাখেনি। খবরদার, কোনো চাপাচাপি বা দাবি করবেন না! স্বশুর জামাইকে হাদিয়া দেবে ভালো কথা, এজন্য সারা জীবন পড়ে আছে। বহুত হাদিয়া দেবে। জাস্ট বিয়ের সময় নেবেন না। এমনকি বরের বাসায় কাপড়চোপড় পাঠানো, তা নিয়ে আবার ছেলেপক্ষের মহিলাদের গীবতের মজমা বসে। আপনি একটু কঠোর হলে কত গুনাহ রোধ করতে পারেন।

অনেকে যৌতুক নেন না ঠিকই, আবার বউকে কথাও শোনান। বরযাত্রী যান না, আবার শাশুড়ি বউকে খোঁটাও দেয়, তোমার বাপের তো কোনো খরচই হয়নি, খালি মেয়েটা দিয়েই খালাস। অনেকসময় এই খোঁটার ভয়েই মেয়ের বাপ অনুষ্ঠান করে, যৌতুক দিতে চায়। মুসলিমকে এই খোঁটা দেওয়া বা উপহাস ভয়াবহ রকমের কবির গুনাহ। তাওবা ছাড়া মাফ না হবার সম্ভাবনা।

কিছু বিষয়ে আল্লাহর জন্য কঠোর হয়ে যেতে হয়। যারা বেজার হবে, তাদের খুশি করার দায়িত্ব আল্লাহর। আপনার কাজ শুধু আল্লাহকে খুশি করা। যত পরিমাণ সুন্নাহর উপর আমল হবে, ধরে নেবেন আপনার দাম্পত্য-জীবন তত সুখের হবে, ইনশাআল্লাহ।

### ছ. কী কী ছাড় দেবেন :

অনেক সময় এত স্ট্রিক্ট (কটর) থাকা সম্ভব হয় না। আপনি শুরুতেই ছাড় দিলে আপনার সব যেতো, ফরজও যেতো। এখন শুরুতে কঠোর হলেন, ছাড় দিলেও কিছু তো হবে। আল্লাহর কিছু ফরজ হুকুম তো রাখতে পারবেন। এখন আলেমগণের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করুন, কতটুকু ছাড় দেবেন। ফরজ পর্দা প্রভৃতির সাথে আপোস প্রশ্নই আসে না। তুলনামূলক কম সিরিয়াস বিষয়গুলো আলেমের পরামর্শক্রমে ছাড় দিতে পারেন।



### জ. মাহর :

আমার আগে ১ জন মাত্র রাধী, সহীহ সনদ। মেয়ের বাপ মাহর চেয়েছে ৪০ লাখ টাকা। কেন? আমার মেয়েকে যদি ছেলে ছেড়ে দেয়! ঠিকই ৬ মাসের মধ্যে ৪০ লাখ টাকা পে করেই ভিত্তি হযেছে।

বেশি মাহর বিয়ে টেকার ইনসিওরেন্স না, বরং যে বিয়ে মাহর কম, সে বিয়েতে বরাকাহ বেশি। ৩ মাহর বিষয়টার অনেক সামাজিক প্রভাব আছে। উলামাগণের অনেক কিতাবেও পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, হঠাৎ যদি আপনি মারা যান, আপনার স্ত্রী-সন্তান যেন পথে বসে না যায়, কিছুটা আর্থিক সিকিউরিটি ইস্যু। তাই বরের সামর্থ্যানুযায়ী যতটা সম্ভব মাহর নির্ধারণ করুন। সামর্থ্যের মধ্যেই বেশিটা। লোক দেখানোর জন্য সামর্থ্যের অতিরিক্ত মাহর দাম্পত্য-বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

অনেকে মাহরে ফাতেমী নির্ধারণ করেন। আলী রা. যে মাহরে ফাতিমা রা.-কে বিয়ে করেছিলেন। ২ সামর্থ্যের মধ্যে রিজনেবল ও স্মার্ট কিন্তু। তবে আলী-ফাতিমা রা.-এর কেনিস্ট্রির বরাকাহ পাবার জন্য এটা করা হয়; কেননা, এতে স্বয়ং নবীজীর অনুমোদন ছিলো, সেই হিসেবে। তবে এটাও জরুরি না। জরুরি হলো সামর্থ্যের ভেতরে লৌকিকতাবিবর্জিত হওয়া। আলেমগণের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না এ বিষয়ে।

### অ. বাসর-রাত/প্রথম-রাত :

কিছু ইনশের জন্য নির্ধারিত সময় আছে। অসময়ে শিখলে তা ভালো ফল বয়ে আনে না। কেতনার কারণ হয়। বান্দা পরীক্ষায় পড়ে যায়।

### ঐ. সারাজীবনসাথি :

আর দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক আচরণ কেমন হবে, সে বিষয়ে নিচের বইগুলো পড়ার প্রস্তাব থাকবে।

[১] প্রবন্ধের ইনশ : ৬১৪৬।

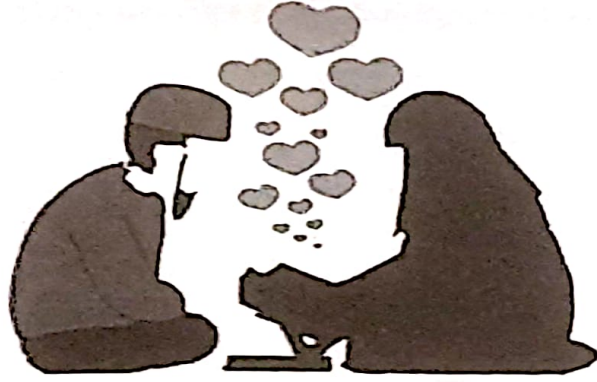
[২] মাহর ফাতেমী রূপের নূরুল বাজারদের ওঠা-নামার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে কমবেশ হয়ে থাকে। তাই কোনো পরিসরকে নির্দিষ্ট মনে না করে প্রয়োজনের সময় বিত্ত কোন আলেমের কাছ থেকে বাজারদের অনুপাতে চলতি পরিমাণ জেনে নেওয়া কর্তব্য।—সম্পাদক

## কুররাতু আইয়ুন

১. দুজন দুজনার, মাওলানা আতীক উল্লাহ (হাফিয়াহুল্লাহ)।
২. ওগো শুনছো, মাওলানা আতীক উল্লাহ (হাফিয়াহুল্লাহ)।
৩. আই লাভ ইউ, মাওলানা আতীক উল্লাহ (হাফিয়াহুল্লাহ)।
৪. প্রিয়তমা, মাওলানা সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর (হাফিয়াহুল্লাহ)।
৫. 'দাম্পত্য জীবনের আলোকিত পথ', মুফতি আবদুল্লাহ আল-মাসুম (হাফিয়াহুল্লাহ)।
৬. 'সংসার সুখের হয় দুজনের গুণে', শাইখ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী (হাফিয়াহুল্লাহ)।







## বরফ গলবেই

### প্রথম অংশ : ভাইয়েরা ...

ক.

আমার পিতা-মাতার খেদমত আমার দায়িত্ব, আমি বাধ্য। আমার স্ত্রী শরয়ীভাবে বাধ্য নন। এটুকু মেনে পত্রের আলোচনা।

খ.

খেদমত যদি ভ্রমহিনা করেন, তবে আমার ইহসান করলেন, আমার দায়িত্ব উনি অদর করে দিলেন। এই ইহসানের বদলে আমি তার ইহসান করি কি না, আমার আচর ব্যবহারে তার 'দেব ধরা'টা প্রকাশ পায়, না কি 'ইহসানের কারণে কৃতজ্ঞতা' প্রকাশ পায়।

গ.

যদি এমন মুহূর্তিনা অর্থাৎ কৃতজ্ঞতাবোধসম্পন্ন স্ত্রী চান, তবে দুআ করুন। সাদাকা-অন্নাদ-সিলাক ধরে-ইকতারা দুআ করতে থাকেন পোত্র না পোত্র।

## কুররাতু আইয়ুন

ঘ.

বিষয়টা ইন জেনারেল একটা ফর্মুলায় ফেলে সমাধান করার মতো না। এক-এক পরিবার এক-এক রকম। জি-বাংলা কালচার সব পরিবারে নেই। এমন পরিবারের সংখ্যা কম নয়, যেখানে শাশুড়ি কাঁটা বেছে বেটার বউকে খাইয়ে দেয়। আবার অত্যাচারী শাশুড়িও বিরল নয়। হৈমন্তী টাইপ বউও যেমন আছে, কুটনি বউও অটেল। কোনো পরিবারে স্বশুর-শাশুড়ি স্বামীর উপর পুরো বা আংশিক নির্ভরশীল। কোনো বাপ-মা ছেলের কামাই খাবেই না। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট ডিফাইন করলে সমস্যা যাবে না।

ঙ.

আমি কি লেভেলের খেদমত করাতে চাই আমার বউকে দিয়ে। আমার মাকে একটু এগিয়ে দেবেটেবো। ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেবো। মা একা থাকে, গল্পটল্প করবে। মা অসুস্থ থাকলে সকালে রান্নাটান্না করবে। মায়ের সঙ্গী হিসেবে চাই, নাকি বুয়া হিসেবে চাই? ঘরের সব কাজ করবে। মায়ের হুকুম পালন করবে। পা টিপে দেবো। অবশ্যই প্রথমটুকুনা।

চ.

আমার মা আল্লাহ না করুন শয্যাশায়ী হলে, আমি নিজেই আমার বউকে কাছে ঘেঁষতেও দেব না। খাওয়ানো, পায়খানা সাফ সব নিজ হাতে করবো। নিরত এমন থাকা চাই। জাম্নাত কামানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ বউকে কেন দেবো। চাকরি ছুটি নিয়ে, দরকার হলে ছেড়েও।

ছ.

কোনো ইস্যুতে আমার মা সবসময় ঠিক, দোষ বউয়ের—এটাও কান্য না। ভালো স্বামী একজন ভালো ডিপ্লোম্যাট। বউয়ের থেকে চারিত্রিক সনদ নিয়ে আমাকে মায়ের পায়ের নিচে জাম্নাতে যেতে হবে। করও কাছে জালেম হওয়া বাবে না। এটা বিয়ে করার পর অটো শেখা হয়। টেনশন নাই। কীভাবে দোষ লম্বু করে দিয়ে পারস্পরিক সুধারনা আবার তৈরি করা যায়, এটা একটা আর্ট। পলিটিক্যালি হ্যান্ডল করতে হয়। 'স্বামীহ' একটা ডিপ্লোমেটিক ও রাজনৈতিক পোস্ট।



জ.

মেয়েটা সব ছেড়ে আমার কাছে এসেছে। বাপ-মা, বাকুবী, ভাই-বোন, পরিচিত পরিবেশ। আমাকে তো কিছুই ছাড়তে হয়নি। আমি যদি তার বাপ-মা, ভাই-বোন, বাকুবীর রিপ্রেসেন্টে হতে না পারি, আমি মনে করি আমি স্বামী হিসেবে ব্যর্থ। একটা ছোট চরাগাছ জমতুমি থেকে উপড়ে এনে আমার বাগানে লাগালাম। আমাকে হতে হবে বেড়া। ইমোশনাল, মনস্তাত্ত্বিক, ব্যক্তিত্বের প্রতিকূলতা আমি আগে ফেস করবো। তার দুনিয়াবি শূন্যতা পূরণ না করলে সে আমার দীনী শূন্যতা পূরণটা করবে কীভাবে? মইন্ত ইট, মেয়েটা শুধু আপনার জন্য এতগুলো তাগ স্বীকার করেছে। আপনার কামন্ডিতে সে আছে, আর আপনি তাকে ইমোশনালি বা পরিবেশগতভাবে প্রোটেক্ট করতে পারছেন না। পুরুষত্বের গায়েরতে লাগে?

ঝ.

সব পরিবারে দীনের বুঝ সমান না। তাসুর-দেবরের দীনের বুঝ নাই। আমার বউয়ের কব্জ পর্দা কীভাবে হবে। গুনহ থেকে বাঁচার জন্য শাদি করলাম। এখন যে মেয়ের বন্ধু-বুন্দের সমানে পর্বন্ত পর্দা তরক হয় নাই, আমার ঘরে এসে ফরজ তরক হচ্ছে। এক গুনহ থেকে বাঁচতে গিয়ে আরেক গুনহের ভাগী হলাম। বেশ তো। স্বামীকে স্ট্রিট হতে হবে হীর পর্দার ব্যাপার। এভেইনেবন স্থানেই কীভাবে পর্দা নিশ্চিত করা যাবে, সে চেষ্টা করতে হবে।

ঞ.

অমর হীর অমর নাকে প্রব্রাজন নেই। তার গুনব আগে থেকেই ছিলো। হিনাম না কেন আমি শুধু অমর জন্য সে এসেছে। আর আমার কিন্তু বিবিকেও দরকার, নাকেও দরকার। তাই গাভা। কোনো পাশের কথার তত্ত্বা বেন গরম না হয়। স্ট্রেট-কন্ড্রার্ট হজ্জা করে না এই জরুর। যে কোনো অভিযোগ প্রসেসিং করে পাড়তে হবে। কান্সে বোতল, হ্যান্ডল উইথ কেয়ার।

ট.

নবীজীর ক্যারিবি নাইক নিত্র বিল্লেবনাত্বক রচনার জন্য উলামাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উম্মব সানাহউদ্দীন জাহদীর এর প্রিয়তমা একটি সুন্দর বই। আশ্রাজানদের বতো বিবি চঞ্জার আগ নিজেকে নবীজীর বতো শ্রেষ্ঠ স্বামী হিসেবে তৈরি করা চাই।

## কুররাতু আইয়ুন

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঠ.

এটা ইসলামিক ফেমিনিজম না, এটা আমি মনে করি, আমাদের হাতের কামাই। হলিস্টিক ইসলামিক প্র্যাকটিস না থাকায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা মেয়েদের ওই স্বীকৃতিটুকু দিইনি, যেটা ইসলাম তাদের দিয়েছে। তাদের কাজের স্বীকৃতি ও পারিবারিক মর্যাদা না দিয়ে বরং খাবারে দোষ ধরা-যৌতুক-প্রহার এসব অনৈসলামিক আচরণ করে যে অনাস্থা আমরা অর্জন করেছি, তারই বহিঃপ্রকাশ এগুলো। সাথে যোগ হয়েছে জি-বাংলা ইফেক্ট।

এটা রিভার্স করার একমাত্র টেকনিক হলো, আমরা পুরুষরা ঠিক হয়ে যাওয়া। আমার স্ত্রী একজন মুসলিম হিসেবে, প্রতিবেশী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, আমার সন্তানের মা হিসেবে যেখানে যতটুকু হক, ইকরাম, ইহসান তার প্রাপ্য, সেটুকু তাকে দেওয়া। বিনিভ মি, আমরা এটা করা শুরু করলে তারা আমাদের চেয়েও বেশি করবে। তাদের সফটওয়্যার এভাবেই বানানো।

ড.

ইহসানের বদলা ইহসান। মেয়েরা হলো এমপ্লিফায়ারের মতো। যা শোনে, তাও বড় করে বলে। যা পায়, তাও বড় করে দেয়। যদি কারও স্ত্রী স্বস্তর-শাস্তির খেদমত করতে সরাসরি অস্বীকার করে, স্বামীর প্রতি উপদেশ : আপনি বউয়ের বাপ-মায়ের খেদমত, খোঁজখবর করা শুরু করুন। কষে লেগে যান, দেখেন না, বিনিময়ে কী রিঅ্যাকশন আসে। ইনশাআল্লাহ, ১ করলে ১০ ফেরত পাবেন।

## দ্বিতীয়াংশ : বোনেরা ....

ক.

দিনারিও ১: বাপ-মা বয়স্ক এবং ছেলের উপর একদম নির্ভরশীল। অধিকাংশ নববিবাহিত ছেলেরই দুই বাসা ভাড়া করে একটাতে বাপ-মা, একটাতে বউ রাখার সামর্থ্য নেই। আর্থিক ও শারীরিকভাবে নির্ভরশীল স্বস্তর-শাস্তিকে কোথায় ফেলতে চাচ্ছেন?



খ.

সিনারিও ২ : বাপ-মা শারীরিকভাবে নির্ভরশীল। তবে আর্থিকভাবে না। আপনার স্বামী আপনাকে নিয়ে আলাদা বাসায়। কিন্তু ছেলের দায়িত্ববলে সে অফিস থেকে সোজা মায়ের কাছে যায়। খায় কি খায় না, মায়ের সেবাযত্ন করে, বাজার করে নিয়ে যায়, ওষুধ খাইয়ে মশারি টাঙিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এরপর আসে। কেয়ারটেকার তো সন্ত্যার পর থাকবে না। রাতে ক্লান্ত হয়ে আবার বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে। হ্যাঁপি?

আপনি এক বাসায় থাকলে তার জন্য সহজ হতো। আপনার হকও, মায়ের হকও আদায় হতো। আর যদি চান যে, প্রতিদিন মায়ের বাসায় যাবার কী দরকার, তা হলে বদ দীন কাউকে বিয়ে করুন, যে কম কম যাবে।

আর স্বামীর শ্রম লাঘব করতে যদি মন না চায়, তবে নিজের ভালোবাসাকে প্রশ্ন করুন।

সিনারিও ৩ : সবাই সুস্থ। জাস্ট এক বাসায় থাকলে আপনার স্বামীর বাড়ি ভাড়াটা বাঁচে। কিছু সেভিংস থাকে সংসারে। বেচারা একটু রিলাক্স থাকে। কী করণীয়?

ঘ.

স্বশুর-শাশুড়ির খেদমত আপনার উপর ফরজ না, নো ডাউট। কিন্তু নফল তো। বুড়োবুড়ি আর ক'দিন। সংসার তো আপনারই। অনেক তো সবর করলেন। আর ক'টা দিনে যদি কিছু দুআ পাওয়া যায়, লস তো নেই। চলে গেলে তো চান্স শেষ।

ঙ.

স্বামীর ইত্যাত অর্থাৎ আনুগত্য তো জরুরি আপনার উপর, যতক্ষণ না সে নাজায়েয কাজের আদেশ দেয়। স্বামীর অনুরোধ যদি হয়, আমি তো বাইরে বাইরে থাকি, আমার বাপ-মাকে একটু যদি দেখতে। এটা এখন কি আপনার জন্য? নাজায়েয হুকুম তো দেয়নি। স্বামীবাবুরা, ভাষাটা অনুরোধের করলেই কিন্তু কাজ ৯০% হাসিল হয়ে গেলো। অনুরোধে যা হয়, তা কি আদেশে হয়?

চ.

ক্যাঁচাল লাগার আগে একসাথে থাকার অপশনটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। শুরুতেই শর্ত দিলেন, আমাকে আলাদা বাসায় রাখতে হবে (আলাদা ঘর হলেই তা আদায়

## কুররাতু আইয়ুন

হবে, বাসা জরুরি নয়)। এটা আপনার হবু ভালোবাসার মানুষটার দ্বারা কতটুকু সম্ভব। বুনিয়াদ কি ভালোবাসা, নাকি কমফোর্ট। যতক্ষণ একসাথে থাকার সুযোগটা নেওয়া যায়, নিন না এবং মেজরিটি দ্বীনদার মেয়েরা নেনও। কমসে কম স্বামীর দিকে চেয়ে।

ছ.

একেবারে লেজেগোবরে অবস্থা হলে পৃথক হবার অপশন তো আছেই। তবে আগেই না। বদদীনদের কষ্ট না হতে পারে, দীনদারদের জন্য খুব কঠিন। এরা না পারে উপরি কামাতে, না পারে মায়ের হক ভুলতে। আলাদা সংসারের অপশনটা শেষ স্টেপ হিসেবে নেওয়াটা ভালো, শুরু হিসেবে নয়।

জ.

স্বামীর হক কিন্তু অনেক। বোনেরা অনেকেই কিন্তু পরিষ্কার ধারণা রাখেন না। আলোচ্য নয় বলে এড়িয়ে যাচ্ছি। স্পষ্ট হাদীসে আছে : ছেলের উপর মায়ের হক বেশি, আর মেয়ের উপর তার স্বামীর। \* তাই স্বামীর হক আর নিজ পিতা-মাতার হককে প্রতিপক্ষ বানাবেন না এবং ভাইস ভার্সা। দীনদার স্বামী অবশ্যই আপনার বাবা-মায়ের খোঁজখবর করবে। যদি ঝামেলা করে, আপনি তার বাপ-মায়ের খেদমতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। টনক নড়বেই, ছেলেদের প্রচুর ইগো। ইগোতে লাগবে : বউটা আমার কত করে, আমি ওর কিছুই করি না! ইনশাআল্লাহ।

ঝ.

আর হ্যাঁ, আল্লি বিয়ের যে সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, বিশেষ করে দ্বীনদার অংশটাতে, সেখানে আল্লি বিয়ে করে আলাদা থাকা একটা ২২/২৫ বছরের ছেলের জন্য সম্ভব? তা হলে আপনারা বদদীন কালচারের মতো ৩৫+ বর খুঁজুন। যে আপনাকে আলাদা বাসায় রাখবে। সবাই দীনের জন্যই স্যাক্রিফাইস করছি, এটা মনে করলে দেখবেন দিনশেষ সবই সুখ। আল্লাহ সহজ করুন। আমীন।

[২৩] আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মেয়েদের উপর সবচেয়ে বেশি হক কার? তিনি এরশাদ করলেন, তার স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পুরুষের উপর সবচেয়ে বেশি হক কার? তিনি বললেন, তার মায়ের। [মুসতাদরাকে হাকিম : ১৫০/৪ সূত্রে মুত্তাখাব হাদিস, পৃষ্ঠা ৬০৮]



## তৃতীয়াংশ : হবু স্বশুর-শাশুড়িরা

ক.

যদি কোনোভাবে সম্ভব হয়, ওদের বিয়ের পর আলাদা সংসার করে দিন। সম্পর্ক গঠন, সেক্সুয়াল আভারস্ট্যাভিং, সংকোচ দূরীকরণে এটা আসলেই দরকার।

খ.

বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় যদি আমরা আলি ম্যারেজকে প্রমোট করতে চাই, তবে এটা (আলাদা বাসা) অসম্ভবপ্রায়। সেক্ষেত্রে ওদের প্রাইভেসি এরিয়া শুধু ওদের ঘরটুকু না রেখে মাঝেমধ্যে প্রশস্ত করে দিন। নবদম্পতিকে রেখে আপনারা মাঝেমাঝে হুদাই ঘুরতে চলে যান এদিকওদিক। লেট দেম ফ্লাই ইনসাইড।

গ.

আপনার মেয়ের সাথে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করেন, ছেলের বউয়ের সাথেও তেমন আচরণ করা চাই। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বর্জন করুন।

ঘ.

বউয়ের দোষ চোখে পড়লে বউকে না, ছেলেকে বলুন। ছেলের মধ্যে ডিপ্লোমেসি গড়ে উঠুক। সফটলি হ্যান্ডেল করার অভ্যাস হোক। কীভাবে ডিপ্লোম্যাটিকভাবে একটা কথা বলা যায় ছেলেকে শেখান।

ঙ.

মনে রাখবেন, আপনি বেটার বউয়ের গার্জিয়ান নন। আপনার ছেলে তার স্ত্রীর অভিভাবক। সুতরাং তার কোনো কিছু আপনি সংশোধন করবেন না, আপনার ছেলে করবে। নিজেকে প্রতিপক্ষ বানাবেন না, আস্থাভাজন হোন। আপনার ছেলের ব্যাপারে কমপ্লেন যেন আপনার কাছে এসে করতে পারে মেয়েটা, এতটা আস্থা তৈরি করুন।

চ.

শাশুড়িজি, ৩০ বছর আগে আপনার চোখের স্বপ্নটা মনে আছে তো—‘নিজের একটা সংসার’! একই স্বপ্ন নিয়ে ওই বাচ্চা মেয়েটাও আপনার ঘরে এসেছে। তাকে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দিন। আপনি যেটুকু পাননি, তাকে ওটুকু দিন। এরপর দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন না, কত সুখ! নিজে কষ্ট করে রেঁধে আরেকজনকে চেটেপুটে খেতে দেখে সুখ না?

## কুররাতু আইয়ুন

তুলনাহীন সুখ।

ছ.

আপনার ছেলে আপনারই আছে। এসব জি-জলসা টাইপ মানসিকতা আর কত। বরং আলাদা করে দিয়ে দেখবেন, ভালোবাসা বাড়বে। আরও বেশি মা-ন্যাওটা হয়ে যাবে। কাছে থাকলে যতবার আসতো, একটু দূরে ঠেলে দিলে আরও তিনগুণ বেশি মা মা করে আসবে। বেটার বউও আপনাকে বিচারক মানবে। জমে বরফ।

জ.

ফ্রি হোন। বউ-শাশুড়ি সম্পর্কটা হোক দুই প্রজন্মের বন্ধুত্ব।

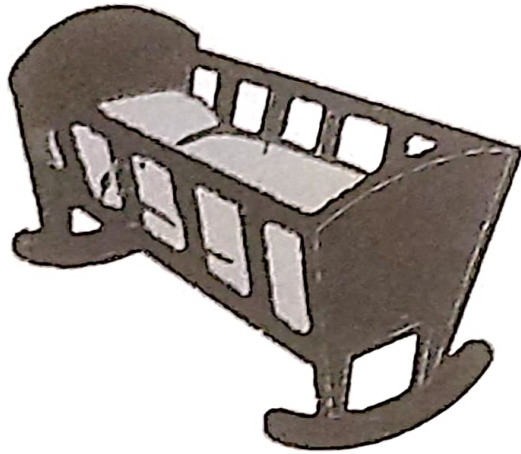
বিষয়টা এত বেশি সাবজেক্টিভ যে প্রত্যেকে নিজ রোল প্লে করতে হবে। অবজেক্টিভ সমাধান (আমাদের কী করণীয়) কিন্তু খুঁজলে হবে না। ‘আমার’ যা করার কথা, সেটুকু আমি করছি কি না।

আর্থিক-স্বাস্থ্যগত-দীনদারি সব বিষয়গুলো সামনে এনে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করুন। আলেমগণের কারও পরামর্শ নেওয়াকে জরুরি মনে করুন। দীনকে সামনে রেখে আল্লাহর খুশিকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ফয়সালা করুন। যে সিদ্ধান্ত আল্লাহর খুশির জন্য, তাতে কেউ নাখোশ হলে তাকেও আল্লাহ নিজ দায়িত্বে খোশ করে দেবেন।<sup>২৪</sup> আলেমগণের পরামর্শ নিলে বাস্তবায়নে হিন্মত পাবেন, তৃপ্তি পাবেন। এতে ঘরের খবর পরে জানবে ভাবছেন? আলেমগণ আমাদের অভিভাবক, তারা পরের মানুষ না। খুজলি হলে ডাক্তারকে বলতে লজ্জা পান? এটাও তেমনি। সব বিষয়ে কোনো প্রিয় আস্থাভাজন আলেমকে ইনভলভ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সুম্মাহওয়ালার পারিবারিক জীবন দান করুন। সকল ক্ষেত্রে সুম্মাহ জিন্দা করার তাওফীক ফরমান। আমীন। আমীন।



[২৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের অকল্যাণ হতে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্ট আশা করে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন।’ (সুনান তিরমিযী, হাদিস নং- ২৪১৪) -সম্পাদক





## আঁতুড়ঘর : ভেতরে ও বাইরে

অবশেষে মহিলাদের জানাঘাতে পুরুষেরা মাইকে আলাদা ঘর থেকে নানান টপিকে আলোচনা করে। সকালে বা পুরুষেরা আলোচনা করে দিয়ে যায়, সন্ধ্যায় সেটাই মহিলারা নিজেদের মাঝে আলোচনা করে আরেকটু ভিটেইলস। একটা টপিক থাকে ‘সন্তানের তারবিবাহ বা দীক্ষা’। সেখানে পুরুষেরা কিছু কথা বলে, বা মহিলারা নিজেদের মধ্যে বিস্তারিত করে নেয়। আজ এই টপিকে ‘গর্ভাবস্থার কী কী করণীর’ আলোচিত হয়, তা আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

সন্তানের তারবিবাহ জন্মের পরে না, বরং শুরু হয় জন্মের আগ থেকেই। গর্ভধারণেরও আগে থেকে। সন্তান কেনন হবে, তা আল্লাহ-নির্ধারিত তকদীর, গায়েরের চাবি। তবে আমরা স্টেটর জন্য দাবাবদিহি করবো, তকদীরের জন্য না। তাই আমাদের চেষ্টা ও দুসর বরা এক সন্তান আসার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তাই—

## ১. প্রথমে নিয়ত করুন :

আমি নেক সন্তান চাই। এই সন্তান আমার চোখের প্রশান্তি শুধু না, এই সন্তান আমার আনন্দ। আমার নেক আনন্দে জারিয়া। আমি দুনিয়ায় থাকবো না, আনন্দ করতে পারবো না। কিন্তু আমার সন্তানের আনন্দ আমার আনন্দনানায় যাবে। তাই বদকার সন্তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহুওয়াল্লা, পরহেজগার, দিনের মুজাহিদ সন্তান চাইতে হবে। আর আল্লাহ, আমি দিনের খেদমতের জন্য আপনার কাছে একটা সন্তান চাই, নিজের জন্য না। সন্তানকে জন্মের আগেই দিনের জন্য ওয়াকফ করে দিন। সন্তানকে আল্লাহর জিম্মায় দিয়ে দিন। আল্লাহ, নিজের জন্য চাইনি, আপনার দিনের জন্য চেয়েছি। অতএব আপনি সুস্থ-সবল-নিখুঁত-মেধাবী সন্তান দিন, যে দিনের সাহায্যকারী হবে। আর জীবনভর তাকে সুস্থ-সবল রাখুন, যেন সে দিনের খেদমত করতে পারে। এক নিয়তেই কত কিছু ফয়সালা করিয়ে নিলেন, দেখুন। মুনি হবেন আখেরাতের ব্যাপারে চালাক—হি হি। এক দুআর অনেক পাখি মেরে ফেলতে হবে। ইমরানের স্ত্রী দুআ করছেন, আল্লাহ আমার গর্ভে বা আছে, তা আপনার জন্য দিয়ে দিলান। <sup>২২</sup> গর্ভে থাকা অবস্থায়ই নিয়ত করে ফেলেছেন।

অনেকে নিয়ত করার আগেই আল্লাহ দিয়ে দেন। এটা আল্লাহ দিয়েছেন আপনাকে, কত মানুষ চেয়ে চেয়ে পায় না। কোল সারাজীবন খালি থাকে। আর আপনাকে আল্লাহ না চাইতেই দিচ্ছেন। অসম্ভব হবেন না, নেয়ামতের না-শোকরি, না-কদরি করবেন না। সে তার রিযিক নিয়েই দুনিয়াতে আসছে, ও নিয়ে আপনার টেনশান করতে হবে না। আলি বিয়ের আন্দোলনে দেখা যায় ছাত্র থাকা অবস্থায়ই অনেকের কবুলিয়ত হয়ে যায়। ভুলেও এবোরশানের চিন্তা করবেন না। নেয়ামতের কদর না করলে নেয়ামত উঠিয়ে নিতে পারেন রাবির কারীম। আর নেয়ামতের অনুপস্থিতিকেই তো আজাব বলে, তাই তো?

## ২. জীবনযাত্রা পরিবর্তন করুন :

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কোয়ালিটি বাড়াতে আপনাদের দুজনের জীবনযাত্রায় ব্যাপক





আত্মতুষ্টির : জেতরে ও বাইরে

পরিবর্তন আনতে হবে।

- ধূমপান ও অন্যান্য গুনাহ ত্যাগ করুন।
- রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন দুজনেই।
- প্রচুর পানি ও ফলমূল খান দুজনেই।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমান, গর্ভাবস্থায় দিনেও ২ ঘণ্টা ঘুমান।
- টেনশন দূর করুন, এত টেনশন কীসের জন্য। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আপনার টেনশনের কারণটা তো আরও ক্ষণস্থায়ী।

### ৩. আদব-সুল্লাত বজায় রেখে 'একসাথে' থাকুন :

ওপেন জায়গায় সব কথা লেখা যাচ্ছে না।

গর্ভাবস্থায় 'একসাথে' থাকা যাবে কি না বা কখন কখন করা যাবে, এ বিষয়ে ডাক্তারদের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতেই পুরো গর্ভকালেই সহবাস করা যাবে। তবে শেষের দিকে সাবধান হতে হবে, চাপ যেন না পড়ে। বিভিন্ন কারণে আমার মত হলো, প্রথম দু'মাস ও শেষ একমাস না করা সাবধানতা হিসেবে। মাঝখানের সময়টা 'একসাথে' থাকতে পারবেন।

আর যে সময়টা 'একসাথে' থাকতে পারছেন না, সে সময়টা হায়েজের সময় যেভাবে উপকৃত হতে বলা হয়েছে, সেভাবে উপকৃত হোন। 'একসাথে' থাকার দু'আ থেকে নিয়ে আদবগুলো খেয়াল রাখুন।

- সহবাসের দু'আ পড়বেন। আল্লাহু'ম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বনা ও জান্নিবিশ শাইত্বনা নিম্মা রবাক্কতানা—আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে বাঁচান এবং এই সহবাসের ফলে যা আমাদের দেবেন, তাকেও শয়তান থেকে বাঁচান।
- গুয়ের সাথে সহবাস।
- ঘরে দীনী বইপত্র ঢেকে নেয়া।
- শরীরে কাপড় রেখে করা

## কুররাতু আইয়ুন

- চাদরের নিচে করা

### ৪. গুনাহ থেকে বাঁচুন :

আমাদের সব কর্মকাণ্ডের প্রভাব আছে আমাদের শরীরে। মানসিক চিন্তাপ্রবাহের সামষ্টিক (Cumulative) বা তাৎক্ষণিক (Immediate) ইফেক্ট পড়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর, হরমোনের উপর, রক্তচাপের উপর। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে, যদি খেয়াল করেন, হঠাৎ উত্তেজনায় রক্তচাপ বাড়ে। অধিক টেনশনে পাকস্থলির এসিড তৈরি বাড়ে। আর ভয়ে-তাড়াহুড়োয় ‘এড্রেনালিন রাশ’-এর কথা তো সবাই জানেন, এই এড্রেনালিন আবার কোনো কোনো অঙ্গে কী কী করে, সেগুলো বলতে গেলেই কাম সেরেচে। এজন্য—

- টিভি দেখা বাদ দিন। টিভি থেকে নির্গত রশ্মি, বারবার দৃশ্য বা ফ্রেম পরিবর্তন, রশ্মির তীব্রতার দ্রুত পরিবর্তন—এগুলোর স্পষ্ট প্রভাব আছে মস্তিষ্ক-চোখ-রক্তচাপের উপর। এবং ইভেনচুয়ালি পেটের সন্তানের উপর। একই কথা মোবাইল ব্রাউজিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

- দুর্য্যবহার, রাগ, উত্তেজনা পরিহার করুন। গর্ভে ৫ মাসে সন্তান শ্রবণক্ষমতা পায়। তখন গান-মিউজিক-রাগারাগি-কটুবাক্য-গালিগালাজ সেও শুনতে পায়, এগুলোর প্রভাব পড়ে।

- নজর সত্য। বিস্তারিত কষ্টিপাথর বইয়ে আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন স্বীকারের পথে। কোষের ভেতরে যে ‘৪র্থ দশার পানি’ আছে, তার ধর্ম পরিবর্তন হয় দৃষ্টি, আবেগ, শ্রবণ, চিন্তার দ্বারা। আরনার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার ঘুরে ফিরে পেট দেখার কী দরকার? গর্ভাবস্থা দৃশ্যমান (পেট বড় হলে) হলে জনসমক্ষে কম যাওয়া চাই। নজর থেকে বাঁচার যে আমলগুলো আছে, সেগুলো করুন।

» সকাল সন্ধ্যা মনজিলের আয়াতগুলো। ২৬

[২৬] মনজিল হলো শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর লিখিত একটি বইয়ের নাম। যার্তে কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা থেকে নেয়া ৩৩ টি আয়াত সংকলন করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো স্বীনের আছর, যাদুটোনা এবং অন্যান্য কঠিন বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ পরীক্ষিত আমল।

আল কওবুল জানিল গ্রন্থে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদস দেহলবী রহ. বলেছেন, ‘এই ৩৩ আয়াত যাদুটোনার আছর





## সাঁফুলের : জেতর ও বহর

- ১) প্রতি নামাজের শেষে তিন কুল, কজর ও মসজিদে শেষে ও বহর তিন কুল।
- ২) প্রকাশ্যে কবলে বা কবলে মশ-অজ্রাহ কবলে, বহরকব্রাহ কবলে।
- ৩) নজরুর সাসন আছা শিরে নিনা।\*

\* গেট বাচ্চা এল বহর কিট্ট কিট্ট ইকরত বেবিলের ছবি টাঙিত্ত রাবা, পুতুলটিয়া  
বিলে শুভ বহর—এতলা কী? ইকরতের মতো হেতরা আর পুতুলের মতো  
নিজের নিজেত মন্তন চাফের নাকি? রতনতের কেরেশতা জীয়েত ছবি পাকল্য চোদে  
না বহর, অজ্রাহের কেরেশতানে কিছ এসে মন্যা নেই। মন্তন ও বহর হলে আছা  
ট্রান অনর—মুনিয়াতেও অজ্রাহ কেন মন্তনতের কেরেশতা হেজ্রাহ হওয়া পেরে  
অন্যের প্রকাশত করেন।

## ৫. বেক আমন করুন :

ভাঙ্গা কেরেশ ও প্রভর আছা নিজ শরীয়ে এক বাচ্চা উপর। নামাজের পর, দুআত  
করকারি পর সে হেশ ভাব, এটাও সৈয়দ নিউরো হরমোনগত বিদ্য। তত—

• বেশি বেশি নফস পড়ুন। অনেক বাচ্চা উপর থাকে। বেশি বেশি নিজের করতে বহর  
পড়িশন টিক হয়। প্রকাশ্যে—শাশুতি-আছা।

• কুরআন জিয়া গ্যাত করেন। শরীয়ে উপর কুরআনের কী প্রভাব জানতে কষ্টপাশত  
কষ্ট পেতেন। কুরআন মনে মনে না পড়ে একটি আওয়াজে বাবুকে শুনিয়া পড়ার চেষ্টা  
করেন। আওয়াজের মাশারফগণ মাতের পেট থেকেই দু-সপ পাত্রা তিক্ত করে গে  
হলেন, শোনা যায়। অমাতের অত না হওয়া ও চায়ে, নেবকসর হলেই হবে আপাতত  
মাতের অমাত তেনে হলে, মন্তন তেনে হলেই আশা করা যায়।

» ছেলেদের ক্ষেত্রে সূরা ইউসুফ, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সূরা মারইয়ান, দুই  
আবদ্যাকের জন্য সূরা মুহাম্মাদ পড়ার প্রায়সন আছে। মসিলা নাই, তবে ইফেই  
তো অফেই আছে। বাকি আছা জানেন।

প্রতিবেদন করে এল শরতন, চোদ ও দিয়াত জালাসার থেকে মুক্ত রাখে। \* সম্পাদক

[১০] নজরুর প্রকাশ্যে এক না নজর, পেরে বাচ্চা উপর ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জমতে হলে উপর আছা  
মন্তন কীত ও মন্তনকব্রাহ অসমস পেরে হেতলা ও মসজিদত কব্রাহেইত কষ্ট পড়তে পারেন। ইনশাআল্লাহ,  
আবদ্য পড়ুন।—সম্পাদক

## দু'আরু আম্মুন্



- ১) প্রাণনা ওদীন্দর দু'আরু (আমীন, মুসলিম, সাহাবা, রহমান) অসংখ্য অভ্যাস করেন। বলা হয়, দু'আ মুসলিমের পছন্দ প্রায়শ্চল্য করে। আর প্রায় সমস্তলীন দু'আ আমীন (অমীস এগোছ বহুসংখ্যক কথা, "হুদুইত হা)।
- ২) নবীল-সহাবা কলিজার অত্রাওরার আমল চাও।

• দু'আ : ১

১) দু'আ কুরআনের ৭৪ নং অত্রাও।

[১৮] দু'আ অত্রাওরার : ১১১১, কুরআন অত্রাওরার : ১৬৬৬১।

[১৯] সন্তান গর্ভে আসার পর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কিছু দু'আ করা গাও পাও। এওরার মুহুরত করে অত্রাওরার সের সের প্রাও পাও উচিত। শুধু বাচ্চর না পড়লে, "হা মম" বাচ্চর কবরও পাও উচিত। কবর নামাওরার পর দু'আ কবুল হয়, অত্রাওরার এওরার করাও পাও। এওরার, অত্রাওরার পর এওরার দু'আ করা গাও পাও। মুসলিম পাওরার ইশাওরার। এওরার দু'আরার শুধু সন্তান বাচ্চর জন্য নয়, সন্তান গর্ভে আসার পরও করা উচিত। বাওরার দু'আ ও সন্তান ভূমিও হয়। দু'আরার নিচর দু'আ করা হয়।

১.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ

"হে আমার রব! আমাওরার সজাও কত্রাওরার করন এবং আমার কবরওরার নয় হওরার হে আমাওরার রব! আর আমাওরার দু'আ কবুল করন।" (সূরা ইমরান : ১৬৬)

এওরার নিচর জন্য ও সন্তানওরার জন্য সজাও কত্রাওরার সজাও দু'আ করা হওরার। এওরার সজাও কত্রাওরার সজাও অত্রাওরার, সজাওরার কত্রাওরার এবং এর সজাওরার কত্রাওরার কত্রাওরার।

২.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাওরার রব! আমাওরার জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দন করন যারা হওরার আমাওরার জন্য সের সের। আর আপনি আমাওরার মুহুরতর জন্য অত্রাওরার করন।" (আল-মুদরার : ৭৪)

এওরার দু'আ সন্তান ভূমিও হওরার পরও করা উচিত। বিশেষকরার পাঁচ প্রাওরার সজাওরার পর এওরার নিচর করা। কত্রাওরার অত্রাওরার দু'আ কবুল হওরার সজাওরার প্ররার।

৩.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"হে আমার রব! আমাওরার আপনি আপনাওরার নিচর সের উত্তম সন্তান দন করন। নিচর আপনি প্রাওরার করন।" (আল-ইমরান : ৩৬) হওরার কত্রাওরার আ, আমাওরার আমাওরার নিচর এওরার দু'আ কত্রাওরার। তিনি তাঁর দু'আ কবুল করন এবং একজন সের সন্তান দন করন। তিনি পরবর্তীকরার নবী হওরার। তার নাম ইমরান আ।

৪.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাওরার সৎকর্মীল পুত্র সন্তান দন করন।" (সূরা সাফাত : ১০০) - সম্পাদক



- » সূরা আহকাফের ১৫ নং আয়াত।
- » সূরা ইবরাহীমের ৪০ নং আয়াত।
- » সাদাকা করে করে দুআ করা চাই।

• ভালো চিন্তা করুন :

আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোট খালার বড় মেয়েটা যখন আড়াই বছর বয়সে মারা যায়, তখন খালার গর্ভে আরেকটা মেয়ে। তো খালামণি পুরো চিন্তা-চেতনা জুড়ে সদ্য মৃত বাচ্চাটার স্মৃতি। পরের মেয়েটা যখন হলো, হুবহু আগের মেয়েটার চেহারা, আপেলের কাটা আধখানা। মায়ের চিন্তাপ্রবাহের প্রভাব অবশ্যই গর্ভের শিশুর উপর পড়ে। এজন্য—

- » ভালো চিন্তা করুন। জি বাংলা/স্টার জলসা জাতীয় চিন্তাভাবনা একদম নিষেধ।
- » ভালো অডিও লেকচার শুনুন।
- » কুরআন তিলাওয়াত শুনুন।
- » হায়াতুস সাহাবাহ পড়ুন ও সাহাবাদের জীবন নিয়ে ভাবুন।
- » দীনী কিতাবপত্র পড়ুন।
- » আল্লাহর সৃষ্টি ও সিফাত নিয়ে ভাবুন ও দাওয়াত দিন। এগুলো বলুন, আশপাশের লোকদের সাথে এগুলো আলোচনা করুন। আপনার বাবু কিস্ত শুনছে, আপনি যা বলছেন। মাইন্ড ইট।
- » গীবত গাইলে তাও শুনছে। তেমনই গড়ে উঠছে।

• সুন্নাহ মেনে চলুন :

প্রয়োজনীয় কাজে সুন্নাহ খেয়াল করুন।

—ঘুম-খাওয়া-ইস্তিঞ্জা-গোসল সব কাজে সুন্নাহর গুরুত্ব দিন।

—সব কাজের সাথে মাসনুন দুআ পড়ুন। একদম সহজ ছোট ছোট দুআ।

## কুররাতু আইয়ুন

—ওজুর সাথে থাকার অভ্যাস করুন। অজুর সাথে থাকার মজা হলো, চট করে যখন তখন দু' রাকাত নামায পড়ে ফেলা যায়, দু' পাতা কুরআন পড়ে ফেলা যায়। তবে কষ্ট করে জোর করে ওজু ধরে রাখবেন না। জোর করে ওযু ধরে রাখার চেষ্টা করা শরীরের জন্যও খারাপ।

## ৬. খাবারদাবার :

- খাবার বলতে আমরা যা যা বুঝি, সব খাবেন। কোনো নিষেধ নাই। যে খাবারে আপনার নিজের এলার্জি, সেটা কম খাবেন। মনে রাখবেন, যে খাবারের সাথে আপনি বাচ্চাকে অপরিচিত রাখবেন, সেটার প্রতি বাচ্চার এলার্জি থাকার সম্ভাবনা আছে। বাচ্চাকে সব ধরনের খাবারের সাথে পরিচয় করাতে হবে। জন্মের আগেও, পরেও।
- প্রতি বেলায় দেড়জনের খাবার খেতে হবে। জোর করে একটু বেশি খাবেন। এই একটু বেশিটুকু ছোটমিঞার জন্য। এটা দুধপানের সময়েও চলবে।
- ৮-১০ গ্লাস পানি, এক গ্লাস দুধ, ১/২ টা ডিম যেন প্রত্যেকদিন থাকে। যদি খেতে না পারেন, তবে ভাত কম খান। ভাত কম খেয়ে থালা ভরে শাকসবজি, ডিম, দুধ, মাছ, গোশত, চুমুক দিয়ে গ্লাসে ভরে ডাল খান।
- এ সময় মেয়েদের ভয়ঙ্কর সব জিনিস খেতে ইচ্ছে করে। ছাই-মাটি খাওয়ার ঘটনাও শোনা যায়। যা মনে চায়, বড়মিঞাকে দিয়ে আনিয়ে খাবেন। তবে আচার-চটপটি-ফুচকা এগুলো বাসায় বানিয়ে খেলে ভালো হয়। বাইরেরটা খেলে পেট খারাপ করবে। তবে মাটি খাওয়ার দরকার নেই। অখাদ্য-কুখাদ্য খাবার ইচ্ছাকে দমন করুন।
- প্রথম এক-দুই মাস খুব বমিবমি লাগে, খাওয়ার রুচি থাকে না। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ খাবেন। দোকান থেকে পরামর্শ নিয়ে খাবেন না। এ সময় ভাত কম খেয়ে আমিষ জাতীয় খাবার বেশি খাবেন। প্রথম তিন মাসেই বাচ্চার যা গঠন হবার, হয়ে যায়। এরপর শুধু সাইজে বাড়ে। তাই এ সময়ে যেন প্রোটিন সাপ্লাই কম না পড়ে।
- বাসায় মিষ্টি জাতীয় খাবার বানিয়ে রাখবেন। বাচ্চা যখন আকারে বড় হবে, তখন আপনার রক্ত থেকে গ্লুকোজ টেনে নেবে। ফলে আপনার গ্লুকোজ শর্ট পড়বে। তাই





ঔষধ : ভেতরে ও বাইরে

মাথা হালকা হয়ে যাওয়া, ঘুরানো, ব্যথা করা এমন হতে পারে। বুঝবেন, গ্লুকোজে টান পড়েছে। সাথে সাথে ফ্রিজ থেকে বের করে খেয়ে নেবেন মিষ্টি-সেমাই-পায়েস-বিস্কুট-শরবত। হয়ে গেলো।

- ৫র্থ মাস থেকে ১টা আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট, আর ১টা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া শুরু করতে হবে। দুধ খেতে না পারলে দিনে ২টা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট। ভরা পেটে এবং আয়রন এক বেলায়, ক্যালসিয়াম আরেক বেলায়। দুটো কখনোই এক বেলায় খাবেন না।

- আর গর্ভাবস্থায় সব ঔষধ খাওয়াও যায় না। তাই সামান্য সামান্য অসুখে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই দোকান থেকে ঔষধ নিয়ে খেয়ে নিলাম, এটা করা যাবে না। কেননা অনেক ধরনের ঔষধ আছে। বাছবিচার না করে খেলে জন্মগত ত্রুটি হতে পারে, এটাও তাকদীর। তবে আমরা সতর্ক থাকবো। তাই সামান্য ছর-ঠান্ডা-সামান্য কাশি এসব বততুঁতু পারা যায়, সহ্য করতে আমি উৎসাহ দিই। একেবারেই না পারলে তখন ঔষধ খাবেন, এবং অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে।

## ৭. অন্যান্য সতর্কতা :

- নর্মালি ৪ মাস, ৭ মাস, ৮ মাস ও ৯ মাস—এই ৪ বার ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। কোনো সমস্যা মনে না হলে ৪ মাস আর ৯ মাসে গেলেও সই। সমস্যার মধ্যে রক্ত কম আছে কি না, প্রেশার বেশি আছে কি না। গর্ভকালীন একটা টেম্পোরারি ভারবেটিস হয়, সেটা আছে কি না। এসব সমস্যা থাকলে ৪ বারই যেতে হবে।

- ভারী কাজ করবেন না, করতে দেবেন না। পেটের উপর চাপ দিয়ে করতে হয়, এমন কাজ করবেন না। টিউবওয়েল চাপা, ভারী কিছু উঠানো—বালতিটালতি, ভারী কাপড় ধোয়া। আমি ভুক্তভোগী, এত সতর্ক থাকার পরও কী জানি উঠিয়েছে, আর অমনি বাচ্চার পানি সব বেরিয়ে গেছে—ফলাফল সিজার।

- টিটেনাস টিকার ডোজ ৫ টা। ১৫ বছর বয়েস, তার ২৮ দিন পর, তার ৬ মাস পর, তার ১ বছর পর, তার আরেক বছর পর। আগেই নেওয়া থাকলে গর্ভাবস্থায় আর

## কুররাতু আইয়ুন

নেওয়ার দরকার নেই।

• ডেলিভারির সময় এগিয়ে এলে ৫টা বিপদচিহ্ন আছে। সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে দৌড়—

- » রক্তশ্রাব ডেলিভারির রাস্তা দিয়ে।
- » মাথাব্যথা ও ঝাপসা দেখা।
- » ভীষণ ছর ও দুর্গন্ধ শ্রাব।
- » খিঁচুনি।
- » প্রসবব্যথা বেশি সময় ধরে থাকা।

• বাথরুম। পিছলা বাথরুমে আছাড় খাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা। উড়ে উড়ে বাথরুমে ঢুকবেন না। পা টিপে টিপে ঢুকবেন। আর স্বামী-বাবুরা বাথরুমের স্যান্ডেল চেঞ্জ করে নতুন স্যান্ডেল দিন। তলা খুব খসখসে দেখে স্যান্ডেল কিনে দিন বাথরুমের জন্য। আম-ছালা দুটোই আমাদের লাগবে, কোনোটাই হারানো যাবে না।

• এ সময় মেয়েদের ইমোশন বদলে যায়, হরমোনের কারণে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, কারণ ছাড়াই স্বামীকে সহ্য হয় না, এ ধরনের নানান আজীব আজীব ফিলিংস হতে পারে। এটা আপনাকে বুঝতে হবে, স্বামী সাহেব। এগুলো সে ইচ্ছে করে করছে না। হরমোনগত পরিবর্তনের ফলে এটা হচ্ছে, আবার ঠিক হয়ে যাবে। আপনি রেগে গিয়ে চোটপাট করবেন না। বিশেষ করে প্রথমবার গর্ভধারণে এটা বেশি দেখা যায়। শাশুড়ি-ননদদেরও বোঝাবেন স্বামী-বাবুরা। এই যে মেজাজ চড়া, এটা ঠিক হয়ে যাবে; কেউ যেন রিঅ্যাক্ট না করে বসে তার আচরণে।

• এটা মেয়েদের জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আপনি নিজেই চিন্তা করুন, আপনার পেটের ভেতর আরেকটা জীব নড়েচড়ে বড় হচ্ছে—কেমন লাগবে? তারপর শরীরে এত পরিবর্তন, নড়াচড়ায় কষ্ট, শুলে দম নিতে কষ্ট, পেট এত বড়, খেতে ভালো লাগে না, বমি আসে, মেজাজ ভালো না, ঘুম হয় না—কত সমস্যা। যে মেয়েটা দু'দিন আগেও বান্ধবীদের সাথে উড়ে বেড়াতো, বিয়ের পর আপনার সাথেও উড়ে বেড়িয়েছে, আজ সে নড়তেই পারে না। এমন সময়ে তার আপনাকে দরকার। আপনি একটু মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে টেনে নিলেই তার কলিজাটা এত বড় হয়ে যায়, সাহস





আতুডঘর : ভেতরে ও বাইরে

বেড়ে যায়, টেনশান দূর হয়ে যায়। তার জন্য এটা ওটা এনে দিলে কত খুশি হয়। তাকে হাসিখুশি রাখুন। আগের চেয়ে এক ঘণ্টা বেশি সময় দিন। বাচ্চার জন্য ছোট ছোট কাপড়-মশারি হাবিজাবি কিনুন। সে যেন এই বিপদে নিজেকে একা না ভাবে।

- যদিও আমাদের দেশে মেয়েরা এ সময় নাইওর যায়। আমার সেটা হয়নি। আমার স্ত্রীকে আমার বাসাতেই থাকতে হয়েছে। আমার আন্মাকে আল্লাহ তাঁর নিকটে আসিয়া রা.-এর পাশে একটা ঘর দান করুন। নাইওর পাঠালেও আপনার অভাব তার কাছে সারা দুনিয়াও পূরণ করতে পারবে না। আপনি নিজে যেয়ে যেয়ে সময় দিন—যতটুকু সম্ভব।

## ৮. প্রসবকাল :

- প্রসবযন্ত্রণা বোঝানোর জন্য বলা হয়, কারও শরীরের সবগুলো হাড় একসাথে ভেঙে গেলে যেমন ব্যথা হয়, এটা তেমন ব্যথা। আমাদের এক স্যার বলতেন ছেলেদের বোঝাতে, পুরুষের অণুথলি যদি টেনে মাথার উপর নেওয়া হয়, তা হলে যে কষ্ট, তা প্রসবব্যথার সাথে তুলনীয় কিছুটা। এত অশ্লীল কথা বলতাম না, বোঝানোর জন্য বললাম। নিজ স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আপনার সামনে দু' দিন পর যে খরগোশের বাচ্চাটা খেলে বেড়াবে, আপনার চক্ষু শীতল করবে, সে আপনার স্ত্রীর অমানুষিক কুরবানির ভেতর দিয়ে এসেছে। আপনার এই আনন্দের পিছনে তার অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আছে। এই কষ্টের কারণে আল্লাহ তার মাকাম (মর্যাদা) কোন পর্যায়ে নিয়েছেন, আমাদের ধারণার বাইরে।

- বোনেরা, গর্ভধারণ একটা আমল। ভেতরের মানুষটাও একটা আমল। গর্ভধারণ ও প্রসবে যত কষ্ট সব আপনি মিয়ানের পাল্লায় পাবেন, ইনশাআল্লাহ—যদি আল্লাহর জন্য হয়। মুমিনের কষ্টের বদলে তার পদমর্যাদা বাড়ে। হাদীসে এসেছে, মুমিনের যদি মাথাব্যথা-দুঃখ বা পায়ে কাঁটাও ফোটে—তার গুনাহ মাফ হয়। ৩০ আর সুস্থ হলে যেন সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হলো নিষ্পাপ হয়ে। তাই এই সব কষ্টকে আল্লাহর অনুগ্রহ

[৩০] আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যেকোন মুসলিম দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তা একটা কাঁটা কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মুছে দেন, যেনন গাছ থেকে তার পাতাগুলো ঝরে পড়ে।' (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৬৪৮) -সম্পাদক

## কুররাতু আইয়ুন

মনে করা চাই। এমনও পেয়েছি—তাহকীক জানি না—প্রসবকালে মৃত্যু হলে ওই নারী শহীদের মর্যাদা পান। এত বড় একটা বিষয়কে আমরা কত হালকা মনে করি। আল্লাহর দিকে রুজু থাকুন, যিকিরে জিহ্বাকে সিন্ত রাখুন। সূরা ইয়াসীন মুখস্থ থাকলে পড়তে থাকুন। কালিমা আর ইস্তিগফার পড়তে থাকুন।

• সব সরকারি হাসপাতালে নর্মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। তাই ক্লিনিকে না গিয়ে সরকারি হাসপাতালে নার্সদের দ্বারা ডেলিভারির চেষ্টা করবেন। আর বাচ্চার পজিশন ঠিক থাকলে, বিপদচিহ্নগুলো না থাকলে প্রশিক্ষিত দাঈ-মা পাওয়া যায়, তাকে দিয়েও করাতে পারেন বাসার সেটআপে। নর্মাল ডেলিভারির জন্য দুআ করতে হবে। তবে প্রয়োজনে সিজার করানো দোষের না, এটাও তাকদীর। আর সিজার করলেই বাচ্চা কম নিতে (?) হবে, তা কে বলেছে? আমার এক ডাক্তার বড়ভাই মাশাআল্লাহ সিজার করেই চারটা। আমিও নিয়ত করেছি। পয়লাটা সিজার তো কী হয়েছে, পরেরটা নর্মালও হতে পারে। এটাও ভুল ধারণা যে, একটা সিজার করলে মনে হয় পরেরটাও সিজার করাতে হয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা নর্মালেরই চেষ্টা করবো, তবে এমন সেটআপে নর্মাল করাবো, যাতে প্রয়োজন হলে চট করে সিজারও করানো যায়।

## ৯. প্রসব পরবর্তী করণীয় :

- ডান কানে আজান, বাম কানে ইকামাত দিন। ৩০ চিৎকার করে দেবেন না, আস্তে আস্তে ফিসফিস করে দিন। বাচ্চাকে শোনানো উদ্দেশ্য, সবাইকে না।
- সেলফি তুলবেন না, নজর লাগানোর সুযোগ রাখবেন না। কেউ তুলতে চাইলে বারণ করুন, কঠোর হোন।
- বাচ্চাকে মায়ের কাছে রাখুন। পেটের ভেতরে ৩৬° সেলসিয়াসে আরামে ছিলো। বাইরে ধরেন ৩০°। এটাই ওর জন্য ঠাণ্ডা। বাইরে সবাই ওকে লোফালুফি না করে ভেতরে মায়ের কাছে দিন। মায়ের শরীরে লেপ্টে রাখুন। বেশি করে কাপড়চোপড় দিয়ে পৌঁচিয়ে রাখুন।

[৩১] আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসান ইবনে আলীর কানে আযান দিতে দেখেছি। [সুনান আবু দাউদ : ৫১০৫]



- যত বেশি কোলে নেওয়া হবে, ততই ইনফেকশান হবার চান্স বেড়ে যাবে। মা আর দাদী-নানী ছাড়া বাকিদের আপাতত নেবার দরকার নেই। আর এখন কোলে টোলে নিয়ে মজাও নেই, এইটুকু একটা মানুষ, তার কী কোলে নেবেন। বড় হোক, গোশতটোশত লাগুক, তখন খুব নেওয়া যাবে। এখন সবাই যেন কম কম নেয়।
- আর কোলে নেবার আগে হ্যান্ডওয়াশের ব্যবস্থা রাখবেন। হাত ধুয়ে কোলে নেবে। পায়খানা পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে কোলে নেবে।
- খেজুর ধুয়ে দু'-একটা হালকা চিবান দিয়ে বাচ্চার মুখে ধরুন। ও নিজেই চুষবে। পুরাটা বা কোনো অংশ মুখের ভেতর যেন না যায়, জাস্ট চুষবে। বা একটু মধুপানি ৪/৫ চামচ দিয়ে তাহনিক <sup>৩২</sup> করাতে পারেন। ডাক্তাররা যেন না দেখে।

'Sugar gel' helps premature babies শিরোনামে বিবিসি আর্টিকেলটি থেকে <sup>৩৩</sup> সরাসরি অনুবাদ করে দিচ্ছি—

“জেলি আকারে এক ডোজ চিনি গালের ভেতর ঘষে দিলে অপরিণত শিশুদেরকে ব্রেন ড্যামেজ থেকে রক্ষা করা যায়, এটি খুব সস্তা ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর ১৫ মিলিয়ন, মানে দেড় কোটি বাচ্চা নির্ধারিত সময়ের আগে জন্ম নেয়। Sciencedaily বলছে, প্রতি ৩টি বাচ্চার ১টি জন্ম-পরবর্তী হাইপোগ্লাইসেমিয়ার (রক্তে গ্লুকোজ স্বল্পতা) ঝুঁকি নিয়ে জন্মায়। <sup>৩৪</sup> ফলে বাচ্চার স্নায়ুতন্ত্র মানে ব্রেন ও নার্ভ

[৩২] তাহনিক মানে হলো, জন্মের পরপরই নবজাতকের মুখে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু দেওয়া। এটি সুন্নাহ। আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে নবজাতক শিশুদের আনা হলে তিনি তাদের বরকতের জন্য দুআ করতেন এবং খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে পুরে দিতেন। [সহীহ মুসলিম : ৫৫১২]

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খেজুর চিবালেন। অতঃপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। বাচ্চাটি জিব্বা দিয়ে চুষে ও ঠোটে লেগে থাকা অংশ চেটে যেতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেন, দ্যাখো, আনসারদের খেজুর কত প্রিয়! [মুসলিম : ৫৫০৬]

ইমাম নববী রহ. বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। তিনি বলেন, কতক আলেম বলেছেন, খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোন মিষ্টিদ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব; আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি। [শরহুল মুহাজ্জাব : ৮/৪২৪]—সম্পাদক

[৩৩] (2013, 25 September). 'Sugar gel' helps premature babies. BBC.com, Health.

[৩৪] PLOS. (2016, October 26). Dose of dextrose gel lowers risk of low blood sugar in newborns. ScienceDaily.





## কুররাতু আইয়ুব

গঠন বাধাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। বাচ্চারা পূর্ণ সময়ের আগেই জন্ম নেয়, তাদের প্রতি ১০ জনের ১ জনের ব্লাড শুগার মারাত্মক কম থাকতে পারে। ডায়াগনোসিস ও যথাযথ চিকিৎসা না হলে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। নিউজিল্যান্ডের একদল গবেষক এই জেলি থেরাপি ২৪২ টি নবজাতক শিশুর উপর পরীক্ষা করেন এবং সিদ্ধান্তে আসেন, এই ‘জন্মাবার পরই মিষ্টিমুখ’ প্রথম চিকিৎসা (first-line treatment) হওয়া উচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগদ্বিখ্যাত জার্নাল The Lancet-এ গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়। PLOS Medicine-এও প্রকাশিত হয়েছে নিবন্ধটি।<sup>৩৫</sup>

Institute for Women's Health at University College London-এর Neil Marlow বলেন, যদিও এই গ্লুকোজ জেলির (dextrose gel) ব্যবহার এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে; এই গবেষণা বলছে, এটাকে আবার চিকিৎসা হিসেবে পুনর্জীবিত করা প্রয়োজন। কারণ আমাদের এখন এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এটা আসলেই কাজের জিনিস। মূল গবেষণাপত্রের শেষে ফাইনালি সিদ্ধান্ত এরকম, জন্মের পর প্রথম ৪৮ ঘণ্টায় মাতৃগর্ভে কম থাকা এবং পূর্ণ সময় থাকা উভয় ধরনের বাচ্চাদের মানে সব বাচ্চাদেরকেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রতিরোধে এই চিনির জেলি খাওয়ানো প্রথম চিকিৎসা হিসেবে বিবেচ্য।<sup>৩৬</sup> (Dextrose gel should be considered for first-line treatment to manage hypoglycaemia in late preterm and term babies in the first 48h after birth.)

সুবহানাল্লাহ, আমাদের নবীজীর সুনাত বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার থেকেও এগিয়ে।

- যত দ্রুত সম্ভব শালদুধ খাওয়াতে হবে। তাহনিক হয়ে গেলে আর কিছু দেবার দরকার নেই। ওর পেটে যত ক্ষুধা থাকবে, তত ও টানবে, তত দুধ নামবে। আজেবাজে

[৩৫] Deborah L Harris, Phillip J Weston, Matthew Signal BE, J Geoffrey Chase, Jane E Harding. (21 December 2013). *Dextrose gel for neonatal hypoglycaemia (the Sugar Babies Study) : a randomised, double-blind, placebo-controlled trial*. The Lancet, Volume 382, No. 9910, p2077–2083

[৩৬] Rafat Mosalli. (2014, Jan-Mar) *Dextrose Gel is Superior to Feeding Alone in Neonatal Hypoglycemia*, NCBI

- Joanne Elizabeth Hegarty, Jane Elizabeth Harding, Gregory David Gamble, Caroline Anne Crowther, Richard Edlin, Jane Marie Alsweiler. (2016, October 25). *Prophylactic Oral Dextrose Gel for Newborn Babies at Risk of Neonatal Hypoglycaemia: A Randomised Controlled Dose-Finding Trial*, PLOS
- Chandrasekharan P, Lakshminrusimha S. *Single dose of prophylactic oral dextrose gel reduces neonatal hypoglycaemia* BMJ Evidence-Based Medicine 2017;22:62



কৌটার দুধ বা বেশি মধুপানি খাইয়ে ক্ষুধা নষ্ট করবেন না। ওর পেট ভরা থাকলে ও কিছু টানবে না, দুধও নামবে না। সিজারের ক্ষেত্রে স্ট্রেসের কারণে, এনেন্থেসিয়ার কারণে দুধ নামতে দেরি হতে পারে। হায় হায়, আমার বাচ্চা এতক্ষণ না খেয়ে আছে, এত মায়া করার দরকার নেই। বেশি দেরি হলে ডাক্তারের পরামর্শে গ্লুকোজ দিতে পারেন, তবে পেট ভরে না। মাইন্ড ইট, ক্ষুধা রাখতে হবে।

- নাভিটার যত্ন নিতে হবে।
- মাকে দিনে খেতে হবে পাঁচ বেলা। যে খাবারগুলো খেলে বাচ্চার খাবার উৎপাদন বেশি হয়—

» ভাত

» স্লেট ভরে ভরে নিরামিষ খাবেন। কয়েকপদের সবজি দিয়ে নিরামিষ রান্না করবেন।

» তরমুজ

» আম ও অন্যান্য ফলমূল

» নিজেও এক গেলাস করে দুধ খাবেন

» প্রচুর পানি। বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে দুই গেলাস পানি খেয়ে নেবেন ১০ মিনিট আগে। বাচ্চা খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

» শুধু ভাল খাবেন চুমুক দিয়ে।

• দিনে ৮-১০ বার পেশাব করলে ধরে নেবেন বাচ্চার খাওয়া ঠিক আছে। যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছে। দুধপান করানোর নিয়ম আছে। ওয়ুর সাথে দুধপান করানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। ডান পাশ থেকে শুরু করার অভ্যাস করা ভালো। বাম পাশ খাওয়াতে চাইলেও শুরু হোক ডান থেকেই। একটু মুখে ধরেই অন্যপাশে নিয়ে গেলেন। নেককার বানানোর কোনো চেষ্টাই বাদ রাখা যাবে না। লিভ নো স্টোন আনটার্নড।

• টেনে বাওয়া কিছু কষ্ট আর ফিডার খাওয়া আরাম। ফিডারে বাইরের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস করলে কিছু ও আর টেনে বুকের দুধ খাওয়ার কষ্টটা করতে চাইবে না। আর ও না যেতে যেতে দুধের পরিমাণও কমতে থাকবে। একটা সময় আর থাকবেই না। তাই ফিডার শুরু করুন ৬ মাস পর। বুকের দুধ না খাওয়ালে পরিণত বয়সে সন্তানটা নানা

## কুররাতু আইয়ুন

আধিব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে কোনো অজুহাতকে প্রশ্রয় দেবেন না।

• বাচ্চাদের শরীর আমাদের চেয়ে একটু গরমই থাকে। কোষগুলো দ্রুত বিভাজন হয়। কোষে মেটাবলিজম মানে কর্মকাণ্ড বেশি হয়, তাপ বেশি উৎপাদন হয়। এটাকে স্বর ভেবে ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করবেন না। দোকানিরা তো আরও খারাপ, ওষুধ বেচলেই লাভ। এন্টিবায়োটিক বেহুদা দিয়ে দেবে। আপনার সোনামণির নিজের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হবার সুযোগ দিন। স্বর মনে হলে মাপান। ১০০-এর উপরে থাকলে নাপা ড্রপ ছাড়া আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই। ১০২-এর বেশি হলে ডুশ দেবেন ডাক্তারের পরামর্শমতো। যদি এরপরও না কমে, তা হলে এন্টিবায়োটিকের কথা ভাববেন। হ্যাঁ, ডাক্তার লিখে দেবে, কিন্তু আপনি খাওয়াবেন, যেদিন স্বরের বয়স হবে ৩ দিন। এই তিন দিন আপনার কাজ শুধু স্বর কমিয়ে রাখা। আর ও নিজে নিজে ফাইট করবে, ফাইট করা শিখবে। তবে যদি স্বর কমার কোনো লক্ষণই নেই মনে হয়, তা হলে এন্টিবায়োটিক শুরু করা যেতে পারে। আর ৩ দিন পরেও যদি স্বর আসে, তা হলে শুরু করে দিন।

• সামান্য সর্দি-কাশিতে সরিষার তেল মাখিয়ে ভোরের নরম রোদে ফেলে রাখুন। এত মায়াবী কিছু নেই। আমাদের বাপ-দাদাদের এত ওষুধ খেতে হয়নি। বেশির থেকে বেশি এন্টি হিস্টামিন-জাতীয় (হিস্টাসিন সিরাপ) ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। তবে কয়েক দিনেও সারার লক্ষণ না পেলে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে (ঘড় ঘড় শব্দ) মনে হলে দ্রুত হাসপাতালে আনুন।

• জন্মের পরপরই একটা জন্ডিস হয়। স্বাভাবিক বিষয়, আতঙ্কে চিৎকার করবেন না। রোদে ফেলে রাখলে এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়।

• ৭ম দিনেই আকীকা করুন। ৩৭ নিজে জবাই করুন। আর নিয়ত করুন, আল্লাহ

[৩৭] রাসূল সা. বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পণ্ড যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুগুন করতে হয়।' [আবু দাউদ : ২৮৩৯; ইবনু মাজাহ : ৩১৬৫] আরেক হাদীসে তিনি বলেন, 'সন্তানের সাথে আকীকা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো।' [বুখারী, মিশকাত : ৪১৪৯]

হাদীস দুটি থেকে আকীকার গুরুত্ব ও সময় সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। রাসূল সা. তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আকীকাও সপ্তম দিনে করেছিলেন। [সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫৩১১, সনদ হাসান]

অতএব সক্ষম ব্যক্তি সপ্তম দিনেই আকীকা করবে। তবে কোনো কারণে যদি সময়স্ফো আকীকা করা সম্ভব না হয়,



আমার সন্তানের সব বালা-মুসিবতকে জবাই করে দিলাম। গরিবকে শরিক করুন, বরকত হবে। চুল মুণ্ডিয়ে সমপরিমাণ রূপার দাম আন্দাজ করে সাদাকা করুন। ৩৮

সন্তান আল্লাহর নিয়ামত। কুরআনে আল্লাহ সন্তান-সন্ততিকে ‘ফিতনা’ বলেছেন- পরীক্ষা। আপনার সন্তান আপনার জন্য একটা পরীক্ষা। আপনি কি সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমকে পূরা করেন, নাকি নিজের মনচাহি ভাবে সন্তানকে বড় করেন। এই সন্তানের জন্য কী আপনি আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ভুলে যান, নাকি আল্লাহ-রাসূল ও দীনকে সন্তানের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। সূরা তাওবার ৯ নং আয়াতে আল্লাহ মু’মিনদের সম্বোধন করে বলেছেন,

“বনো, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর; এগুলো যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না”।

সুতরাং,

এক, সন্তানের মুহাব্বাত যেন দীনী দায়িত্বগুলো পালনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

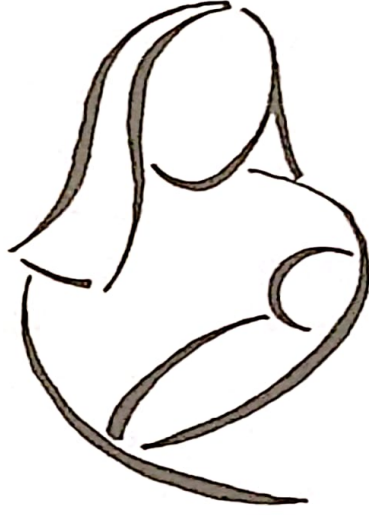
দুই, সন্তান পালনের ব্যাপারে দীনের হুকুম-আহকাম যেন পূরা হয়।

এই দুই পরীক্ষা। আল্লাহ আমাদের সন্তানকে আমাদের ইজ্জতের কারণ বানিয়ে দিন, সন্তানের জন্য দুনিয়া আখিরাতে যেন বেইজ্জত হতে না হয়। আমীন।



পরবর্তীতে সুযোগমতো যে কোনো সময় তা আদায় করে নিলেও হবে। [ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকানিল মাওদূদ : ৬৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, নং ১৭৭৬]—সম্পাদক

[৩৮] হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা.-এর আকীকা দিয়ে ফাতেমা রা.-কে বললেন, তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। (সুনান তিরমিযী, হাদীস নং- ১৫১৯) অপর এক হাদীসে রূপা বা স্বর্ণ সদকা করার কথাও এসেছে। (আলমুজামুল আওসাত, হাদীস নং- ৫৫৮; নাজমাঈ যাওয়াইদ, হাদীস নং- ৬২০৪; ইলাউস সুনান ১৭/১১৯) -সম্পাদক



## মানবশিল্প

ইদানীং বাসায় থাকিই কম কম। ভোরে উঠে নামাযের পর একটু পড়ি লিখি। ৮টা-২টা হাসপাতালে থাকি। রোগী দেখা ছাড়াও অফিস-ওয়ার্ক থাকে। যোহরের পর বাসায় একটু খেয়েই চেম্বারে ২ ঘণ্টা বসি। আসরের পর মহল্লায় অফলাইন দাওয়াতের কাজ থাকে। বাসায় যাই একবারে এশার পর, তালিম শেষ করে। মন-মেজাজ-শরীর ভালো না থাকলে মাগরিবের পরও যাই মাঝেসাঝে। আর হাসপাতাল-চেম্বার-মসজিদ সব কাছাকাছি, খাদীজাকে দেখতে মনে চাইলে এক ফাঁকে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু খাদীজার মায়ের দিকে এখন আর তাকানোর খুব বেশি ফুরসত হয় না।

বাসায় পার্মানেন্ট কাজের মানুষ নেই। দেড় বছরের ছোট একটা খাদীজা আর খাদীজার একটা আন্মু। সকালের দিকে একজন বুয়া এসে মোটা মোটা কাজগুলো করে দিয়ে যায়। বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া, ঘর ঝাড়া আর মোছা। মাছটাছ থাকলে কুটে দেয়। খাদীজার মায়ের কাজ শুধু রান্না আর খাদীজা। অবশ্য যেদিন বুয়া কোনো কারণে আসে না, সেদিন বেচারির দিকে তাকানো যায় না।

কালেভদ্রে খাদীজার মায়ের দিকে চেয়ে থাকি, তার কাজ দেখি, ত্রস্ত এবং ব্যস্ত। এই



বাচ্চার হাণ্ড সাফ চলছে, কোলে করে বেসিনে নিলো শুচু করাবে, আবার ডায়পার পরিয়ে একটু রান্নাঘরে যেতেই দেখা গেলো খাদীজা পানি ফেলেছে কোথাও, আবার ছোটো সেখানে। খাওয়ার সময় তো তিন বেলা তিন ঘণ্টা লাগে, দশ গাল খাবার দিলে তার পাঁচ লোকমা দেয় বের করে। আমারই মাথা গরম হয়ে যায়। আবার ঘুম পাড়াও, কখনো পায়ে দুলিয়ে, কখনো কোলে নিয়ে যিকির করে করে। আবার পুরো ঘর এলোমেলো করে রাখে বাচ্চা, সেগুলো গুছানো। নিজের গোসল, খাওয়া, কাপড় ধোয়া, নামায, তিলাওয়াত আছে। আমি বাসায় থাকলে এর কিছু কাজ আমি করি, কিন্তু যখন থাকি না, তখন? রাতে আমি বেঘোরে ঘুমাই। কিন্তু মাঝেমধ্যে টের পাওয়া যায়, খাদীজা উঠে প্যাঁপুঁ করছে, রাতে ৩-৪ বার ওঠে স্ন্যাকস খেতে। তার মানে সারাদিন এসবের পর রাতেও ওর মার পূর্ণ ঘুম হয়ে ওঠে না। এই আধাখোঁচড়া ঘুম নিয়েই পরদিন আবার দৌড়াও, সারাদিন, এভাবে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। পরেরটার বেলায়ও এভাবেই ও ছুটবে, তার পরেরটার বেলায়ও, এভাবে বছরের পর বছর। কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অপারগতা নেই। সাময়িক বিরক্তি যে নেই, তা নয়, তবে তাতে দু' চামচ মমতা মেশানো থাকে।

কখনো সাহায্য করা থামিয়ে ওর মায়ের দিকে চেয়ে থাকি। তার কাজ করা দেখি। ভাবনার টাইম মেশিনে চড়ে পিছিয়ে যাই তিরিশটা বছর। খাদীজা দেখতে এমনতেই আমার মতো, বেশি রিপ্লেস করতে হয় না। খাদীজাটা হয়ে যায় ছেলে বাবু, আর খাদীজার মায়ের জায়গায় ভেসে ওঠে অন্য কেউ। চোখ রগড়ে টের পাওয়া যায় বহু চেনা এক নারীর মুখাবয়ব। একই দৌড়াপ, একই খাবার নিয়ে পিছন পিছন ছোটা, একই রাতজাগা চেহারা, একই চুমু আদর, পোশাকবদল, বুকোর সাথে চেপে ধরা। একই স্বপ্ন-আবেগ-ভালোবাসা। হাজার বছরের পুরনো সেই সিনারিও, বারবার, প্রতিদিন, প্রতি ঘরে, প্রতি প্রজন্মে।

নিজের স্ত্রীর পানে চেয়ে আবিষ্কার করা যায় নিজের মাকে। একই সফটওয়্যার। মানুষ কীভাবে বিয়ের পর বাপ-মাকে ভুলে যায়, আমার এন্টেনায় ধরে না। বরং বিয়ের পর তো বাপ-মায়ের প্রতি অনুভূতিগুলো আরও ধারালো হবার কথা। সন্তানের প্রতি স্ত্রীর আচরণ দেখে আমার প্রতি আমার মায়ের আবেগ কেমন ছিলো, কষ্ট-শ্রমটা কেমন ছিলো, এসব তো সহজে বুঝে আসার কথা। আজ আমি যেমন আমার সন্তানটার সাথে



## কুররাতু আইয়ুব

খেলি, অর্থহীন কিছু শব্দ আর বাবা ডাক শোনার জন্য আকুলিবিকুলি করি, অফিস থেকে ছুটে ছুটে আসি, বাচ্চার কণ্ঠ শোনার জন্য ফোন দিই, কষ্টার্জিত টাকাগুলো বাচ্চার শ্রেফ হাবিজাবি কিনে তৃপ্তি অনুভব করি, একটা খেলনা কিনে কল্পনায় হারিয়ে যাই যে, ও পেয়ে কেমন খুশি হবে, আজিবি আজিবি সব নামে ডাকি—আমার কলিজা, আমার গিলা, আমার মেটে, আমার পাখপাখালি। ঠিক তিরিশ বছর আগে এমনই আরেক টগবগে যুবক আমার জন্যও এমনটাই অনুভব করেছিলেন। আমার ছোট হাত আঙুলে পৌঁচিয়ে এই মাটির উপরই হেঁটেছিলেন। নিজের বাচ্চার দিকে চেয়ে এই অনুভূতি যার হয় না, সে তো আলবৎ প্রতিবন্ধী।

সন্তানবৎসল বহু পিতাকে দেখা যায় নিজের বাপ-মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে। নিজ বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো লোকটারও সন্তান আছে। আশ্চর্য সব ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এই ভোগবাদী সেকুলার পৃথিবীর। পুঁজিবাদের বিষে একপল ভাবার ফুরসত নেই, হিসেব মিলানোর ফুরসত নেই। মানুষ না বায়োবট আমরা? সংসারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পিতা-মাতার দিকে, আই মিন আপনাদের স্বশুর-শাশুড়ির দিকে একবার তাকান তো। তাকিয়ে ভাবুন, আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে (স্বামী/স্ত্রী) এই মানুষ দুটো (স্বশুর/শাশুড়ি) ঠিক আপনারই মতো করে ভালোবেসেছে, আগলে রেখেছে, আহ্লাদ মিটিয়েছে, বড় করেছে ‘আপনার মনের মতো’ করে; যেমনটি আপনি আজ আপনার সন্তানের জন্য করছেন। পাগলের মতো ভালোবেসে আজ আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁদের মনের অব্যক্ত সেইসব অনুভূতি ফিল করার চেষ্টা করুন তো। অনুভূতি লিখে বোঝানো যায় না, অনুভূতিকে অনুভবেই বুঝতে হয়।

তো আসলে যেটা বলতে চেয়েছিলাম আপনাদের। খাদীজাকে আমি ডায়পার পরালে ওর মা বলে—হয়নি। খুলে আবার নিজে পরায়, আবার খুলে আবার পরায়, রাবারগুলো আঙুলে টেনে ঠিক করে, আবার কোমরের কাছে আঙুল ঢুকিয়ে মাপে যথেষ্ট টাইট এবং একই সাথে যথেষ্ট লুজ আছে কি না। স্ট্র্যাপগুলো একদম সোজা, আমি লাগিয়েছিলাম তেড়ব্যাকা করে। আবার আমি প্যান্ট পরালে বলে—হয়নি। পাজামার মাঝের সেলাইটা একপাশে সরে আছে, বাচ্চা কষ্ট পাচ্ছে। সরিয়ে আবার মাঝামাঝি নেয়, আবার একটু তাকিয়ে দেখে ঠিকমতো পজিশন হয়েছে কি না। খাবার বানানোর টাইমে আজিবি আজিবি সব রেসিপি তার মাথায় আসে, কেকা আপুও ফেল। সেরেলাকের মধ্যে ডিমের



কুসুমের ভর্তা—এই টাইপ—মাথা নষ্ট! পায় কই এসব আইডিয়া? আবার খাওয়ানোর সময় আরেক সার্কাস। এই ভাউ আসলো, এই দাদীআপু লাঠি নিয়ে আসলো; অ্যাই দ্যাখো, বেবিটা খায়। এক লোকমা মুখে নিলে মায়ের চোখেমুখে কী খুশি—যেন ঈদ। পরের লোকমা বের করে দিলো, পরেরটাও। আবার শুরু হলো—অ্যাই ভাউ, অ্যাই পা (পাখি)। রাগে আবার চিৎকার করে ওঠে কখনো—ইয়া বিনতি। খাওয়ানোর সময় যেগুলো বলে, তার সবচেয়ে কম আজগুবিগুলো আপনাদের বললাম। আমি আন্মুর কাছে শুনেছি, আমি ছোটবেলায় খাবার নিয়ে গালের একপাশে রেখে দিতাম। কখনো ওভাবেই ঘুমিয়ে যেতাম, লالا পড়ে বিছানা-বালিশ নষ্ট হতো। আন্মা বসে বসে ‘গেলো রে’ ‘চাবাও রে’ করতো, আঙুল দিলে গালে ঘষে চাবানোর চেষ্টা করতো, ঘণ্টা পেরোতো। খাদীজার খাওয়া দেখতে দেখতে মন ভিজে ওঠে। রাব্বিরহামহমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা। আবার গোসলের সময় আমাকে পানি ঢালতে দেয় না। বাচ্চার পেটে চলে যাবে, দম আটকে যাবে। মাথায় পানি ঢেলেই চেহারার উপরের পানিটুকু সাপটে নামিয়ে দেয়। হাণ্ডর শুচুর তোয়ালে আলাদা, গোসলের তোয়ালে আলাদা। গোসলের পর মুছে, ক্রিমট্রিম মেখে ফিটফাট বানিয়ে এবার ঘুম। আমি শিল্পীর কাজ দেখি। পৃথিবীর সবচেয়ে নিপুণতম শিল্প। মানবশিল্প।

পশ্চিমা পুঁজিবাদ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, ঘরে থাকো মানে তুমি অকন্মা, বেকার। তোমার স্ত্রী কী করে? কিছু করে না, হাউজওয়াইফ। গর্দভ, তোমার স্ত্রী শিল্পী, মানবশিল্পী। পুঁজি কামানো-জমানো, বস্তু কেনা, ভোগ করাই জীবনের অর্থ-সার্থকতা-মন্ত্ৰ; এই দাসত্বের চশমা খোলো, আর দুনিয়া দ্যাখো। যে টাকা কামায়, সে কন্মা আর যে টাকা বাঁচায়, সে অকন্মা, কিছু করে না! এই ছাগলপ্রজাতির সাইকোলজি থেকে বের হও, ভাইজান। আপনার স্ত্রীর কারণে আপনার সন্তানের টিচার-খরচ, ডাক্তার-খরচ, ডেক্কেয়ার খরচ, আরও কত খরচ বেঁচে যায়, সেটা চোখে পড়ে না। মাস শেষে যে টাকাটা আপনি ব্যাংকে রেখে স্বপ্নের জাল বোনেন, ওটাই আপনার স্ত্রীর ইনকাম। মানবশিল্পের পিছনে বেঁচে যাওয়া মূল্যটাই জমানোর মওকা মেলে আপনার।

আমার দীনী চিন্তার বয়স কম। তাই গল্পগুলো রিপিট হয়। রাগ হবেন না। মেডিকেলের এক ন্যাডাম ছিলেন, সাত ভাই-বোন। কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-আমলা-শিল্পপতি। তার মা ‘ব্রত্‌গর্ভা’ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। ন্যাডাম একদিন ক্লাসে শোনাচ্ছিলেন। আমার মনে



### কুররাতু আইয়ুন

উঁকি দিচ্ছিলো একটাই প্রশ্ন—ম্যাডাম, আপনি কি কখনো পারবেন রত্নগর্ভা হতে! তার মা ছিলেন মানবশিল্পী। সাত-সাতটা শিল্প তৈরি করেছেন ঘুমিয়ে-না ঘুমিয়ে, খেয়ে-না খেয়ে। ম্যাডাম তো আর পারবেন না। পুঁজিবাদ কেড়ে নিয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তা। তাঁকে কেবলই চাকুরিজীবী বানিয়েছে, পুঁজির দাসী বানিয়েছে, উনি শিল্পী হওয়াকে আজ ছোট মনে করেন। সৃষ্টিশীলতাকেই, শিল্পকেই আজ পরাধীনতা মনে করেন। আর ৯টা-৫টা গোলামির মাঝে হাতড়ে বেড়ান স্বাধীনতা আর সম্মান। ওয়াহ বিবেক, ওয়াহ।

চিনি শিল্প, লৌহ শিল্প, জাহাজ শিল্প, রেশম শিল্প, তামাক শিল্প। একটা কাঁচা মালকে আরও দামি আরও ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত করাটাই তো শিল্প, তাই না? একটা ‘র’ (Raw) মানবসন্তানকে মেহনত করে একজন সচেতন-সুস্থ-বিবেকবান-সুনাগরিক-মনুষ্যত্বওয়ালা দামি মানুষ বানানোর শিল্প এটা। মানবকে মানুষ বানানোর শিল্প। মানবশিল্প। মানুষ গড়ার শিল্প। আজ থেকে গৃহিণী-হাউজওয়াইফ-হোমমেকার সব বকওয়াস বাদ। বোনেরা গলা চড়িয়ে নিজের পরিচয় দেবেন, আমি মানবশিল্পী। আর ভাইয়েরা নিজেদের স্ত্রীদের পরিচয় দেবেন বুক চাপড়ে, আমার বউ মানবশিল্পী। তোমার বউ পশ্চিমা পুঁজিবাদের দাসী? আর আমার বউ শিল্পী।

তা হলে কি আমি নারীর চাকুরি-ব্যবসার বিরুদ্ধে? প্লিজ, ‘মা খাদীজাহ তো ব্যবসায়ী ছিলেন’, এই দলিল দেবেন না। মুসলিম হবার আগে কী করেছেন, এসব দলিল না। ইসলাম আসার পর নারীর জীবিকা অর্জনের হাদীস, ঘটনা ও পরবর্তী ইতিহাসগুলো সামনে নিলে ইন জেনারেল যে পিকচার উঠে আসে, তা হলো, নারীকে পেশা নেবার অনুমোদন ইসলাম দেয়। তবে সে পেশা অফিসে পুরুষ কলিগদের সাথে ৯টা-৫টা দাসত্ব নয়। সেটা ঘরোয়া পরিবেশে, স্বাধীনভাবে, ইচ্ছেমতো, যেদিন ভালো লাগে পেশা করলাম, যেদিন ভালো লাগছে না, করলাম না এবং সৃষ্টিশীল কাজ—ডাটা এন্ট্রি বা কেরানিগিরি না। ওই হাদীসটা তো খুব পরিচিত, এক সাহাবী এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার খুব অভাব। নবীজী বলেন, বিয়ে করো। আবার এসে বলেন, আমার খুব অভাব; নবীজী আবার বললেন, বিয়ে করো। এভাবে চারটা বিয়ের পর ৪ নম্বর বউ ছিলেন সূচিশিল্পে পারদর্শী। তার থেকে বাকি ৩ বিবি শিখে নিলেন। এবার ঘরই হয়ে গেলো ফ্যাক্টরি। মহিলা সাহাবী-তাবেঈনদের মাঝে শিক্ষকতা পেশা বেশ প্রচলিত ছিলো। হাদীস-ফিকাহ ছাড়াও ভাষা ও সাহিত্য,



গণিত ও হিসাববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস নিতেন তাঁরা নিজেদের ঘরেই। আর নার্সিং ও প্রসূতি সার্ভিস তো ছিলোই। পর্দার হুকুম আসার আগে তো আর্মি মেডিকেল কোর(Corps) মহিলা সাহাবীগণই সামলাতেন। উমাইয়া আর আব্বাসী খিলাফতে মেয়েরা আরেকটা পেশা খুব নিতেন—ক্যালিগ্রাফি, হস্তলিখনশিল্প। নারীর পেশা গ্রহণের জন্য ইসলাম কয়েকটা শর্ত দিয়েছে বলে ‘আমার মনে হয়েছে’। পর্দা যেন লঙ্ঘন না হয়, আর স্বামী-সন্তানের হক যেন নষ্ট না হয়, মানে মানবশিল্পের যেন ক্ষতি না হয়। পর্দার বিষয়টা একদম কঠিন না, আজকের দিনে গার্লস-অনলি স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি করা কোনো ব্যাপারই না। হাসপাতালের একটা ফ্লোর উইমেন-অনলি করা কোনো ব্যাপারই না (খিদমাহ হাসপাতাল মিনিমাম মিক্সিং-এর একটা উদাহরণ)। গার্মেন্টসের একটা-দুটো ফ্লোর গার্লস-অনলি করা কোনো বড় ইস্যুই না। তা হলেই পর্দা সহজ হয়ে যায়, কর্মক্ষেত্র আর বাসার মাঝের রাস্তাটুকু শুধু বোরকা পরে বাওয়া লাগে। আর এখন অনলাইনের যুগে নারীর পেশা কত সহজ হয়ে গেছে—অনলাইন ব্যবসা করা যায়, ফুড আইটেম বা পোশাকের, ফ্রিল্যান্সিং। আসলে সদিচ্ছা আর আল্লাহর ভয়টাই আসল। পুঁজিবাদী কর্পোরেট কেরানিগিরি নারীর জন্য না, ৯টা-৫টা বাধ্যশ্রম নারীর নাজুক শরীরের জন্য না, যে শরীরকে বিশেষভাবে বানানো হয়েছে মানবশিল্পের জন্য, কর্পোরেট কালচারের ক্যারিয়ার উদ্বিগ্নতা-টেনশন নারীর মন-আবেগের সাথে যায় না—যে মনকে, আবেগকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে মানবশিল্পের জন্য। সারভাইভালের জন্য প্রজন্মকে ফিটেস্ট করে গড়ে তোলার শিল্পী কারা? নারীরা।

‘আমার মতে’, আজকে নারীবাদী এজেন্ডাগুলোতে মুসলিম মেয়েরা পা দেবার মূল কারণ আমরা পুরুষরাই। আমার মনে হয়, আমার তো কত কিছুই মনে হয়। পারিবারিক ইনসিকিউরিটি, সমাজের পুঁজিবাদী মূল্যবোধ আর নারীর প্রতি মুসলিম পুরুষের অনৈসলামিক আচরণই তাদেরকে পুঁজিবাদের সহজ শিকারে পরিণত করেছে। মেয়েদের বোঝানো হয়, তুমি তো পরিবারে স্বামীর কাছে নিরাপদ না, স্বামী বের করে দিলে তুমি কী করবে? নারীর ক্ষমতায়ন হলে, তুমি চাকরি করলে তোমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, অবদান বাড়বে, তখন স্বামী তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, তোমাকে বের করে দিলেও তুমি তো স্বাবলম্বী, বা স্বামী খারাপ আচরণ করলে ডিভোর্স দেওয়া



## কুররাতু আইয়ুন

তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। সমাজ ভাবে, যে টাকা আনে না, সে অকম্বা। আমার স্ত্রী অমুক চাকরি করে, বলার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে। বা আমি টাকা কামাই করি, বস্তাবাদী দুনিয়ায় আমার বস্তু কেনার সামর্থ্য আছে, আমার ক্যারিয়ার আছে, এর মধ্যে আত্মতৃপ্তি খুঁজে ফেরে আমাদের মেয়েরা। আমরা পুরুষেরা যদি তাদের পারিবারিক অবস্থানটা তাদের দিতাম, যেটা ইসলাম তাদেরকে দেয়, আজ হয়তো বাঁধন ছেঁড়ার জন্য তারা এতটা ব্যাকুল নাও হতে পারতো। হাজার হাজার নির্লব্ধ বেদীন মুসলিম পুরুষের যৌতুকের দাবি, টাকা চেয়ে প্রহার, লবণ কম হওয়ায় প্রহার, নারীর শ্রমের অবমূল্যায়ন, রোজকার কষ্ট স্বীকারের স্বীকৃতি না দেওয়া, প্রাপ্য আচরণটুকু না করার খেসারত আজ দিতে হচ্ছে। নিজ স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আজ আপনি যে ‘আপনি’, তার পিছনে একজন শিল্পীর বছরের পর বছরের শ্রম আছে, বিনিদ্র রাত আছে, মেশানো মমতা আছে, নিপুণ কারিগরি আছে। সেই শিল্পীকে ‘মা’ বলা হয়। আপনার ‘ব্যক্তি’ স্ত্রীর প্রতি না হোক, কমপক্ষে এই হাজার বছরের শিল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। এই শিল্পের খাতিরে আপনার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধানত হোন। আপনার স্ত্রী একজন রক্ত-মাংসের মানুষ নন শুধু, একজন শিল্পী, হাজার বছরের পুরনো সেই শিল্পের অসংখ্য কারিগরের একজন গর্বিতা কারিগর, আপনার বিবি একজন ‘মা’! এবার তাকান তো দেখি আপনার স্ত্রীর দিকে!

আর বোনেরা, ক্যারিয়ারের দাসত্ব কখনোই এই ঐতিহ্যবাহী নিপুণতম শিল্পের চেয়ে আরাধ্য হতে পারে না। পুঁজিবাদ আপনাদেরকে পুরুষের প্রতিযোগী বানিয়ে জব-মার্কেটে জোগান বাড়াতে চায়। জোগান বাড়লে চাহিদা কমে, ফলে দাম কমে। পুঁজিবাদের লাভ হয়। আপনারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন না, পুঁজিপতিদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। যাতে কম পারিশ্রমিক দেওয়া লাগে, মুনাফা বেশি থাকে ‘জেন্ডার সমতা’র নামে সেই চালই চলেছে ক্যাপিটালিজম। এটা আপনি যত সহজে বুঝে নেবেন, তত আপনার জীবন মসৃণ হবে, আনন্দদায়ক হবে। নয়তো ক্যারিয়ারিজমের যাঁতাকলে আপনিই পিষবেন। নিজ শিল্পীসত্তাকে বেখেয়াল ব্যার হাতে তুলে দিয়ে, আপনি আনফিট একটা প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন, আর কিছুই না। আয় করা আর ক্যারিয়ারিজমের বিষ এক না, ইসলাম আপনাকে আয় করতে নিষেধ করে না। কিন্তু ইসলাম নিজ শিল্পীসত্তাকে ব্যবহার করে মনের আনন্দে আপনাকে আয় করতে বলে, ঘরোয়া নিরাপত্তার সাথে। ইসলাম আপনার থেকে ৯টা-



৫টা বাখাশ্রম নিতে চায় না। কেবল এই মানবশিল্পের খাতিরেই আপনাকে ইসলাম অব্যাহতি দিয়েছে রোজগারের বাধ্যবাধকতা থেকে, যুদ্ধের দায়িত্ব, শাসনের গুরুভার থেকে। মাকাসাদে শারিয়াহ বা ইসলামী সিস্টেমের ৫টা মৌলিক উদ্দেশ্যের একটা 'আন-নহল' বা 'প্রজন্ম', অর্থাৎ মানবশিল্প। ইসলাম মানব চায় না, মানুষ চায়। আর সেই মানুষ গড়ার শিল্পের শিল্পীরা কীভাবে জবাবিহি করবে আসন্ন নষ্ট প্রজন্মের কাছে, সেটাই দেখার বিষয়।

পৃথিবীর তাবৎ মানবশিল্পীদের আমার সালাম। তাকবীর।





## সন্তানের তারবিয়াহ (দীক্ষা)

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লাগিয়েছিলেন। কত দেশের কত নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয়। একেকটা মানুষ মনে হয় একেকটা কিতাব, কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত। একজন মানুষের ভেতরেই কত কিছু জানার, কত কিছু শেখার। আপনি বই পড়ে একটা হাদীস শিখতে পারেন, কিছু মাসআলা শিখে নিতে পারেন, কিন্তু কিছু জিনিস আপনাকে কেউ শেখাতে পারে না, দুনিয়ার কেউ বলতে পারবে না আমি এসব শেখাতে পারি। তাকওয়া কীভাবে করে, তাওয়াক্কুল কীভাবে করতে হয়, শোকর-সবর, বিনয়, নামাযের ধ্যান, আমলে লেগে থাকা—এগুলো কোনো কিতাব শেখাতে পারে না। এসব আল্লাহ তাআলা খোদ শেখান। হার্ডওয়্যার দোকানে পাবেন, কিন্তু সফটওয়্যার উপর থেকে ডাউনলোড করতে হয়। এজন্য আত্মশুদ্ধির একটা মাধ্যম হলো—‘কুন্সু মাআস সাদিকীন’—নেককার লোকদের সোহবত। তাবলীগের মাধ্যমে পরিচিত এই শত শত মানুষের কেউ আমার তাকওয়ার শিক্ষক, কাউকে দেখে শিখেছি তাওয়াক্কুল কাকে বলে, কেউ আমাকে শিখিয়েছে ‘রিযা-শোকর-সবর’



কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী। কারও বিনয় দেখে নিজেরও ইচ্ছে হয়েছে, এমন বিনীত আর সরল যদি হতাম! কারও নামায আমাকে নতুন করে ভাবিয়েছে—ধ্যান কী জিনিস! এক সাথে মাঝরাতে প্রতিদিন একই সময় উঠে কাঁদতো; একই সময় টানা ৪০ দিন—কীভাবে পারো, ম্যান! আল্লাহর শুকরিয়া যে, আল্লাহ আমাকে এসব লোক দেখিয়েছেন।

দাওয়াতের হিকমাহও একটা শেখার জিনিস। কিশোরগঞ্জ সফরে আমির সাহেব সাজ্জাদ ভাই, বন্ধু মানুষ। যে কোনো মুরুব্বি বয়েসী কারও কাছে গাশতে (দাওয়াতে) গেলে সালাম মুসাফাহা দাওয়াতী কথাবার্তার পর বা আগেই বা মাঝে কোনো মওকায় মুরুব্বির হাতটা নিয়ে নিজের মাথায় রেখে বলতো, চাচা, আমার জন্য দুআ করবেন। মুরুব্বি ঠিকঠিক সাজ্জাদ ভাইকে আবার দেখতে পরের কোনো ওয়াস্তে মসজিদে চলে আসতো, অন্তর গলে যেতো। এই সামান্য ‘হাত মাথায় নেওয়া’ও শেখার চিজ! শাইখ ইলিয়াস রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমার এই মেহনত ‘খুবিয়ৌ কা লেনদেন হ্যায়’—গুণের আদানপ্রদান। প্রতিটি মানুষের মাঝে গুণ তালিশ করলে ওই গুণ আমারও পেতে ইচ্ছে হবে। আর দোষ খোঁজার পিছনে পড়লে ওই দোষ আমার ভেতরেও এসে যাবে। এজন্য জ্ঞানের অন্যতম এক মাধ্যম হলো—সফর। সালাফগণ জ্ঞানের জন্য সফর করাকে সাধারণ আমল হিসেবে নিয়েছিলেন। ভূমিকা শেষ, এবার আসল কথা পাড়ি।

সন্তানের শিক্ষার তো অনেক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দীক্ষাটা হবে কীভাবে? শিক্ষা দেবার জন্য অনেকে আছে। কিন্তু দীক্ষার জন্য আসলেই আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, খেয়াল করে দেখুন। আমার এক আত্মীয় তার ৪ বছরের বাচ্চা নিয়ে খুব চিন্তিত, কোন স্কুলে দেবে, কোন কিন্ডারগার্টেন ভালো ইত্যাদি। তো তাকে বললাম, ভাই, আপনার বাচ্চা এই যে কিন্ডারগার্টেনে ঢুকবে, হোমওয়ার্কে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর এই ব্যস্ততা থেকে সে অবসর হবে, যখন তার বয়েস হবে ৫৯, রিটায়ারমেন্টের সময়। এর মাঝে আর অবসর নেই। সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো, যা তার বাবা তাকে দেয়। এখন স্কুলে না দিয়ে আপনি নিজে তাকে সময় দিন, নিজে শেখান। স্কুল তাকে ওই জিনিস শেখাবে না, যা আপনি তাকে শেখাবেন। আর যা তাকে আপনি এখন শেখাবেন সেটাই সে সারাজীবন লালন করবে, সেটাই তার ব্যক্তিত্ব গঠন করবে, সেটাই হবে ‘সে’। তাই



## কুররাতু আইয়ুন

এই সময় তাকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে না দিয়ে আপনি তাকে শেখান। একই উপদেশ দিয়েছি আরেক আত্মীয়কে, সে গল্প করতে এসেছিলো যে, তার ক্লাস টুর ছেলেকে পড়ানোর জন্য ম্যালা ট্যাকা দিয়ে বুয়েটের স্টুডেন্টকে রাখা হয়েছে। চাপে তাকেও কিছু ফ্রি কনসাল্টেশান দিয়েছি—মিঞা, নিজে সময় দেন, নিজে শেখান। প্লিজ, বইলেন না, সময় পাই না। আপনি সময় না পাওয়ার অর্থ হলো, আপনার প্রায়োরিটি লিস্টে এটা নেই। ‘সন্তানকে সময় দেওয়া’-কে প্রায়োরিটি দেবেন না, আবার বুড়াকালে অভিযোগ করবেন—আমার ছেলে আমাকে সময় দেয় না, বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে। এগুলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া এক ‘সা’ পরিমাণ বস্ত্র দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম।<sup>৩৯</sup>

আইউব রহ. আপন পিতা থেকে, তিনি আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো পিতা আপন সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা ও আদব দান করার চেয়ে উত্তম কোনো উপহার দেয়নি।<sup>৪০</sup>

১৫ দিনের জামাতে টাঙ্গাইলে ছিলাম। মহিলারা কোনো পর্দাঘেরা বাসায় আর পুরুষগুলো মসজিদে। যার ঘরে থাকা হয়, সে সহ ওই ঘরের সব বালগ পুরুষ থাকবে মসজিদে। পুরুষরা মহল্লায় দাওয়াত দিয়ে সব পুরুষকে বলবে, যেন ওই বাসায় তাদের মহিলাদের পাঠায়। মহল্লার সব মহিলাদের আনাগোনায়ে ভরে ওঠে ওই বাসাটা, আর জামাতের মহিলারা দাওয়াত, মেহমানদারির আমল করেন উনাদের উপর। উনারা নিজ চোখে দেখে নেন দীনী জীবন, দীনী আচরণ, দীন মানার চেষ্টা কেমন করে করছে মানুষ। দেখে নিজেদের মধ্যে দীনপালনের আগ্রহ আসে। প্রতি বাসায় ২ দিন করে থাকা হয়। তো এই পনেরো দিনে আটটা পরিবারের সাথে সময় দেওয়া হলো। একেক পরিবার থেকে কত কিছু শেখার। কোনো পরিবারে বাচ্চাকে কীভাবে মানুষ করছে, এগুলোও আল্লাহ দেখিয়েছেন।

পল্লবীতে এক বাসায় পাঁচ বছরের মারইয়াম কোনো পুরুষের সামনে আসবে না। শুধু

[৩৯] সুনান তিরমিযী : ১৯৫১; সনদ যঈফ।

[৪০] সুনান তিরমিযী : ১৯৫২; সনদ যঈফ।



মা যার যার সামনে যায়, সেও তার তার সামনে যায়। আমার ছোট বোন তাকে টেনে-হিঁচড়ে আমার সামনে আনার চেষ্টা করছে আর সে বলছে, ‘ছেলেদের সামনে যেতে হয় না, যেতে হয় না’। বাচ্চাদের শেখাই হোক আর এডাল্ট লার্নিংই হোক, দেখে আমরা যা শিখি বা মনে রাখি, শুনে বা পড়ে তা শেখা দুষ্কর। হাদীসেও তো নফল নামায ঘরে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, বাচ্চারা দেখে শিখবে। আমার খাদীজা এক বছর বয়েসে দেখতাম সিজদা করে, বুকে হাত বেঁধে মুখ বিড়বিড় করে। মাকে দেখে দেখে শিখেছে। তারপর কোনো দুষ্টিমি করার পর, যেমন ঘরে পানি ফেলেছে বা ইত্যাদি, মাথায় হাত দিয়ে ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ করে মাকে ডাকতে যেতো। এখন অবশ্য এসব আর করে না। শিশুরা ভয়ঙ্কর রকম অনুকরণপ্রিয়। আপনি যা করবেন, ও তা-ই শিখবে। তাই সর্বপ্রথম বাবাকে, আরও বেশি মাকে সুন্নাতের পাবন্দ হতে হবে। ডান হাতে খাওয়া, বাম পায়ের জুতো আগে খোলা, ডান কাতে ঘুমানো এসব ও আপনাকে দেখেই শিখবে। আপনাকে দেখে দেখেই সুন্নাতের গুরুত্ব আর ভালোবাসা, সেই সাথে অভ্যাস এসে যাবে ওর ছোট্ট মনে।

তাবলীগের মুরুব্বি ইঞ্জিনিয়ার হাজী আবদুল মুকিত রাহিমাহুল্লাহর একটা ঘটনা শুনেছিলাম। উনার সদ্যপ্রসূত নাতনীকে একটা পাতলা সাদা কাপড়ে ঢাকা দেখে একজন জিগ্যেস করলো, হজুর, এত ছোট বাচ্চা ঢেকে রেখেছেন गरমে। উনি বললেন, একটা ছোট বাচ্চার তো তা-ই আছে, যা একজন বড় মানুষের থাকে। তারও সতর আছে। ছোট থেকেই বাচ্চাদের হাফপ্যান্ট ইত্যাদি পরানো অনুচিত। বরং ছোট থেকেই সুন্নাতী পোশাকে অভ্যস্ত করানো চাই। এক সাথির তিন বছরের ছেলে বাচ্চা হটোপুটি করতে গিয়ে আমার সামনেই উরুতে মারাত্মক ব্যাথা পেলো। আমি এত দেখতে চাইলাম, উরুতে কেটে ছড়ে গেছে কি না, পায়জামা উঠাতেই দিলো না। বাপ বললো, হাঁটুর উপরে কাপড় উঠাতে লজ্জা পায়।

সুন্নাতকে যেন আপন, আর অন্যান্য তরিকাকে যেন পর মনে করা শেখে। ইউরোপীয় কাটিংয়ের পোশাককে যেন ‘অস্বস্তিকর’ মনে করতে শেখে। আমার ভায়রার ৪ বছরের মেয়েটা, আমি খালু হই, আমার কোলেও আসে না। শুধু বাপ-মা-খালা-চাচা ছাড়া কারও কোলে যাবে না। একবার এক দারোয়ান তাড়াতাড়ির মধ্যে কোলে করে বাসায় উঠিয়ে দিয়েছিলো বলে কী রাগ! আমার সামনে আসবে, কিন্তু উঁহু, কোলে নেওয়া



## কুররাতু আইয়ুন

যাবে না।

বাসায় প্রতিদিন কিছু সময় সম্মিলিত তালীম করবেন। উমার রা. তাঁর বোনের তালীমের হালাকায় গিয়েই হিদায়াত পেয়েছিলেন। বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, বোনাই সাঈদ রা. আর উস্তাদ খাব্বাব ইবনে আরাত রা. কুরআনের তালীম করছিলেন। রোজানা বাসায় আধ ঘণ্টা বা সুবিধামতো তালীম করা দরকার। সব হাদীসের কিতাব তালীমের জন্য উপযুক্ত না। আদাবুল মুফরাদ, রিয়াদুস সালিহীন, মুস্তাখাব হাদীস বা আলেমগণের পরামর্শমতো অন্য কোনো কিতাব থেকে চ্যাপ্টার ধরে ধরে দুটো-একটা করে হাদীস পড়লে আনন্দের সাথে মনোযোগ ধরে রাখা যাবে। বিরক্তি না আসে যাতে, যেহেতু প্রতিদিন করা হবে। এজন্য লাভ-ফযীলত বেশি থাকলে মজা পাওয়া যাবে। এসব হালাকায় বাচ্চাদের নিয়ে বসতে হবে, এমনকি দুধের শিশুও। কেননা এসব দীনী হালাকায় সাকিনাহ নামক বিশেষ রহমত নাযিল হয়, যা থেকে বাচ্চাও যাতে বঞ্চিত না হয়। শাইখ উমায়ের কোব্বাদি হাফিজাহুল্লাহ বলেছিলেন, বাসায় দৈনন্দিন যিকির-আযকারের সময় একটু শব্দ করে জিকির করবেন মাঝে মধ্যে, বাচ্চারা মজা পাবে, জিকিরের আশ্রয় পাবে, তারও অভ্যাস গড়ে উঠবে।

বাচ্চাকে কাছে নিয়ে খেলাচ্ছলে তার আকীদা গড়ে তুলতে হবে। তুমি কে? আমি কে? আল্লাহ কে? রাসূল কে? খাওয়ায় কে? পালন করে কে? এক জামাতের আমীর সাহেব ছিলেন, তাকে দেখতাম বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে মসজিদে আসা শিশুদেরকে দাওয়াত দিতেন। তোমার এই জামাটা কে দিয়েছে? বাচ্চা মানুষ; বললো, আব্বা কিনে দিয়েছে। তখন তিনি তাকে বাচ্চা বাচ্চা ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, না, তোমার আব্বা তো কিনে এনেছে, কিন্তু দোকান পর্যন্ত এনে দিয়েছেন আল্লাহ। আন্মা খাওয়াননি তোমাকে, আন্মা তো তা-ই রেঁধেছেন, যা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আমরা দাওয়াত দেবার জন্য বড় মানুষ খুঁজতাম, আর উনি দেখতাম বাচ্চাদের নিয়ে ঈমানী হালাকা বানাচ্ছেন।

একজন বুজুর্গের <sup>৪১</sup> শৈশব খুব আলোচনায় আসতো বারবার। আমি কোনো এক বইয়ে সেই বুজুর্গের নামও পড়েছি, এখন মনে করতে পারছি না। ছোটবেলায় ঘরে এসে যখন খাবার চাইতেন, মা বলতেন, খাওয়ান তো আল্লাহ; তুমি দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে চাও। ছেলে নামাযে দাঁড়াতো, আর মা খানা গুছিয়ে দিতেন।

[৪১] কেউ বলেন কুতুবউদ্দিন বকতিয়ার কাকী রহঃ, আবার কেউ বলেন ফরীদ উদ্দীন গাঞ্জেশকর রহঃ। (আমাদের সূফি সাধক, আনম বজলুর রশীদ, পৃষ্ঠা ৪৪, ৪৫)



ছেলে এসে দেখতো খানা রেডি। এভাবে প্রতিদিন ছেলে মন্তব থেকে এসে দু' রাকাত পড়তো, খানা পেতো। একদিন মা কাজের ডামাডোলে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারলেন না। মা পেরেশান হয়ে গেলেন, আজ আমার সন্তানের ইয়াকীন নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, ইয়া আল্লাহ, আমি ছোটবেলা থেকে আপনার প্রতি আমার ছেলের ইয়াকীন তৈরি করেছি। আজ আপনিই তার ঈমানের হেফাজত করুন। বাড়ি এসে জিগ্যেস করলেন, বেটা খানা খেয়েছে? ছেলে জবাব দিলো, আন্না, আজকের খানা তো এত সুস্বাদু ছিলো যে, এত স্বাদের খানা আমি কোনো দিন খাইনি। শাইখ আবদুল কাদির জিলানী রাহিমাহুল্লাহর ঘটনাটাও খুব আলোচনা হতো। বাগদাদে পড়তে যাবার সময় কাফেলা লুট হলো। শিশু জামার ভেতরে সেলাই করা গোপন পকেট থেকে দিনার বের করে দিয়ে দিলো। ডাকাত বললো, তুমি কেন দিলে, আমরা তো খুঁজে পেতাম না। তিনি বললেন, আমার মা আমাকে মিথ্যে বলতে নিষেধ করেছেন। তোমরা না জানলেও আল্লাহ তো জানবেন যে, আমি মিথ্যে বলেছি। ছোট বাচ্চার এই তকওয়া দেখে ডাকাতদল তাওবা করলো। আকীদা শেখানোর জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওই হাদীসটাকে সামনে রাখতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নাবালক চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে আকীদা শেখাচ্ছেন : <sup>৪২</sup>

- হে বালক, আল্লাহকে হেফাজত করো, তা হলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।
- আল্লাহকে হেফাজত করো, তা হলে তাঁকে তোমার সাথেই পাবে।
- স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে চেনো, তা হলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন।
- যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে।
- যখন সাহায্য লাগবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে।
- যা যা ঘটবে, তা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।
- সমগ্র সৃষ্টিজগত যদি একত্র হয়ে তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়,

[৪২] বুখারী মুহাম্মাদ, নং ২৮০০; সহীহ। এই একটা হাদিস নিয়ে একটা কিতাব আছে ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর—নূরুদ্দীন ইব্রাহীম। দইটি নবীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ নামে সীরাত পাবলিকেশান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

## কুররাতু আইয়ুন

যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তা হলে তারা তা করতে সমর্থ হবে না।

- আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেননি, তা হলে তারা সে ক্ষতি করতে পারবে না। জেনে রেখো, অপছন্দনীয় জিনিস ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মাঝে আছে মহাকল্যাণ।
- বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে; কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি; আর কঠিন অবস্থার সাথে রয়েছে সহজতা।

কিংবা সূরা লোকমানে বর্ণিত লোকমান হাকিমের উপদেশ সামনে নিয়েও সন্তানকে কোলের মধ্যে করে শেখাতে পারেন :

- হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরিক কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।
- হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর-গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।
- হে বৎস, নামায কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবার করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।
- অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাস্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।
- পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

এক সাথিভাইর বাচ্চা কোনো ভুল করলে বলতেন, যাও দু' রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাও। ছোট থেকেই আল্লাহভীতি গড়ে উঠবে এভাবে। মিথ্যা বলা, মারামারি, কোনো কিছু ভেঙে ফেলা—সব কিছুর একই শাস্তি, আল্লাহর কাছে মাফ চাও।



হায়, কত বাচ্চা বলিউডের খানদের চেনে, চার খলিফাকে চেনে না। এক সাথিভাই তার ছোট চাচাতো ভাইকে বলছে, কালিমা পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পাঁচ বছরের বাচ্চা বলছে, কেন পড়বো, এটা তো ফকিরদের গান। সেই ভাই শেখানোর চেষ্টা করতেই বাপ-মা বলে ওঠে, এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। অথচ ‘ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশীপ’ বা ‘টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল’ ইত্যাদি অর্থহীন কবিতা এমনকি ‘অপরাধী’ গান পর্যন্ত আমরা বাচ্চাদের মুখস্থ করাই। বাবা, আঙ্কেলকে একটা কবিতা শোনাও তো। তার মানে সূরা শেখালে তাও পারতো। উচ্ছে গাছ লাগিয়ে আমার স্বপ্ন দেখার উন্মাত আমরা। এই বাচ্চাই বড় হয়ে বাপ-মাকে না জানিয়ে প্রেম করে বিয়ে করলে, গায়ে হাত তুললে আবার কত কান্নাকাটি! মুফতি মনসুরুল হক হাফিজাহুন্নাহ এক বয়ানে বলেছিলেন, যে সন্তান আল্লাহকে চেনে না, আল্লাহর রাসূলকে চেনে না, সে বাপ-মাকে কী চিনবে, বাপ-মায়ের হক কী বুঝবে। এজন্য যদি আলেম নাও বানাতে চান, প্রথম দুয়েক ক্লাস মাদরাসায় পড়ানো উচিত। এমন পরিবারও আমরা পেয়েছি, ৫ বছরের বাচ্চা ছোট ছোট সূরাগুলো মুখস্থ, ঘুমের দুআ-খাওয়ার দুআ এসব ছোট ছোট দুআগুলো মুখস্থ, এমনকি অনর্গল দাওয়াতের মূল কথাগুলোও বলে দিচ্ছে। এটা ব্রেন ডেভেলপমেন্টের সময়, যা শেখাবেন, যে সফটওয়্যার ইন্সটল দেবেন, তা পার্মানেন্ট হয়ে যাবে।

যতটা সম্ভব ইউটিউবের কার্টুন ইত্যাদি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা চাই। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তবে আমার ভায়রাকে দেখেছি আলাদা করে ডাউনলোড করে রাখতেন মিউজিক ছাড়া আরবি কার্টুন। ওগুলো দেখে আরবি আরও চোস্ত হয়েছে। তবে মিউজিকের খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচানো খুব জরুরি। অন্তরের নূর নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চার খানা যিকিরের সাথে পাক করা চাই। দুধের বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় সর্বদা ডানপাশ থেকে শুরু করা, বামেরটা খাওয়ানো উদ্দেশ্য হলেও ডান থেকে শুরুটা হওয়া দরকার। কোনো বুজুর্গের মায়ের ঘটনা যেন শুনেছিলাম, সবসময় দুধপান করাতেন অব্যবস্থায়। মাইন্ড ইট, এই সন্তান আপনার ‘আমল’, যেটা আপনি দুনিয়াতে রেখে যাবেন। এখন কবরে বসে নেকী পেতে চান, না কি গুনাহ কামাতে চান, সে ফয়সালা এখনই করতে হবে, টাইম কম।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘এই উন্মাতের শেষের দিকে যে লোকেরা আসবে, তাদের সংশোধন সেই পর্যন্ত হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা প্রথম যুগের

সংশোধনের পন্থাকে গ্রহণ না করবো।’<sup>৪০</sup> দীনকে শুধু মসজিদ আর মাদরাসায় সীমাবদ্ধ না রেখে ঘরে নিয়ে আসতে হবে। ঘরে নফল নামাযের দ্বারা মসজিদের পরিবেশ, যিকিরের দ্বারা আত্মশুদ্ধির পরিবেশ আর তালীমের দ্বারা মাদরাসার পরিবেশ প্রতীকীভাবে কায়ম করতে হবে। তা হলে এই ঘর থেকেও ‘কুরআনের পাখি’ না শুধু, ‘কুরআনের বাঘ’ ‘কুরআনের সিংহ’ বের হবে, ইনশাআল্লাহ। পরিবেশ বানান, যেমন পরিবেশ বানাবেন, তেমন প্রোডাক্ট বের হবে। এখন সালাহউদ্দীন আইউবী চান, না ব্রয়লার মুরগি চান, এ সিদ্ধান্ত আপনার।

আল্লাহ আমাদের ঘরগুলোকে মসজিদ, মাদরাসা, দাওয়াহর কেন্দ্র হিসেবে কবুল করুন। ঘরে ঘরে নেক সন্তান দান করুন।







## সন্তানের শিক্ষা

দীনী কমিউনিটির মা-বাবাদের একটা অন্যতম পেরেশানির বিষয় হচ্ছে সন্তানের শিক্ষা। অনেকেই বিভিন্ন সাক্ষাতে সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই অংশটা এন্সক্লুসিভলি জেনারেল শিক্ষিত, কোনো আলেমকে কখনো এটা নিয়ে পেরেশান হতে শুনিওনি, দেখিওনি। কেননা দীন বোঝার পর জেনারেল শিক্ষার উপর, এর ফরম্যাট-কারিকুলাম-সহশিক্ষা-কোচিং বাণিজ্য এসবের উপর থেকে মন উঠে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে শিক্ষা আমাকে এত দিন আল্লাহকে চিনতে দেয়নি, দীন বুঝতে দেয়নি, কুফরার কালচার-জীবনযাত্রার দিকে আকৃষ্ট করেছে, আমি স্বাভাবিকভাবেই চাইবো না আমার সন্তানও একই প্রসেসে ঢুকুক। আবার বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে যে নামটা আসে, সেটা হলো, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা। আমি শিক্ষাধারা বলতে মোটাদাগে এই দুটো ধারার কথাই বলবো। কেননা, আলিয়া, ভোকেশনাল এসবকে জেনারেল শিক্ষাধারা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই ধারাটার উদ্দেশ্য-ফরম্যাট-আউটপুট অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য করার মতো নয়, ব্যতিক্রম ছাড়া। উদ্দেশ্য-ফরম্যাট-আউটপুট দেখলে

## কুররাতু আইয়ুব

ভিন্ন একটা ধারাই নজরে আসে, কওমী ধারা। দীনপালনে আর্থহী জেনারেল শিক্ষিত অংশটার কাছে এই কওমী ধারাটা খুব একটা পরিচিত নয়। বাদের কাছে পরিচিত তাদের একটা বড় অংশের কাছে সন্তানের ভবিষ্যত-ক্যারিয়ারের চিন্তাটা একটা প্রতিবন্ধকতা ছিলো, যা স্বীকৃতির পর অনেকটাই সমাধান হয়ে গেছে। আরও বেশি সংখ্যক না-বাবা এখন সন্তানকে কওমীতে দেবার ব্যাপারে আগে যে দ্বিধায় ভুগতো, তা কেটে গেছে বলেই আমার মনে হয়। এখন আরেকটা সমস্যা হলো, হিকজখানায় ছোট বাচ্চাকে আবাসিক দিয়ে দেওয়া বা কিতাবখানার ছোট ক্লাসে বাচ্চাকে এত আগেই আবাসিক দেওয়া অনেক জেনারেল অভিভাবকের জন্যই কষ্টকর। আমি জাহেল মানুষ এসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো। বরং আজ প্রি-স্কুল সন্তানের শিক্ষাটা কেমন হতে পারে বা স্কুল-মাদ্রাসা যেখানেই দেন না কেন, বাসায় তার সাইড-শিক্ষাটা কেমন হতে পারে, তার একটা আউটলাইনে পৌঁছতে চেষ্টা করা যাক।

আমি আমার স্বশুরের ৩ নং জামাই। ‘৩ নাম্বার’ শুনতে কেমন কেমন লাগলেও, আমি কিন্তু খুব আদরের জামাই। তবে জামাইদের মধ্যে সবচেয়ে আদরের মনে হয় আমার মেজো ভায়রা। কারণ হলো, উনি খুবই বৈষয়িক, মানে প্র্যাক্টিক্যাল এবং হাইলি র‌্যাশনাল। স্বশুর বৈষয়িক নানা বিষয়ে তার মতামত নেন এবং আমার কাছে মতামত চেয়ে লাভ নেই, এটাও উনি জানেন। এক্স-বুয়েট সিএসই আর এক্স-ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। জার্মানি আর ব্রিটেনে ডাবল এমএস করা। আমি নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো খুব ভালো করে জানি। কে যেন বলেছিলো, আমি কী পারি, এটা জানাটা জ্ঞান না, বরং আমি কী পারি না, এটা জানাটাই প্রকৃত জ্ঞান। সেদিক থেকে দেখলে আমি আসলে বেশ জ্ঞানী। লেখালেখি করার আগেও খুবই বেখেয়াল ভাবালু ছিলাম, এখন আরও বেড়েছে। এ কারণে আমি পেশাগত জীবনে একজনের সাথে লেজ হিসেবে লেগে গেছি। সে যখন যা করে, আমিও তা-ই করি; আমার কলিগ ডা. শামীম রেজা, কষ্টিপাথর বইয়ে তার নাম আছে। সে যখন ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেয়, আমিও দিই। সে যখন ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ে যায়, প্রভিডেন্ট ফান্ড খোলে, আয়কর রিটার্ন দেয়, আমিও সাথে সাথে করি। কারণ আমি জানি, স্বাধীনভাবে করতে গেলে আমার খেয়াল থাকবে না। তেমনি পরিবার ও স্বশুরবাড়ির বিষয়গুলোতে আমি আমার মেজো ভায়রার সাথে নৌকা বেঁধে দিয়েছি। উনি যা করেন, আমিও তা-ই করি। সন্তানের পড়াশুনার ব্যাপারেও ঠিক করেছি, উনি যা করবেন, তা-ই করবো।



তার মেয়েটির বয়স ৫ বছর, ছেলেটা ৩। বাচ্চাদের মায়ের শিক্ষা আরবি মিডিয়াম, তারপরও উনি নিজেও আরবি শিখেছেন। বাচ্চা দুটো নিজেদের মধ্যে অনর্গল আরবি বলে এই বয়সেই। মেয়েটাকে কোথায় দেবেন এই চিন্তায় চিন্তায় ৪/৫টা স্কুল-মাদ্রাসা দেখা শেষ।

তার একটা কথা আমি খুব গোঁথে নিয়েছি। শুনবেন? সেটা হলো, বিদেশিরা যখন আমাদের স্কলারশিপ দেয়, তখন আমাদের সিজিপিএ, মানে ‘সাবজেস্ট কতটা জানি’ এই বেশ স্টেই হতে যায়। ওরা প্রধানত দুটো জিনিস দেখে—

১. ভাষার উপর কতটা দখল?
২. এনালইসিস বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কতটুকু?

বিদেশিরা শ্রেষ্ঠ এটুকুই দেখে, আপনি ভাষায় কতটা পারদর্শী আর আপনার বিশ্লেষণী ক্ষমতা কতটুকু! উনি উদাহরণ হিসেবে SAT আর GRE-র কথা বললেন, আমার অবস্থা খুব বেশি ধারণা নেই। তবে আমি এটুকু জানি আমাদের IBA-র ভর্তি পরীক্ষা ওই ফর্মেরই। আর নিজে ISSB দিয়েছিলাম, আর্মিরাও এই দুটোই দেখে। আপনি আপনার সমস্তানের এই দুটো ফিল একটু কষ্ট করে গড়ে দিতে পারলে সে যে সাবজেস্টেই পড়ুক, ভালো করবে। সে যদি, ‘তকদীরের ফেড়ে’ সবচেয়ে নিম্নমানের সাবজেস্টও পায়, সে ওই সাবজেস্টেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, উদ্ভাবনী দকতর মাধ্যমে। আমরা একটু পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আলোচনা করি, তাই না? তা হলে বুকে চর্চা করতে সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ। যেহেতু ‘দীন মানতে চাওয়া’ মা-বাবাদের উদ্দেশ্যে লিখছি। অন্যরা পড়ে দ্বিমত করা ছাড়া বেশি উপকার পাবেন না।

## ভাষাগত পারদর্শিতা

আপনারা তো জানেনই, যে কোনো ভাষায় পারদর্শিতা বলতে ৪টা জিনিসকে বোঝায়—পড়তে পারা, লিখতে পারা, শুনে বোঝা আর বলতে পারা।

বাংলা :

মাতৃভাষা। আপনি যদি নাও চান, তারপরও বাচ্চা বাংলা শিখে যাবে। সুতরাং বাংলা

## কুররাতু আইয়ুন

বন্ধ-শোনা নিয়ে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। এমনি এমনিই শিখবে। তবে লেখা ও পড়া নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে।

• সন্তানের সাথে ও সামনে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলুন। করসি-খাইসি-করতেসো ইত্যাদি ত্রৈভি উচ্চারণ বাদ দিন। করেছি, গিয়েছি, করছে। বাজে বাংলা শেখাবেন না। কুটীয়া বাড়ি হলেও, আমার ভাষায় কিছুটা পাবনার টোন আছে, ম্যালা কষ্টে বাসায় ভাষা রুসরত করি। অবশ্য বাচ্চার মা বিশুদ্ধভাষী, ওইটুকুই ভরসা।

• সব বাচ্চা একই বয়সে কথা শেখে না। কথা ফুটতে দেরি হলেই মহাভারত ‘শুদ্ধ’ হবে না, রূপকথা রূপকথাই থাকবে। বরং যত দিন আধো আধো কথা বলে, শুনে আনন্দ নিন।

• বাচ্চার সাথে বেশি বেশি কথা বলুন। যৌথ পরিবারের বাচ্চা একক পরিবারের বাচ্চার চেয়ে দ্রুত কথা শেখে। কথা বলার লোক বেশি পায় বলে।

• আমার বাবা পয়লা স্লেটে, এরপর আমাকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়েছেন। বাসায় একটা ছোট ব্ল্যাকবোর্ড ছিলো। হোয়াইট বোর্ড ভালো, ধূলামুক্ত। এতে অঙ্কের প্যাঁচগুলো সুন্দর হবে। কারণ মুছে মুছে লেখা অনুশীলনের সুযোগ থাকবে। এরপর দেবেন পেন্সিল। আমার বাবা একটা দারুণ কাজ করেছিলেন। পেন্সিলের পর বলপয়েন্ট না দিয়ে দিয়েছিলেন ফাউন্টেনপেন। আমার মনে আছে, প্রায়ই স্কুলড্রেসে কালি লাগিয়ে আনতাম। এতে যেটা হবে, ফাউন্টেনপেন বা জেলপেনে লেখাগুলো ঝকঝকে হয়। সুন্দর করে লিখতে ইচ্ছে করে। দেখতেও সুন্দর লাগে, একটা সেলফ-মোটিভেশন কাজ করে। এরপর দেবেন বলপেন।

• বানান করে পড়তে শিখলে বাচ্চার জন্য গল্পের বই কিনে দিন—বয়স অনুপাতে। এতে করে সে পড়ে মজা পাবে, আরও পড়বে। মজার গল্প হলে একই বই বারবার পড়বে। শব্দগুলো পরিচিত হবে। এতে পড়া ঝরঝরা হবে। যেমন ধরুন, আমার এই লেখাটা কিন্তু আপনি বানান করে পড়ছেন না। আপনি শব্দের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিচ্ছেন শব্দটা। কারণ শব্দটা আপনার পরিচিত। এই ‘পরিচিত’ শব্দটা আপনার পরিচিত, তাই বানান করে পড়ার দরকার হয়নি। এভাবেই পড়া ঝরঝরা হবে। স্কুলের চেয়ে মাদরাসায় সুন্দর হাতের লেখা আর দ্রুত পঠনে বেশি জোর দেওয়া হয়। মাদরাসার



ছাত্রদের গড় হাতের লেখা জেনারেল ছাত্রদের গড় হাতের লেখার চেয়ে সুন্দর। এর একটি কারণ উদ্ভাসদের এই বিষয়ে আলাদা কেম্বার, আরেকটা কারণ ব্ল্যাকবোর্ডে অভ্যাস করানো। এজন্য প্রথম দু'-এক ক্লাস মাদরাসায় পড়ানো একটা সুন্দর ডিসিশান (যদি আলেম নাও বানাতে চান)।

### আরবি :

দীনী কমিউনিটির জন্য অবশ্যই সন্তানের 'সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর পছন্দ হওয়া উচিত আরবি। শুধু আখেরাতের জন্য কাজে আসবে, তা-ই না, বরং মনে রাখবেন, আরবি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। ফলে, তার ক্যারিয়ারেও এটা কাজে আসবে না, তা নয়। আমরা কিছ প্রি-গ্রাইমারি মানে ক্লাস ওয়ানের আগের পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা করছি।

• নিজে আরবি শিখতে পারেন। সন্তানকে শেখানোর জন্য।

সন্তানের সাথে আরবিতে কথা বলুন—টুকিটাকি। আরবিতে লেকচার দিতে বনা হয়নি। আমার ভায়রার বাচ্চাগুলো ৪/৫ বছর বয়েসে পটাপট আরবি বলে। এত সুন্দর লাগে শুনতে—

- আবী উনজুর, নেমের। (বাবা দেখো, বাঘ)
- আইনা? (কোথায়)
- হনাক (ওইখানে)
- আবী, আনা হনা (বাবা, আমি এখানে)

এরকম ছোট ছোট কথাবার্তা। এখন অবশ্য আরও ভালো বলে।

• শব্দগুলো শেখান, আরবি ভোকাবুলারি বাড়িয়ে দিন। ভায়রার বাচ্চাগুলো যে শব্দের আরবি জানে না, মাদ্রাসানে একটা বাংলা শব্দ চালিয়ে দেয়। হা হা, কিন্তু মা-খালাদের সাথে আরবিতেই কথা বলে কম-বেশ। হিন্মত করে শুরু করুন, ইনশাআল্লাহ।

• 'এসো আরবি শিখি' বইটা একা একা পড়লেও বেশ বোঝা যায়, পড়ুন আর বাচ্চার সাথে কথা চালান। না বোঝা জায়গাগুলো মার্ক করে কোনো আলেম থেকে জেনে নিনেন। খুব সহজ।

## কুররাতু আইয়ুন

- আমরা যেমন আগে বাংলা কথা শিখি, পরে গ্রামার শিখি। তেমন করে আগে আরবি কথা শিখিয়ে দিন। পরে মাদ্রাসায় গ্রামার শিখে নেবে।
- ৫ বছর বয়সে বাসায় আরবি টিচার রাখতে পারেন। জাস্ট নাজেরা অর্থাৎ দেখে দেখে কুরআন পড়াবে—১ বছর।

### ইংরেজি :

ইংরেজি একটা সহজ ভাষা—তরল। খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না বলে আমার মনে হয়। যদি জেনারেল শিক্ষাকেই পছন্দ করেন, তবে কারিকুলামের সাথে সাথেই শিখে যাবে কাজ চালানোর মতো ইংরেজি। তবে প্রি-প্রাইমারি লেভেলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। শুধু প্রি-প্রাইমারি না, প্রতি বছরই স্কুলের উপর নির্ভর না করে ইংরেজি গ্রামারের একটা অংশ, যেমন কোনো বছর টেন্স, কোনো বছর ভয়েস, এভাবে।

• যদি চান, বাচ্চার সেকেন্ড ল্যান্ডুয়েজ হোক ইংরেজি, তা হলে ‘আরবি’ অনুচ্ছেদটায় ‘আরবি’ শব্দে ‘ইংরেজি’ বসিয়ে আবার পড়ুন। আর যদি চান থার্ড ল্যান্ডুয়েজ হোক, তা হলে কারিকুলামের উপর ছেড়ে দিন আর নিজে একটু একটু করে বসুন।

• আর যারা সন্তানকে মাদরাসায় দিতে চান, তারা ইংরেজির আলাদা যত্ন নেবেন, যখন মাদরাসা বন্ধ থাকবে। ব্যস, হয়ে গেলো।

এই সুযোগে নিজের ঢোল পিটিয়ে নিই। ঢোলের ব্যাকগ্রাউন্ডে—

- » প্রাইমারি স্কুলে একবার আমার স্যাররা আকবাকে ডেকে আমার সব সাবজেক্টের খাতা দেখালেন। এটা দেখানোর জন্য যে, আপনার ছেলে কিছু জায়গায় নাম্বার কম পেলেও, কোনো সাবজেক্টে কোনো জায়গায় বানানভুল নেই।
- » স্কুল-কলেজে বাংলা-ইংলিশ বানান প্রতিযোগিতায় প্রাইজ ছাড়া খুব কম ফিরতাম।
- » আব্বুর কাছে শুনেছি, আমি-ছোটভাই-আমার বোন ৩ জনই ক্লাস ওয়ানে থাকতে পেপার পড়তাম বরবার।
- » ক্লাস ৬ থেকে আর প্যারাগ্রাফ কিংবা রচনা মুখস্থ করতাম না। ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড প্যারাগ্রাফ-এসে, বাংলা রচনা—লিখতাম বানিয়ে বানিয়ে।



যে কারণে নিজের ঢোলে এতগুলান বাড়ি দিলাম—অফিস শেষে আবু নিজে আমাদের ভাই-বোনকে পড়াতেন। বাজারের ব্যাকরণ পড়াতেন না শুরুতে। একটা ডায়েরিতে নিজে লিখে লিখে বই বানাতেন আর নিজের টেকনিকে পড়াতেন। গ্রামার ধরার আগেই ভাষা ধরা শেষ, বানানের নিয়মকানুন বোঝা শেষ। এই বইগুলো চাইল্ড সাইকোলজির ‘থিওরি’ না, আবুর প্র্যাকটিক্যাল, যার প্রমাণ আমরা তিন ভাই-বোন। বাংলা ইংরেজি দুটোতেই আবু নিজস্ব কৌশলে আমাদের গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী সাজিয়ে সাজিয়ে ডায়েরি লিখেছেন। যারা ‘এসো আরবি শিখি’ পড়েছেন, কিছুটা মিল খুঁজে পেয়েছি আমি কৌশলে।

ডায়েরি দুটো বই আকারে আনার কাজ শুরু হয়েছে। তিন মাস তিন মাস ছয় মাসে আপনার সন্তানকে বই দুটো পড়িয়ে দিতে পারলে তার তাকাতে হবে না, ইনশাআল্লাহ। সাথে দীনী ভাবধারা যোগ হচ্ছে বাচ্চাদের মতো করে, থাকছে শিক্ষক-নির্দেশনা, কিছু গ্রাফিক্সের কাজ। বাক্য রচনা বা ট্রান্সলেশনগুলোতে দীনী পরিচিতি আনা হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। আমার বাচ্চাকে কী পড়াবো, টেনশানে ছিলাম। দুআ করবেন সবাই, যেন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়।

## বিশ্লেষণী ক্ষমতা

এটাই মূলত মানসিক দক্ষতার নির্দেশক। ISSB, BCS, IBA ভার্সিটির কিছু কিছু ভর্তি পরীক্ষায় (IER ইত্যাদি) এই টেস্ট ব্যাপকভাবে নেওয়া হয়। কয়েক ধরনের হয় এগুলো :

- জানা সূত্র থেকে অজানা কিছু বের করা।
- জানা কিছু জিনিস থেকে সূত্র বের করে অজানা কিছু নির্ণয় করা।
- মিল-অমিল বের করা
- ভাষার মারপ্যাঁচ বোঝা।
- দেওয়া তথ্য থেকে সমাধান বের করা।

যদি পরিচিত শব্দে বোঝাতে চাই, ‘কিয়াস’ করার দক্ষতা। পশ্চিমা বিশ্বে পরীক্ষার সিস্টেমগুলো এরকমই বলে শুনেছি। ওদের অনুকরণেই আমাদের দেশে ‘সৃজনশীল’

## কুররাতু আইয়ুন

নামে উত্তম এক জিনিস চালু হয়েছিলো। নাম সৃজনশীল হলেও, প্রশ্নগুলো আর সৃজনশীল থাকেনি। দক্ষ প্রশ্নকারীর অভাবে সেই মুখস্থ প্রশ্নই চলে এসেছে ঘুরেফিরে। এই ক্ষমতাটাই মানুষের এক্সক্লুসিভ ক্ষমতা, এজন্যই আমরা মানুষ। বানর-শিম্পাঞ্জীতে সামান্য কিছুটা পাওয়া যায়। আল্লাহ এই ক্ষমতাটা দিয়েই আমাদের টেস্ট নিচ্ছেন। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে চেনার পরীক্ষা। কিছু জানা জিনিস বিশ্লেষণ করে অজানা অদেখা বিষয় উপলব্ধি করে একটা সিদ্ধান্তে আসার পরীক্ষা।

• বাচ্চারা এগুলো কিছুটা নিজে নিজেই শেখে আর এগ্লাই করে। আপনি কিছু বস্ত্র সরবরাহ করবেন।

» যেমন, বিল্ডিং সেট। এগুলোর সাথে যে ছবিগুলো দেওয়া থাকে, ছব্বছ ওমন বানাতে বলবেন। পারলে পুরস্কার দেবেন। তা হলে ও মনে রাখবে, আরও মনোসংযোগ করবে।

» কিংবা ‘প্লেইং ডৌ’, বিভিন্ন কালারের আটার খামিরের মতো পাওয়া যায়। বেশি ছোট বাচ্চাকে দিইন না, খেয়ে ফেলবে। এগুলো দিয়ে সাথে দেওয়া ডিজাইনের মতো বানাতে বলবেন। পুরস্কার দিতে ভুলবেন না।

• সম্পর্কগুলো বোঝে কি না—আমি তোমার বাবা, তোমার দাদা আমার বাবা। তোমার দাদী আমার মা। আবার তোমার দাদী তোমার ফুপিও মা। তা হলে তুমি আর হামযা যেমন ভাই-বোন, আমি আর তোমার ফুপিও ভাই-বোন।

• সিম্পল যোগবিয়োগ, কয়েন গোনা, কোনো খাবার ভাগ করা—এই জাতীয় হাবিজাবি আর কি। এগুলো যত চর্চা করা হবে, তত শাগিত হবে। বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়বে।

• কোনো কাজ একবার দেখিয়ে দিয়ে পরের বার তার হাতে ছেড়ে দেখবেন—করতে পারছে কি না। যেমন, একটা কেক ভাগ করা সমান ভাগে। কিছু একটা ঐকে তাকে আঁকতে বললেন।

## বিবিধ :

আমার মনে আছে, আমি যখন ওয়ান বা টুতে পড়ি, আব্বু আমাকে একটা ম্যাপের



বই কিনে দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান প্রিন্ট। আর শিখিয়েছিলেন প্রণালী-মানভূমি-পর্বত-অন্তরীপ-দ্বীপ কাকে বলে! আমি খুব মজা নিয়ে দেখতাম—কত বড় দুনিয়া, কত বড় সাগর-মহাসাগর! ক্লাস ফাইভের দিকে আমাকে যে কোনো দেশ বের করতে বললেই করে দিতাম, যে কোনো পাহাড়-হ্রদ-প্রণালী-উপসাগর দেখিয়ে দিতাম, প্রায় অর্ধেকের বেশি দেশের রাজধানী মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো ম্যাপ দেখে দেখে। নিজের খুশিতে দেখতাম। আব্বু আমাকে কেবল মজাটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আরেকটা জিনিস আব্বু করেছিলেন। বইয়ের সাথে ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তখন নওগাঁয় থাকতাম আমরা। অফিসের কাজে ঢাকা এলে ফেরার সময় আমার জন্য ২০-৩০টা করে বই নিয়ে আসতেন। রূপকথা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানবিষয়ক, ভাইনোসর, নানান দেশের লোককাহিনি, ইতিহাস, জীবনী, রহস্য, ধর্মীয়—সব। তবে কোনো দিন কিনে দেননি কমিঞ্জ আর বন্দুক-পিস্তল। সাথে করে নিয়ে জেলা বইমেনার নিয়ে যেতেন, বই কিনে দিতেন। খাওয়ার সময়ও ওইসব বই পড়তাম।

ডাক্তারি লেখার অভ্যাস করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত ক্লাস থ্রি থেকে ডায়েরি লিখতাম। রোজনামচা ধরনের না, হাবিজাবি। পেপার, ম্যাগাজিন, বইয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে টুকে রাখতাম। যেমন ধরুন, সেসময় ‘আকবর দি গ্রেট’ হতো টিভিতে; মোঘল বাদশাহদের পুরো নাম বলতো, মজা পেয়েছিলাম—

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন।

জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর।

এরপর সিরিয়াল গেলো বন্ধ হয়ে। বাকিগুলো কই পাই! বাসায় একটা বই ছিলো ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস। তখন এসব বই পড়ার আগ্রহ বা বুঝ কোনোটাই ছিলো না। খুঁজে খুঁজে বাকি নামগুলো বের করে টুকে বই রেখে দিলাম বইয়ের জায়গায়—

নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান

মহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব, খালাস!

আমাদের তিন ভাই-বোনেরই ডায়েরি লেখার অভ্যাস করেছিলেন আব্বু। এখনকার বাচ্চারা সময়ই পায় না দম ফেলার। বাচ্চাকে দম নেবার সময় দিন। ওর নিজের মতো



## কুররাতু আইয়ুব

কিছু সময়। আর কিছু না হলেও খেলার সময়টুকু ম্যানেজ করে দিন। গা ঘামিয়ে খেলা। জয়গা না থাকলে ব্যাডমিন্টন বা টেবিল টেনিস ভালো অপশন। বিশেষ করে টেবিল টেনিস তো খুবই ভালো অপশন।

আর ওর কলিজাটা বড় করে দেবেন। দুনিয়াটা বিশাল করে দেবেন। তোমাকে এটাই হতে হবে, এটাই করতে হবে। এভাবে আটকে দেবেন না। আমার মনে আছে, আব্বু আমাকে বলতেন, থ্রি বা ফোরে পড়ি তখন; একটা বাগান ছিলো, বাগানে আব্বুর সাথে কাজ করতাম। টমেটো, লালশাক, কুমড়া লাগাতেন। আব্বু বলতেন, নোবেল গ্রাইজ তো মানুষেই পায়, তুমিও পেতে পারো। বিশ্বাস করবেন না, মেডিকলে ভর্তির আগ পর্যন্ত আমার মধ্যে এটা কাজ করতো। ওটা তো মানুষেই পায়, আমিও পেতে পারি। তবে তখন আমাদের দীনের বুঝ ছিলো না। এখন আমার সন্তানদের টার্গেট হলো, তোমরা ‘সাহাবী’ হবে। তারা পানির উপর ঘোড়া চালিয়ে পার হয়েছেন, তোমরাও পারবে। আন্মাজান আয়িশা রা.-এর মতো বড় ফকীহ হবে। খালিদ রা.-এর মতো সমরবিদ হবে। সাহাবীরা যেমন নবীজীর অনুকরণ করেছেন, তারাও মানুষ, পেরেছেন, তোমরাও পারবে। মানুষই পারে। কলিজা বড় করে দেবো, তবে ফোকাস থাকবে আখেরাত।

আরও কিছু জিনিস শেখাতে ভুলবেন না। সাঁতার আর সাইকেল চালানো। শিশু শ্রেণিতে আব্বু আমাকে একক-দশক-শতক-হাজার-অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি শিখিয়েছিলেন। মেঝেতে গোল করে চারপাশ দিয়ে চক দিয়ে লিখতেন এগুলো। আর আমার একটা খেলনা মোটরসাইকেল ছিলো, একটু যেতো, আবার পিছে আসতো, আবার যেতো। ওই খেলনাটা মাঝে রাখতেন। মোটরসাইকেল যেখানে গিয়ে থামতো, বলো এটা কি? সোল্লাসে বলতাম—একোওওওক, অযুউউউত! আপনাকে গবেষক হতে হবে। বাচ্চাকে বাচ্চা হয়ে শেখাতে হবে। শেখানোর টেকনিক বের করতে হবে। আনন্দ তৈরি করে দিতে হবে। এটা স্কুল-কলেজের ব্যবসায়ীরা করবে না। আপনি বাবা, আপনি করবেন।

বাচ্চার নিজের একটা জগত বানিয়ে দেবেন। একটা ড্রয়ার বা বক্স বা কিছু একটা যেখানে সে তার ‘হাবিজাবি’ রাখবে—স্কু থেকে মার্বেল, মেহগনির বীজ থেকে নিয়ে রঙচঙা পাথরের টুকরো, চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে পাওয়া সজারুর কাঁটা থেকে

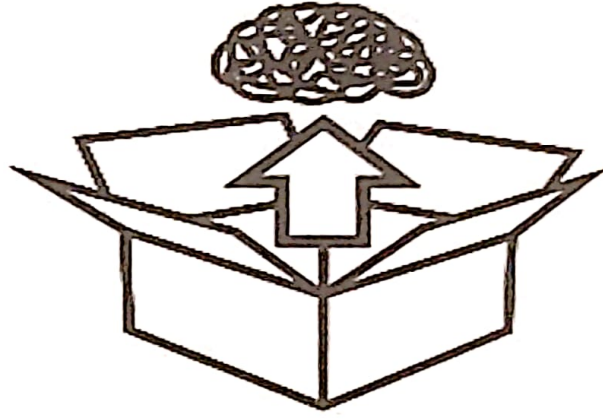


ময়ূরের গালক। তার সব 'দামি' সম্পত্তি সযতনে রেখে দেবে এখানে, নিজের জগতে। তবে তার অলঙ্কার মাঝেমাঝে একটু চেক করতে ভুলবেন না। আব্বু-আম্মু আমার স্কুলব্যাগ দেখতেন প্রায়ই, আমার অগোচরে, কারও জিনিস আনার অভ্যেস হলো কি না। পরে শুনেছি, আমি আর আমার ছোট্টা নিজের জিনিস প্রচুর খুইয়ে এলেও, কখনো কারও জিনিস নিয়ে আসিনি কখনো।

আর সন্তানকে অভিশাপ দেবেন না, ডিমরলাইজ করবেন না। তোর দ্বারা কিছু হবে না—এসব বলবেন না। দুআ করবেন, পিতা-মাতার দুআ সন্তানের জন্য কবুল। ২০০৭ সালে আব্বু-আম্মু হজ করে আসেন। আমি তখন কষে ছাত্রলীগ করি। বাবা-মাকে পেরেশান করার জন্য একটা ছেলে যা যা করতে পারে, প্রায় সবই করি। আমাকে প্রতিদিন নামাযের কথা বলতেন দুজনে। একদিন খুব করে ধমকালেন নামায না পড়ার জন্য। রেগে মেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, চলে গেলাম হোস্টেলে। কয়েক দিন আর ওমুখো হলাম না। আমি কি বুঝি না, কাদের দুআ আমাকে আজ এত সুন্দর একটা জীবন দিয়েছে? রাব্বিরহামহুমা কামা রব্বাইয়ানী সাগীরা।

এবন আমি টের পাই, 'বাবা' (জনক না কেবল) হবার মধ্যে কী সুখ। নোবেল প্রাইজ পাবার সুখ কি আরও বেশি? হলে হোক, আমার কী?





## দ্বিতীয় ভাবনা

২০১৩-এর অক্টোবর মাস, খুলনার রূপসা থানা। ৪০ দিনের জামাত পাঠানো হয়েছে কাকরাইল থেকে। মালয়েশিয়ানদের সাথে ২৫ দিন দিনাজপুরে কাটানোর পর আমাকে এই জামাতের জিন্মাদার বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। সবচেয়ে শুকরিয়ার বিষয় ছিলো জামাতে সুনামগঞ্জের এক হাফেজ আর দুইজন আলেম ছিলেন, একজন আবার মুফতি আবদুর রাকিব। আবার সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিলো, আমি মুফতি সাহেব আর মাওলানা সাহেব ৩ জনই ছিলাম সমবয়সী, ১/২ বছরের ছোট-বড়। আসলে আলেমদের এত কাছে আগে কখনো আসা হয়নি। আগের জামাতে আমীর সাহেব ছিলেন পীরজী হুজুর রহ.-এর নাতি মাওলানা শরীফ সাহেব। আর এবারকার মাওলানা খলীল ছিলেন হাফেজজী হুজুর রহ.-এর নাতি। মোবারক সোহবত। এই জামাতের মতো মেহনত আর মজা আর শেখা আর কোনো জামাতে হয়নি আমার এখনও। খলীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে সূরা ইয়াসীন মুখস্থ করি, প্রতিদিন ছবক দিয়ে দিয়ে। দুইজন মাওলানা মুফতি পেয়ে সাথিরা ভরপুর কুরআন সহীহ করেছে আর দুজনকে নিংড়ে দাসআলা জেনে নিয়েছে। তারা আলেম হয়েও আমার মতো মুরুক্ষকে যেভাবে মেনে চলেছেন, যেন আমি উনাদের কোনো উস্তাদ। প্যাঁচাল শেষ।

একদিন আমরা স্থানীয় এক মাদরাসা যিয়ারতে গেলেম। মাদরাসার লাইব্রেরি দেখে



আমার খুব শখ হলো, আমি বড় হলে নিজে একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবো। এক আড্ডায়, শেয়ার করলাম সবার সাথে স্বপ্নটা। দিনের বুঝি এলে কে না চায় একটা মাদরাসা করে কবরে বসে বসে সওয়াব কামাতে। অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু স্থিতিশীল ও চুপচাপ মাওলানা খলীল দিলেন ভিন্ন চিন্তার খোরাক। সেটাই আদর্শ শোনাবো আপনাদের। উনার সারবস্ত্যটা ছিলো এমন :

মাদরাসাগুলোর উদ্দেশ্য দিনের হেফাজত। আল্লাহ তাআলার রহমতে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশ মিলে এখন যে পরিমাণ মাদরাসা আছে, তাতে দিন ও দিনের চর্চা যে পরিমাণে হচ্ছে, তাতে সহসা দিন মিটে যাওয়া অসম্ভব, আল্লাহর ইচ্ছায়। তবে এখন সমাজে ২টা সমাজ-বিভাজন প্রকট। একটা অংশ দিন মানতে চায়, দিন মানার উপযোগী পরিবেশ চায়। আরেকটা অংশ দিন সম্পর্কে বেখেয়াল, দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী, দুনিয়া কামাইয়ের প্রয়োজনে যা দরকার, তা-ই করতে ব্রতী। ১ম অংশের সাথে ২য় অংশের যোগাযোগ, ভাবের লেনদেন আশঙ্কাজনকভাবে কম। একমাত্র তাবলীগ জামাতের কিছু কার্যক্রম ছাড়া (থাকলেও আমি জানি না) বাকি সকল কার্যক্রম ১ম অংশের ভেতরেই ঘুরপাক খায়। দিন যাদের কাছে গুরুত্ববহ কিছু না বা অতটা না, তারা জুমআর বয়ানও শোনে না, খুতবার আগে আসে। দীনী বইপত্র বছরে একটাও পড়ে না। এই অংশটাই সমাজে বেশি। এদের উপর অনলাইন অফলাইন কোনো মেহনতই কার্যকর না—একমাত্র এদের কাছে যাওয়া ছাড়া, তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে ডেকে দিনের কথা শুনানো ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই শোনানোর। তাই এখন মাদরাসার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই জিনিসের, যেগুলো এই বেখেয়াল অংশটা ব্যবহার করে। দীনী স্কুল, দীনী কলেজ, দীনী বিশ্ববিদ্যালয়ের। দীনী হাসপাতাল, দীনী গার্মেন্টস-ফ্যাশনরি।

আপনি একটা প্রাইমারি স্কুল করুন, যেখানে সরকারি কারিকুলামের পাশাপাশি দুই-তিনটা ছোট বই থাকবে কুরআন-হাদীস-আকীদার। সেখানে শেখাবেন নাজেরা পড়া, ৫ বছরে কুরআন পড়িয়ে খতম দেওয়াতে হবে জরুরি না, ৫ বছরে আমপারাটা ঝরঝরা পড়া শিখে ফেলুক, ৪০ টা হাদীস শিখে ফেলুক, আকীদার মোটা মোটা কথাগুলো জেনে নিক, দৈনন্দিন কাজগুলোর সুন্নাত দুয়াগুলো মুখস্থ হয়ে যাক। একটা থাকুক হিফজ উইং, যারা আগ্রহী তাদের জন্য। গভর্নিং বডি আর শিক্ষকদের মাঝে



## কুররাতু তাইয়্যুন

থাকুক উলানায়ো কিরাম আর দীনদার মানুয়া। দীনি প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু আলেনই তৈরি করতে হবে, তা তো শর্ত না। দীনদার মানুয় তৈরির প্রতিষ্ঠানও কি দীনি খেদমত না? আল্লাহর কাছে বদলা কম হয়ে যাবে, তাই কি? স্কুল বলে সবাই সম্মানকে দেবে। আরও যদি একবার পিএসসির রেজাল্ট ভালো দেখাতে পারেন, তা হলে বিখ্যাত হয়ে যাবে প্রতিষ্ঠান। আর আলেন উস্তাদগণ বাচ্চাদের হাতের লেখার এক্সট্রা কেয়ার নেন, ফলে রেজাল্ট ভালো করার একটা সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে।

আচ্ছা, এবার উদাহরণ দিই। বখশিবাজারে ‘বীকন’স ‘ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’ নামে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, দেখে আসতে পারেন। আমার কর্মস্থলে একটা মাদানী নেসাব মাদরাসা আছে প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ায় মাদরাসা কারিকুলামের সাথে, পরে সেখানকার প্রাইমারি স্কুলগুলোই বন্ধ হবার উপক্রম। এই নিয়ে দেনদরবার শেষে সিদ্ধান্ত হলো, ছাত্রগুলো স্কুলেই পরীক্ষা দেবে, কেবল পড়াবে ওই মাদ্রাসার উস্তাদরা। এছাড়াও আবু তাহের মিসবাহ সাহেব ছদ্মুরের ‘নূরানী প্রাইমারি স্কুল’ নামে একটা কনসেপ্ট আছে, জেনে নিতে পারেন। কওমের অর্থায়নে মাদরাসা হতে পারলে স্কুল তো আরও বেশি হতে পারে।

একটা হাইস্কুল। যেখানে উস্তাদরা সবাই কমবেশি সুন্নাতের উপর আছেন। যোহরের নামায বাধ্যতামূলক (আইডিয়ালের মতো)। ছাত্রদের স্কুলড্রেস সুন্নাতি। আইডিয়ালের ড্রেস হলো শার্টপ্যান্টের সাথে মাথায় টুপি। আমার ছোটভাই আইডিয়ালে পড়তো, ওদের আরবি শেখার একটা বই ছিলো—লাম-এ লাবানুন, খা-তে খুবজুন, গাইন-এ গুরাবুন। দরকার নেই তাও, আপনার স্কুলে সরকারি কারিকুলামের বাইরে পাতলা পাতলা ৩ টা বই—মাসয়ালা, হাদীস, কুরআন। ৫ বছরে কেবল ৩০ তম পারার তাফসীরটা, আর শ’দুয়েক তারগীবী (অনুপ্রেরণামূলক) হাদীস, আর যা যা সরকারি ধর্মবইয়ে নেই। আর উস্তাদরা সুন্নাতের পাবন্দ হলে, তাদের আখলাক ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করবে। সরকারি কারিকুলামে আকীদা/দীনবিরোধী কিছু থাকলে উস্তাদরা সেগুলোও সংশোধন করে পড়ালেন। জেএসসি, এসএসসির রেজাল্ট ভালোই হবে আশা করা যায়; কেননা, উস্তাদের কোচিং-এর ধাক্কা করছেন না, হক আদায় করে কেয়ার নিচ্ছেন। খুলনায় এমন একটা প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম, ঢাকার বড়বাগে গাউছিয়া মসজিদের ইমাম সাহেবের স্বশুর বা মামার এমন একটা স্কুল আছে, খুলনায়



এর রেজাল্ট বেশ মশহুর(প্রসিদ্ধ)। কওমের অর্থায়নে যদি মাদরাসাগুলো হতে পারে, এমন স্কুল কেন হতে পারে না।

আর মাদরাসাগুলোতেও ‘অনাবাসিক’ উইং চালু করা দরকার। দরকার ছিলো আরও আগেই। যারা আলেম হবে, তারা আবাসিক থেকে পড়বে। আর যারা আলেম হবে না, তারা অনাবাসিক ক্লাস করবে ক্লাস ফোর পর্যন্ত। ফাইভে গিয়ে স্কুলে রেজিস্ট্রেশান করে নেবে। মিনিমাম দীনী তালিমটা হয়ে গেলো। দীনের দুর্গ থেকে শুধু আলেমরই বের হবে না, বের হবে দীনদার আওয়ামও। সবার তো দীনের বুঝ সমান না, সবার দীনের বুঝ সমান হতে হবে—এটা আশা করাও ঠিক না। আর সন্তানকে আলেমই বানাতে হবে, আলেম না বানালে সে দুনিয়াদার—এই কনসেপ্ট থেকে আমার মনে হয় বের হয়ে আসার সময় হয়েছে। দীনের বেশি বুঝাওয়ালা কম বুঝাওয়ালা সবার জন্যই ভাবতে হবে; সবার কাছেই দীনকে পৌঁছাতে হবে।

ধুর মিঞা, আকাবিরীন থেকে বেশি বোঝেন? মাপ চাই, শুধু এইটুকু বুঝি, সব শ্রেণির কাছে দীন পৌঁছাতে হবে, এজন্য যা করা দরকার, করতে হবে। কী হবে, সেটা ভাবা আমার কাজ না, আমার কাজ আমার দায়িত্ব পূরা করা। আর প্লিজ বলবেন না যে, সব কিছু এত সহজ না। সহজ না কঠিন, এটাও ভাবা আমাদের দায়িত্ব না, আমাদের কাজ একটা রাস্তা খুঁজে বের করা, সহজ-কঠিন করা এগুলো আল্লাহর কাজ।

এমনি করে একটা কলেজ হতে পারে, একটা প্রাইভেট ভার্সিটিও হতে পারে, যা সমাজের ২য় অংশের চাহিদাও ভালোভাবেই মেটাবে, আবার দুনিয়ার মোড়কে গিলিয়েও দেবে দীন। দীনকে হেফাজতের মাদরাসাগুলোর মতো দীনকে প্রদর্শনের এই জেনারেল প্রতিষ্ঠানগুলোও দীনী খেদমতবলে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে ইন শা আল্লাহ।

একটা হাসপাতাল চিন্তা করুন, যেমন খিদমাহ হাসপাতালে আমি নিজে চাকরি করেছি। পরিচালনা-পর্ষদে সবাই তাবলীগের সাথি এবং উলামায়ে কিরাম। ডায়াগনোস্টিক অংশে নারী-পুরুষ আলাদা ব্যবস্থা। কেবল অর্থোপেডিক (হাড়হাড়ি) ছাড়া সব বিষয়ে নারী ডাক্তার। অপারেশান থিয়েটার আলাদা। ফ্লোর আলাদা, ওয়ার্ড আলাদা। বেসমেন্ট মসজিদে ৫ ওয়াক্ত সালাত হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী মসজিদের ১৫ মিনিট পর জামাত, কর্মচারীরা কেউ আগে কেউ পরে জামাতে সালাত পড়ছেন। পুরুষ ওয়ার্ডে ডিউটি



## কুররাতু আইয়ুন

ডাক্তার, নার্সও পুরুষ।

আরেকটা হাসপাতাল আছে ‘আল-মুতমাইনহা’। বিস্তারিত জানি না, আহলিয়াকে নিয়ে গিয়েছিলাম চোখ দেখাতে। ‘আদ-দীন’ হাসপাতালের অবস্থা পুরোটা না হলেও কাছাকাছি। এরকম আরও হাসপাতাল-ক্লিনিক হতে পারে কি না, ব্যক্তিগত বা কওমের অর্থায়নে, উলামায়ে কিরামের অংশগ্রহণে ও তত্ত্বাবধানে। শুধু মাদরাসা করাই দীনের খেদমত, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে; কারণ, অলরেডি অনেক মাদরাসা হয়ে গেছে। আরও ব্যবহারিক আরও দীন-প্রদর্শনমূলক (Demonstrative) অবকাঠামোতে যাওয়া দরকার এখন। আবার আমাকে ‘মাদরাসাবিরোধী’ ট্যাগ মেরে দেবেন না।

বিভিন্ন মসজিদের নিচে মার্কেট থাকে না! এরকম একটা মসজিদ-মার্কেট কমপ্লেক্স কিংবা শুধু মার্কেট বা শপিং মলই হোক; শর্ত হলো, দোকান যারা নেবে সবাই ১/২ মাসের একটা কোর্স করবে।<sup>৪৪</sup> ইসলামী ব্যবসার উপর। পুরুষ-নারী সেকশন আলাদা। এখন তো ফিল্ড প্রাইসের যুগ। পুরুষ-মহিলা আইটেম আলাদা করে সেলসম্যান আলাদা করে দেওয়া কোনো ব্যাপারই না। মনে রাখবেন, আমরা পুরোটা পারবো না, কিন্তু মিনিমাম মিক্সিং তো করাই যায়। আল্লাহ তো দেখবেন আমাদের অন্তর। আলবৎ লাভজনক হবে, মেয়ে ক্রেতা আপনি বাঁধ দিয়েও আটকাতে পারবেন না। ভালো জিনিস, প্রতারণা নাই, মেয়েরা ইচ্ছেমতো ঘুরে ফিরে কিনতে পারছে, দামাদামির ঝামেলা নাই, রিজনেবল প্রাইস। ইসলামী ব্যবসা কতটা সুন্দর দেখানো হবে।

একটা গার্মেন্টস। ফ্লোর আলাদা, সুপারভাইজারও নারী। হ্যাঁ, পুরুষ ভিজিটর বা বস ভিজিট করার সময় সবাই পর্দায় থাকবে। বাকি সময় ফ্রি হয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করবে। নারী-পুরুষ মিক্সিং কমিয়ে আনাটা উদ্দেশ্য। নামাযের সময় নামায, কিছুটা কিতাবের তালিম, ১০ মিনিট লেকচার, আবার কাজ। কাজ শেষে বের হবে, আগে-পরে। হিন্মত করলেই আল্লাহ আরও সহজ করে দেন। সম্ভব না, এটা মনে করা যাবে না। যতটুকু

[৪৪] উমর রা. স্বীয় খিলাফত আমলে সরকারি হুকুম জারি করেছিলেন,

لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين

দীনের ফিকহ অর্জন ব্যতীত কেউ যেন আমাদের বাজারে বেচাবিক্রি না করে। (ইতরে হেদায়া : ৪৯)

যদিও যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত নয়, সে যেন বাজারে কিছু বিক্রি না করে। কারণ, হতে পারে, অন্তত তার দরুন সে এমন কারবার করে ফেলবে, যার দরুন নিজেও হারামে লিপ্ত হবে, ক্রেতাকেও হারামে পতিত করবে। সেজন্যই যারা ব্যবসা-বানিজ্যের সাথে জড়িত, তাদের কর্তব্য হলো, এই সংক্রান্ত ফকরি মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া।—সম্পাদক



সম্ভব, আপনি ততটুকু করুন না, বাকিটুকুর জন্য তো জিজ্ঞাসিত হবেন না।

আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে। কারও কিছু পয়সা হলে, যদি দীনী কোনো খেদমত করতে ইচ্ছে হয়, মসজিদ আর মাদরাসা। কাছে মসজিদ আছে তো কী হয়েছে, আমার নামে একটা মসজিদ। মসজিদ-মাদরাসা তো সুস্পষ্ট দীনী খেদমত নিঃসন্দেহে। কিন্তু উপরেরগুলোও কি দীনী খেদমত নয়? এমন একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালে আল্লাহ কি আমাকে বদলা কম দেবেন? দীনের হেফাজত ‘প্রচারে’। অ্যাটাকিং ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। দীন টিকিয়ে রাখা অনেক হয়েছে, মাদরাসায় হোক গবেষণা, শুধু সংরক্ষণ না। আর এসব জেনারেল প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে হোক, এখানে হোক দীন প্রদর্শন। মনে রাখবেন, পরিপূর্ণ আলেম তৈরি করা ফরজে কিফায়া আর ফরজ পরিমাণ ইলম অর্জন ফরজে আইন। মাআরেফুল কুরআনে আছে, যা ফরজ, তার দাওয়াতও ফরজ। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো উম্মাতের বৃহত্তর ২য় অংশটায় ব্যাপকভাবে দীনের প্রতি আগ্রহ তৈরি করবে নিঃসন্দেহে। আলেম তৈরি হোক, আরও বেশি তৈরি হোক দীনদার মানুষ। ইনশাআল্লাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সমান বদলাই পাবেন।

মাওলানার কথা শুনে সেদিন পছন্দ হয়নি আমার। নিজে আলেম হয়ে এগুলো কী বলে! আজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি, তার কথার সত্যতা। কওমী সনদের সরকারি স্বীকৃতির অনেক পজেটিভ দিকের এটাও একটা। আলেমগণকে এখন ব্যাপকভাবে সব ক্ষেত্রে অংশ নিতে হবে এবং পাওয়া যাবে। স্কুল-কলেজ-ব্যবসা-গভর্নিং বডি। তাদেরকে পেয়ে ২য় অংশটা দীন চিনে নেবে, দীনের প্রতি আগ্রহী হবে। তবে এজন্য একটা জিনিসই লক্ষ রাখতে হবে, থাকতে হবে খুব সতর্ক। তারা যেন দীনটার আসল রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নিজেদের মাঝে, তা হলেই হবে। যেন ‘ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়’—এটা আবার হয়ে না যায়।

পাঠকদের মাঝে যারা মালওয়ালা আছেন, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দীনের খেদমত করবেন ভাবছেন কিংবা হাসপাতাল ব্যবসা করবেন ভাবছেন বা শিল্পপতি/ গার্মেন্টস মালিকদের সাথে উঠাবসা আছে, তাদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারেন। এমন সবার প্রতি আহ্বান—‘দ্বিতীয় ভাবনা’র।





## ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদ : প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি

একটা ছোট ঘটনা দিয়ে শুরু করি। প্রথম রাবী আমার মুহতারাম আব্বাজান, দ্বিতীয় রাবী আমি। আব্বু তখন ৩ চিল্লার সফরে, প্রফেসর এস আর খান স্যারের জামাতে, বারিধারার কোনো এক মসজিদে। উনাদের দায়িত্ব ঢাকার অভিজাত এলাকাগুলোতে—সচিবালয়ে, ঢাকা ভার্শিটির স্যারদের উপর দাওয়াতের কাজ করা। মহল্লার এক যুবক আব্বুসহ আরেক অফিসারকে নিয়ে যাচ্ছেন ঢাবির এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের কাছে। সুরম্য ইমারত, নাম ‘মিথুনমহল’। তো ওই যুবক আব্বুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন রাস্তায় যেতে যেতে, এই মিথুন ওই যুবকের বন্ধু, আর তারা দাওয়াতে যাচ্ছেন মিথুনের বাবার কাছে, রিটায়ার্ড প্রফেসর, নাস্তিক। বেশ ক’বছর আগে উনি কথায় কথায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, আল্লাহ বলে যদি কেউ থাকেন, তবে ৭ দিন সময় দিলাম, পারলে আমার কোনো ক্ষতি করে দেখাক। ৫ দিনের দিন সুইমিংপুলে ডাইভ দিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যায় তার একমাত্র ছেলে মিথুন। ছেলে হারানোর অনুভূতি হিসেবে উনি জাস্ট এতটুকুই বলেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবিনি। ভদ্রলোক



এখনো নাস্তিক। তো আমার আব্বু হযরত তাকে প্রাথমিক কিছু কথা বলে চলে এলেন। ঘটনাটা বলার উদ্দেশ্য হলো, নাস্তিককে আপনি যত যুক্তিই দেখান না কেন, সে কোনোভাবেই মানবে না। আল্লাহ নিজে ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন যে, আমি আছি। এর চেয়ে বড় আর কোনো যুক্তি হতে পারে? আর কী প্রমাণ হতে পারে? কোনো প্রমাণ, কোনো দলিল, কোনো যুক্তি কারও হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়। হিদায়াত একমাত্র আল্লাহর হাতে। অনলাইনে অনেক ভাই আলহামদুলিল্লাহ বেশ দরদী। আল্লাহ এই দরদকে উন্নতের ফায়দায় ব্যবহার করুন। তারা নাস্তিকদের পোস্টে কমেন্টের পর কমেন্ট করতে থাকেন, তার চেয়েও বেশি ব্রেনওয়ার্ক করতে থাকেন, বিতর্ক করতে থাকেন। আল্টিমেট রেজাল্ট কী?

নাস্তিকটা যে প্রশ্নটা তুলেছে, সেটা তো সে জানার জন্য তোলেনি। জানতেই যদি চাইতো, তবে ফেসবুকে পোস্ট দিতো না। উপযুক্ত লোকের কাছেই প্রশ্নটা করতো। সে প্রশ্নটা পোস্ট করেছে ট্রল করার জন্য, টিটকারি দিয়ে সমমনাদের সাপোর্ট আর মুমিনদেরকে কষ্ট দেবার জন্য। আপনি কমেন্টে সময় ব্যয় করছেন মানেই সে সফল, সে আপনাকে কষ্ট দিতে পেরেছে। আপনি Angry রিঅ্যাক্ট দিচ্ছেন। সে খুশি, এটাই তো সে চেয়েছিলো।

আর ব্যাপারটা কি এমন যে, এই একটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেই সে আস্তিক হয়ে বাবে, তার সব সংশয় দূর হয়ে সে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়া শুরু করে দেবে? কখনোই না। এক তো, সে জবাব পাবার জন্য পোস্ট করেনি যে, সে আপনার জবাব নেবো। আর দুই, এই জবাব দলিলসহ আপনি দিলেন, লিংক দিচ্ছেন। এগুলো সে দেখবেও না। তকালেও তার হঠকারিতা, তার পরিবেশ তাকে জবাব অনুধাবন করতে দেবে না। কারণ সে তো বুঝতেই চায় না।

আপনার দেওয়া জবাব-লিংক সে বোঝার জন্যও পড়ছে না, সে পড়ছে কাউন্টার দেবার জন্য। সে বুঝে পড়ার অবস্থায় তো নেই। ফলে আপনি যে উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন, তা কোনো কাজেই আসছে না। মাঝখান থেকে আপনার ২/৩ ঘণ্টা আনপ্রোডাক্টিভ বসে। এই দুই ঘণ্টা আপনি পড়াশোনা করতে পারতেন, দ্বীনী কোনো ইলম হাসিল করতে পারতেন, আমল করতে পারতেন, পরিবারকে সময় দিতে পারতেন, বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যেতে পারতেন। ফলে নিট রেজাল্ট শূন্য। না না, শূন্য না। নিট



## কুররাতু আইয়ুন

ব্রেক্স্ট নেগেটিভ। কীভাবে?

• তাকে বোঝাতে না পারায় আপনার মন খারাপ হবে, সারাটা দিন মন খারাপ থাকবে। আরও সময় নষ্ট হবে। তাকে আরও কী প্রমাণ দেওয়া যায় বা যেতো, সেগুলো মাথায় ঘুরপাক খাবে। আপনি কোনো কাজে মন বসাতে পারবেন না।

• নামাযে-যিকিরে ধ্যান নষ্ট হবে। নামাযের মধ্যেও ওগুলো মনে আসবে। স্বাদ পাবেন না।

• কাউন্টারের সময় সে তীর্থক, চূড়ান্ত অশ্লীল কিছু কথা বলবে। সেগুলো আপনি গড়েছেন। আপনার মন তেতো হয়ে থাকবে, গা গুলাবে, বমিও হতে পারে। আসিফ, ঋাবাবার লেখা পড়ে আমি বমিই করেছিলাম।

• কাফেরকে গালি দিলে যে সওয়াব হবে, এমন কোনো কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি। গালি সর্বাবস্থায় জবানের গুনাহ, সে আপনি যাকেই দেন। আপনি তার গালির জবাবে কিছু গালি দেবেন, তার মুমিন পিতা-মাতাকেও দেবেন। গালি-উত্তেজনার শারীরিক মানসিক সব ক্ষতি তো হলোই, ওর তো গুনাহ হিসেব হবে না, বিনা হিসেবে জাহান্নাম। মাঝখান থেকে আপনি কিছু কবির গুনাহ কামালেন।

—খুব লাভ হলো। আপনারও, ওরও।

—কী বলেন ভাই, আপনারা যদি এই কথা বলেন? ওদের হেদায়েতের জন্য চেষ্টা করতে হবে না?

ওদের হেদায়েতের চেষ্টা করার চেয়ে নিজের পৈতৃক ঈমান বাঁচানোর চেষ্টা আরও জরুরি। নিজে ফজরের নামায শীতে মসজিদে পড়তে যাবার মতো ঈমানের তাকত নেই, আমি বাঁচাচ্ছি নাস্তিকের ঈমান। এটা শয়তানের নেক সুরতের ধোঁকা যে, ওই নাস্তিকের হেদায়াত আমার হাতে। আমি জবাব দিলেই ও লাইনে এসে যাবে—আরে, আমার জবাব আর অন্যদের জবাব এক হলো? এমন যুক্তি দিয়ে জবাব দেবো না, জাকির নায়েক ফেল।

নাস্তিকদের পেজের একটা-দুটো পোস্ট পড়ে আপনার হাসি পাবে—ধুর, কী সব লেখে, বন্ধ ছাগল সব। হাসছেন-হাসছেন-আপনি হেসেই যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে দু’-



একটা কमेंট, লিংক দিচ্ছেন। আরও পোস্ট পড়ছেন হা হা হা হা , কীসব গাধা গরু—হা হা হা। হঠাৎ একটা পোস্ট আপনার বোধ-ইন্টেলেক্ট-জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যাবে। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা আপনি জানেন না, যেটা আপনার চিন্তায়ও ধরে না। এমন একটা গর্ত, যেখান থেকে ওঠার ক্ষমতা আপনার নেই। স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে সেই গর্তে নিয়ে যাবে। শয়তান তো এজন্যই আছে। আল্লাহ নিষেধ করেছেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। যে গর্তটা চেনে, সে হয়তো এটা দেখেও হেসেছে, তার গর্তটা সামনে। আর আপনি এখানেই পড়ে গেছেন। কারণ নাস্তিকদের সব প্রশ্নের জবাবই সরল নয়, এমন অনেক ইন্টেলেকচুয়াল তত্ত্বমূলক, গভীর প্রশ্ন ওদের আছে যেগুলোর জবাব আমরা আম পাবলিকদের মগজে সহসা আসে না, কেউ বুঝিয়ে দিলে তখন আসে। এমন একটা আয়াত তুলে দিলো মাঝখান থেকে, যার শানে নুয়ুলও আপনি জানেন না, পরের আয়াতেই উত্তর আছে, তাও আপনি জানেন না, নবীজী হাদীসে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, তাও জানেন না। এজন্য ওদের প্রোফাইলে-পেজে আনাগোনা, আপনার ঈমান হরণের কারণও হতে পারে। মাদ্রাসার এক ছাত্র আমি পেয়েছি, তার এই অবস্থা। সে এখন তার উত্তর পাওয়ার জন্য সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। আল্লাহ তাকে হেদায়াতে ফিরিয়ে আনুন।

আরে ভাই, আমার ঈমান এত ‘কচুপাতার পানি’ না। আরেক তালেবে এলেম আমাকে এই জবাব দিয়েছেন। আরিফ আজাদ যখন ছিলো না, তখন তিনি ব্লগে নাস্তিকদের সাথে ডিবেট করতেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাকে বলেছিলাম, এখন না, আপনি পড়াশোনা শেষ করেন, এরপর ওসব হবে। জবাবে উনি আমাকে এটা শোনালেন। কাঁচা বয়স, কাঁচা এলেমে নাস্তিক দর্শনের সংস্পর্শ কী ফলাফল দেয়, তা আমরা ক’দিন আগেই দেখেছি। ইফতা পাশ (মুফতি না) মাসুদ ডিবেট করতো শুনেছি, মুফাসসিলও নাস্তিকদের সাথে ডিবেট করতো। তারাও ধারণা করতো তাদের ঈমান অনেক পাক। এতই পাকা যে শেষমেশ পচেই গেলো।

মিনার ভাইয়ের কাছে শুনেছি, এক ভদ্রলোক ২৭ বছর নিজ ওয়েবসাইট থেকে নাস্তিক-মিশনারীদের খণ্ডন করতেন, এখন নাস্তিক। তাই নিজের ঈমান নিয়ে এত কনফিডেন্সও কান্য না। তা হলে আল্লাহ কুরআনে এই দুয়া শিখাতেন না—‘রব্বানা লা- তুঝিগ ক্বলুবানা বা’দা ইয় হাদাইতানা ওয়াহাব লানা মিল্লাদুনকা রহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব’—হে আল্লাহ, হেদায়াতের পরে আমার অন্তরকে গোমরাহীর



## কুররাতু আইয়ুন

দিকে ঘুরিয়ে দিয়েন না।

আমরা কি উমার বিন খাত্তাবের (রাঃ) চেয়ে বেশি ঈমানদার? আকুল হয়ে ‘নবীজীর রহস্যবিদ’কে প্রশ্ন করছেন, ও হুয়াইফা, সব মুনাফিকের নাম না বলো বোলো না; কমসে কম এতটুকু বলো যে, ওই লিস্টে আমি আছি কি না। কে বলছেন? উমার বিন খাত্তাব! যাঁর ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পর কেউ নবী হলে সে হতো উমার।<sup>৪৫</sup> রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। আর আমরা আজ নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে কনফিডেন্ট। অথচ, নিজ ঈমানের ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকাটাই ঈমানের আলামত। ফকিরের কোনো টেনশন নেই, যার পকেটে বাউল, তার টেনশন। আশা ও ভয়ের মাঝে ঈমান। নিজ ঈমান নিয়ে ভয়ে থাকা, সব সময় ঈমান বাঁচানোর চেষ্টা করা এটাই ঈমানদারের লক্ষণ, আর ঈমানের ব্যাপারে বীরত্ব ফলানো শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি—

—ওদের প্রোফাইল আমরা কেন ফলো করি? ওদের পেজ আমরা কেন লাইক করি?

—ওরা কী লেখে, কী বলে তা জানার জন্য।

—ওরা কী বলে, তা জানা ‘আপনার’ কী দরকার? আপনি কি ওদের খণ্ডন করে বই লিখছেন? বা কিছু করতে চান সামনে, কোনো মুভি বা ডকুমেন্টারি? বা জানলে কোনো সওয়াব, বা কোনো উপকার?

—না, তা না। এমনিই।

—তা হলে জেনে নিন, যে কাজে দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো লাভ হয় না, তাকে বলা হয় লাইয়ানি কাজ, অহেতুক কাজ। আর আমাদের নবীজী বলেছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো অহেতুক কাজ ও কথা থেকে বেঁচে থাকা।<sup>৪৬</sup> তার মানে আপনার ইসলাম সুন্দর না, আপনি ভালো মুসলিম না, তাই কি?

—না, মানে। ওরা যা বলে, যা করে তা থেকে আমি দূরে থাকবো। এটা তো জানা

[৪৫] বুখারী : ৩৬৮৬

[৪৬] আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলিম হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা। [তিরমিযী ২৩১৭, ইবন মাজাহ ৩৯৭৬]



দরকার, তাই না?

—কোন কোন জিনিস থেকে দূরে থাকবেন, তা কী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আপনাকে বলেননি? নাকি কুরআন-হাদীসে যা নিষেধ করা আছে, সেগুলো সব আপনি মেনে ফেলেছেন। এখন আরও নতুন নির্দেশনা দরকার? আচ্ছা, ওরা কী বলে, কী বলবে, কী বলতে চায়—তা কি আপনি জানেন না?

আসলে খেয়াল করে দেখুন, নাস্তিকরা কী বলে, কী বলতে চায়, এটা আমরা কিন্তু জানি। ওরা কী বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এগুলো আমাদের অজানা না কিন্তু। তা হলে আমাদের আর কী দরকার পড়েছে ওদের প্রোফাইলে যাবার? ইন জেনারেল ওদের বক্তব্য সবাই আমরা জানি। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তো সবার জানা দরকার নেই। যারা গবেষণা করেন, তাদের দরকার হতে পারে। আমাদের জেনারেল মানুষদের কিন্তু জানার দরকার নেই ডিটেইলস। বরং আমাদের বেশি জানতে চাওয়াটা ক্ষতিকর হতে পারে আগেই বলেছি। যা দরকার নেই, তা অতিরিক্ত জানতে চাওয়াটাও শয়তানের ধোঁকা। ও কিন্তু মেহনত করেই যাচ্ছে।

তাহলে ওরা এগুলোর জবাব জানবে কীভাবে, যদি আমরা না বলি? ভাই, আমি আগেই বলেছি ওরা জানার জন্য পোস্ট দেয় না। ধরুন, আপনি জানতে চান, ইসলামে দাসপ্রথা কেন অনুমোদিত! আপনি কী করবেন? বিজ্ঞ আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করবেন। জবাব যদি আপনাকে সন্তুষ্ট না করে, তা হলে আরেকজনকে। কারণ, আপনি জানতে চাচ্ছেন আসলেই। আপনার জানাটা দরকার। কিন্তু এটা না করে আপনি করলেন কী, আপনি একটা বিলবোর্ড ভাড়া করে লিখলেন—একুশ শতকে এসেও ইসলামে দাসপ্রথা অনুমোদিত, জবাব চাই। মানে কী? মানে হলো, আপনার জবাব দরকার নেই, আপনার জনমত দরকার। প্রশ্নের ধরন দেখলেই বোঝা যায়, সে জবাব চায়, নাকি টুল করতে চায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘটা একটা ঘটনা থেকে ওদের মানসিকতা আরও ক্লিয়ার হবে—

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; সূর্যাস্তের পর উতবাহ, শাইবাহ, আবু সুফিয়ান, আবুল বাখতরী, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, যামআহ ইবনে আসওয়াদ, ওলীদ ইবনে মুগিরাহ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, উমাইয়া ইবনে খালাফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাইহ, মুনাব্বাহ একত্র হয়ে কাবার



## কুররাতু আইয়ুন

চন্দ্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকালো। অনেক প্রলোভনেও যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার থেকে বিরত হতে রাজি হলেন না, তখন তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দলিল দাবি করলো। বললো, আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো, যদি আপনি আপনার আল্লাহর কাছে দুআ করে—

- ১) এই পাহাড়গুলো সরিয়ে দিন।
- ২) আমাদের মক্কা শহরকে প্রশস্ত করে দিন।
- ৩) সিরিয়া ও ইরাকের মতো আমাদের এলাকায়ও নহর জারি করে দিন।
- ৪) কুসাই বিন কিলাবসহ আমাদের বাপদাদাদেরকে জীবিত করে দিন। তারা আপনার সত্যতা স্বীকার করলে আমরা আপনাকে মেনে নেবো।
- ৫) একজন ফেরেশতা নিয়ে আসুন, যিনি আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।
- ৬) আপনার জন্য বাগ-বাগিচা, ধনভাণ্ডার, স্বর্ণ-রূপার মহল বানিয়ে নিন।
- ৭) আমাদের মাথার উপর আসমান ভেঙে ফেলুন।
- ৮) আল্লাহ তাআলাকে ও ফেরেশতাদেরকে দলে দলে আমাদের সামনে হাজির করুন। (নাউযুবিল্লাহ)

এরপর বলছে, আপনি আকাশ পর্যন্ত সিঁড়ি স্থাপন করুন। সেই সিঁড়িতে পা রেখে আমাদের সামনে আকাশে উঠে যান। কিতাব নিয়ে ৪ জন ফেরেশতাসহ নেমে আসুন, যাঁরা আপনাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবে। যদি আপনি এটাও করেন, তবু আপনাকে সত্য বলে মানতে পারবো না।<sup>৪৭</sup>

দেখুন, শেষমেশ কী বললো! যা-ই দেখান, আমরা বিশ্বাস করবো না, করবো না, করবো না। ইসলামবিদ্বেষীদের মেন্টালিটি এমনই। তা হলে কি আমরা কিছুই করবো না? হ্যাঁ, করবো। দুয়া করবো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আবু জেহেল আর উমার রা.-এর একজনের হেদায়াতের জন্য দুয়া করেছেন। আমরাও ওদের হেদায়াতের জন্য দুয়া করবো। আমাদের আরও কিছু করণীয় আছে—

- তালেবে ইলমগণ যারা এই সেক্টরে কাজ করতে চান, অবশ্যই দাওয়া শেষ করে

[৪৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর, হাঃসাঃ ১/১১৬-১২১



তারপর। কখনোই পড়াকালীন নাস্তিক লেখকদের বইপত্র পড়া যাবে না। মোবাইল ব্যবহারও আমি সমর্থন করি না ১৮ বছরের নিচে। ইন্টারনেট ব্যবহারও ফারেগ হবার পর। অভিভাবক ও সম্মানিত উস্তায়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভাত পচলে তাও খাওয়া যায়, পোলাও পচলে আর খাওয়া যায় না।

- আমরা যারা আম পাবলিক, এই সেক্টরে কাজ করার পরিকল্পনা নেই এই মুহূর্তে, আমরা সব নাস্তিক আইডি আনফলো করে দেবো, সব নাস্তিক পেজ আনলাইক করে দেবো, সব নাস্তিক তর্ক-বিতর্কমূলক গ্রুপ আনফলো করে দেবো। এগুলো ঈমান হরণের প্রথম স্টেপ।
- নাস্তিকদেরকে ওদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবো। কলু সালামা। পারলে দুয়া করবো। গালি দেবো না একদম।
- প্রশ্নের ভঙ্গি দেখে যদি মনে হয়, সে আসলেই জানতে চায়, তবে লিংক, বই ইত্যাদি দেবো। আপনার জবাবের চেয়ে লিংক, বই এগুলোতে সে বেশি ভাবনার সুযোগ পাবে। (আমার প্রোফাইলে, ওর প্রোফাইলে না)
- কোনো নাস্তিক তর্কাতর্কি করার চেষ্টা করলে জবাব দেবো না। ঠিক আছে ভাই, তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।
- ওদের স্ট্যাটাসে আপনার কमेंট, রিঅ্যাক্ট, ফলো, শেয়ার এগুলোতে ওদেরই লাভ হয়। পাবলিসিটি বাড়ে। নিউজ-ফিডে উপরে চলে আসে বারবার।
- ব্যক্তিগত ইলম চর্চার উপর গুরুত্ব দেবো। বেঁচে যাওয়া সময় নফল আমল, যিকির, তিলাওয়াতে লাগাবো। আত্মশুদ্ধি, আলেমদের লেকচার (বয়ান) শোনার মধ্যে লাগাবো।
- আরিফ আজাদ, মুশফিক মিনার, সত্যকথনসমগ্র সংগ্রহে রাখবো। সবার পড়ার দরকার নেই। যার ওয়াসওয়াসা হয়, কেবল তিনি পড়বেন। আক্বীদার ব্যাপারে সঠিক ধারণা রাখবো।
- আলেমগণের সাথে ওঠাবসা করবো। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাঁদের পরামর্শ নেবো।

## কুররাতু আইয়ুব

• নিজের ঈমান-আমল হেফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দু'আ করবো।  
বাড়িয়ে দেবার দু'আ করবো।

• দিনের কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে ইস্তিগফার, আউযুবিল্লাহ পড়ে বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলা—এই আমল করবো। প্রথমেই কাউকে বলবো না। বারবার এমন হলে কোনো সম্মানিত আলেমের সাথে পরামর্শ করবো। সবাইকে বলে বেড়াবো না।

• যে বিষয়ের খটকা লাগবে, ওটা বলেই মানুষকে দাওয়াত দেবো। ধরুন, মিরাজ নিয়ে আপনার হঠাৎ সমস্যা হচ্ছে। তো আপনি সবাইকে মিরাজের কুদরত, আল্লাহর অসীম ক্ষমতা নিজ রাসূলকে কাছে নেবার, উনি চাইলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নিতে পারেন, আল্লাহর রাসূল যে খবর আমাদেরকে দিয়েছেন সেটাই সত্যি, যদিও তা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না—এগুলো বলে বলে দাওয়াত দেবেন।

সাজিদ, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, সত্যকথন, আরজু—সব যুক্তি তর্ক শেষে ‘না দেখে বিশ্বাস’ করাটাই ঈমান। যুক্তি-তর্কে বিশ্বাসের নাম ঈমান না। আমরা না দেখে বিশ্বাস করি, আমরা মুমিন। তবে আমাদের সে বিশ্বাসই মানুষ হয়ে জন্মানোর উদ্দেশ্য, সার্থকতা। অন্য প্রাণী না দেখে বিশ্বাস করতে পারে না। আমরা পারি ‘না দেখে’ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। তাই আমরা মানুষ। যারা পারে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো—উলাইকা কাল আনআম। শরীর, ইন্দ্রিয়, কৌশল, বুদ্ধি অন্য প্রাণীরও আছে। কখনো কখনো বেশিও আছে। হাতি-তিমির শরীর দেখে আমরা অবাক! কুকুরের স্বাণ, বাদুড়ের শ্রবণ, ঈগলের দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। মৌমাছির এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি, পিপড়ার আর্কিটেকচার আমাদের অবাক করে। একটা জিনিসেই আমরা শ্রেষ্ঠ, ‘না দেখে বিশ্বাস’ আভাসের আলোকে। কিছু আভাস দেখে আমরা বিশ্বাস করি, যে আভাস তোমরা দ্যাখো না। ওই আভাসগুলোর ব্যাখ্যা (interpretation) আর তোমাদের বুদ্ধির জট ছাড়ানোর জন্যই আমরা লিখি এগুলো।

কিন্তু আমাদের ‘না দেখে বিশ্বাস’ই আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে একমাত্র যুক্তি।

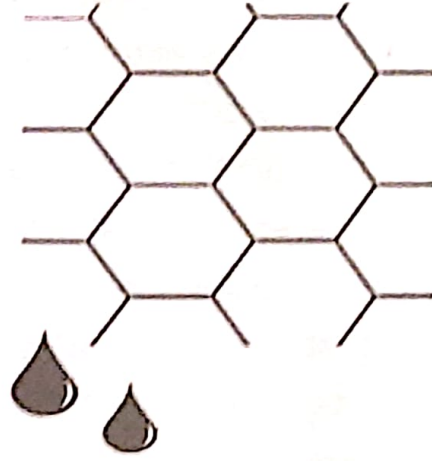
বিনা যুক্তিতে আল্লাহ আছেন।

বিনা যুক্তিতে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।



বিনা যুক্তিতে নাসূল যা বলেছেন, সব সত্যি, তিন সত্যি।  
আলহামদুলিল্লাহ।





## অর্থময় জীবন

গুফতি ভালহ সাহেব। বয়েসে আনার চেয়ে হয়তো ছোটই হবে, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ। আমার সাথে পরিচয় বেশি দিন না, তবে সম্পর্ক অনেক দিনের। আমার অন্তরমনশাই আরব জানাতের সাথে চিহ্নায় ছিলেন আমার মহল্লাতেই, ওই জানাতে ১ সালের সফরে ছিলেন তিনি। সেই থেকে পরিচয়। যতই তাঁকে নিয়ে ভাবি, অবাক ছাড়া আর কিছু হই না।

ওই সফরের পর ৬০ দিনের জানাত নিয়ে উনি চুয়াডাঙ্গা আসেন। একদম গ্রামের আনপড় কিছু মানুষ, তাদের জিম্মাদারি নিয়ে চলতে হয়েছে এক-দুই না ৬০ দিন। এটা যারা তাবলীগে সময় দিয়েছেন, আনীরের দায়িত্ব পেয়েছেন, তারা বুঝবেন। ২০ জনের ২০ রকম রুটি, এটিটিউড, ইখতিলাফ, বাগড়া, সমস্যা সব ম্যানেজ করে রাখা, আবার দিন শেখানো, দাওয়াত শেখানো, রুটিন প্রপগান্ডা করানো সব আঞ্জাম দেওয়া চাউখানি কথা না। আমি যেহেতু তখন কাছাকাছি থাকতাম, আমাকে বারবার বলতেন একটু আসতে, সাথীদেরকে একটু বোঝাতে। আমি দুনিয়ার আঠা থেকে ছুটে একদিনই যেতে পেরেছিলাম। কী খুশি তার চোখে মুখে।



পরের সফরে আবার চুয়াডাঙ্গা, আরব জামাত নিয়ে এসেছেন। আমার অবাক হবার পালা এখন। আমাকে ডাকলেন, আমি দুনিয়ার আঠা ছুটিয়ে গা-টা ছিলে হাজির হলাম। গত সফরের ভয়ঙ্কর ৬০ দিনে উনি একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছেন, আল্লাহ তাকে দিয়ে করিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার ১ নম্বর বয়েজ হাইস্কুলের নাম ভি.জে.স্কুল। সারা চুয়াডাঙ্গার পিএসসি-তে টপ করা ছেলেগুলো এখানে পড়ে। উনি সেই স্কুলের ক্লাস নাইনের এক ছেলেকে পেলেন, যে জেএসসি পর ১ চিল্লা দিয়েছে। এবার মুফতি তালহা ফিকির করা শুরু করলেন। সেই ছেলের পরিচয়ে তাকে সাথে নিয়ে ভি.জে. স্কুলের ক্লাস নাইনের (বর্তমান টেন) রোল ১ থেকে ২০ ছেলেগুলোর কাছে গেলেন, একদম বন্ধু হয়ে গেলেন। আড্ডা-গল্প-খাওয়াদাওয়া। দীনের দাওয়াত। এই ছেলেগুলো সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট মসজিদে একত্রিত হয়। এমন একটা জমায়েতে আমি গিয়েছিলাম। তারা এটাও জানে না মুফতি তালহা একজন মুফতি। উনি জানাননি, যাতে দূরত্ব না হয়, যেন উনাকে জাস্ট একজন বড়ভাই-ই মনে করে। আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম—

১. তারা সবাই আগের সপ্তাহে জমায়েত থেকে এই জমায়েত পর্যন্ত ৭ দিনে ৩৫ ওয়াক্ত নামাযই পড়েছে। দু'-একজনের দুই-তিন ওয়াক্ত কাজা হয়েছে, তবে কাজাও পড়ে নিয়েছে।

২. সবাই টাখনুর উপর কাপড় পরে। মুফতি সাহেবই নিষেধ করেছেন কাটতে, ভাঁজ করে পরে। কাটলে বাবা-মায়ের তরফ থেকে প্রতিকূলতা আসতে পারে।

৩. কেউই গান শোনে না। মুফতি সাহেব রিপোর্ট চাইলেন, এই সপ্তাহে কে কোন গুনাহ ছেড়েছে। সবাই এটার কথা কমনলি বলেছে। আরও নানান গুনাহ ছাড়ার কথা বলেছে।

৪. সবাই পরের সপ্তাহে নজরের হেফাজত করবে বলে সংকল্প করলো এবং রিপোর্ট দেবে।

৫. সবাই একজন করে বন্ধুর দায়িত্ব নিলো, যারা এখানে আগে আসেনি। তাকে আনবে এবং মনিটর করবে তার নামায ইত্যাদি।

৬. এসএসসি পরীক্ষার পর সবাই ১ চিল্লার জন্য বের হবে ইসলামী লাইফস্টাইলে



## কুররাতু আইয়ুন

দ্রব্যস্তু হওয়ার জন্য। এজন্য অধিকাংশই মাটির ব্যাংক কিনেছে এবং রোজকার খরচ, ঋণের সেলামী থেকে টাকা জমাচ্ছে। যারা এখনও করেনি, তারাও সংকল্প করেছে। কেউ কেউ গিটার কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছিলো, সেটা ব্যাংকে দিয়ে দিয়েছে।

৭. সামনের ছুটিতে সবাই ৩ দিনের জন্য জামাতে বের হবে।

৮. দুই সেকশনের ফাস্টবয়দের উপরেই পুরো মেহনত চালানোর ও পরের সপ্তাহে একত্রিত হবার দায়িত্ব। সেই সাথে নিচের ক্লাসের ১-২০ রোলার উপরে মেহনতের দায়িত্ব। তারা সবাই পড়ার পাশাপাশি এটাকে এক্সট্রা-কারিকুলার হিসেবে নিয়েছে, একটা সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে।

৯. জমায়েত ভাঙার আগে মুফতি সাহেবের শেষ এজেন্ডা—‘যে গুনাহ ছেড়েছি, তা আর ধরবো না, আর যা যা আমল শুরু করেছি, তার ভেতর কমবেশ হতে পারে’। সবাই সমস্বরে একমত প্রকাশ করলো।

আমি মুফতি তালহার এই মেহনতে অভিভূত। এই ছেলেগুলো চুয়াডাঙ্গার সবচেয়ে ফ্রিম ছেলে। রোল ১-২০। এরা একদিন দেশের বড় বড় পর্যায়ে যাবে, আল্লাহ চাহে তো। এদের মধ্যে দীনের বুঝ, সুন্নাহের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা কত জরুরি ছিলো। আল্লাহ মুফতি সাহেবের ফিকরকে কবুল করেছেন। একজন অস্থানীয় ব্যক্তি যদি এমন সাফল্য পান, আমরা নিজ নিজ এলাকায় মেহনত করে কেন এমন ফল পাবো না।

পরের মাসে ওরা যখন ৩ দিনের জামাতে বের হলো, আমি গেলাম। মুফতি তালহাকে ওরা পাগলের মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসে। যে ছেলেগুলোর দুষ্টুমি-ফাজলামি-আড্ডা মারার বয়স তারা আমাকে ঘিরে কী পরিমাণ তৃষ্ণা নিয়ে সাহাবীদের কুরবানি আর বীরত্বের ঘটনাগুলো শুনেছে, আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না। আমি পুরো একদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের সাহাবীদের কাহিনি শোনাতে বাধ্য হয়েছি। ঘুমাবে না, গভীর রাত অব্দি শুনবে। আর বাবা-মায়ের খেদমত আর তাদের দুআ আমাদের জন্য কত জরুরি, এটা বোঝালাম। আর পড়াশোনা করতে বললাম, ভালো রেজাল্ট করলে সবাই আমাদের এই কাজের প্রতি আগ্রহী হবে, পরের ব্যাচগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে। তারাও দীনের দিকে ঝুঁকবে। আর রেজাল্ট খারাপ হলে সবাই আমাদের এই কাজকেই দোষ দেবে, পরের ব্যাচও আর আগ্রহী হবে না—এইসব বোঝালাম। আমি



অফিসের বাস্তুতায় ফেরত চলে এসেছি দু' দিন থেকে। তাদের চোখে যে আগ্রহে ছেদ পড়ার কষ্ট আমি দেখেছি, তাও কী দিয়ে বোঝাবো। আমি অভিভূত।

এখন শুনুন, আমি কেন এই কাহিনি শোনালাম। আমার বন্ধুরা তো সবাই তাবলীগের না, অনেকে মারাত্মক বিরোধীও। তাবলীগের ফরম্যাট বাদ দিন। আমরা সবাই কি পারি না, আমার নিজের একটা সার্কেল বানাতে। আমার আখলাক, আমার আন্তরিকতা দিয়ে সমবয়সী বা জুনিয়র বা নানাবয়েসীদের সমন্বয়ে এমন একটা ১০-২০ জনের দীনী সার্কেল আমার মহল্লায় বানাতে, সেজন্য মেহনত করতে। পারি কি না? কিছু বেতলব, উদাসীন মানুষকে দীনসচেতন করতে? তাবলীগের ফরম্যাট পছন্দ হয় না, বাদ দিন। নিজ মহল্লায় একটা ফরম্যাট বানান, যেটা আস্তে আস্তে বাড়বে।

আমার আগের হালাকার <sup>৪৮</sup> আমীর ইঞ্জিনিয়ার ফরীদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, ‘মারকাজ (কেন্দ্র) আবার কী? দাঁষ্ট প্রত্যেকে একেকটা মারকাজ, মানুষ দাঁষ্টের মধুতে আকৃষ্ট কয়ে তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে।’ এক সাহাবী নবীজীর দরবারে ছুটে এসেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কিছু ভালো লাগে না আপনাকে ছাড়া। আপনার দরবারে যতক্ষণ থাকি, আমি আনন্দে থাকি। আর যখন ব্যবসায় বা পরিবারের কাছে যাই, আমার প্রাণ মানে না। আমি ছটফট করি, যতক্ষণ না ছুটে এসে আপনাকে একনজর দেখে না নিই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন না হয় আমি মন চাইলেই আপনাকে এসে দেখে নিতে পারি, কিন্তু আখেরাতে আপনার জান্নাত হবে কত উঁচু মর্যাদার। আর আমি জান্নাত পাবো কি না, জানি না; যদি পাইও, তবে কত নিচে পাবো, কে জানে! আমার ভয় হয়, আমি তখন মনে চাইলেই আপনাকে দেখতে পাবো না। তখন আমি কীভাবে সবার করবো! নবীজী এই প্রশ্ন শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ সাথে সাথে আয়াত নাযিল করে বলে দিলেন— “আর যে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে নেবে, তারাও নেয়ামতপ্রাপ্তদের সাথেই থাকবে অর্থাৎ নবী-সিদ্দিক-শহীদান-সালিহীদের সাথে।” <sup>৪৯</sup>

শুধু আখলাকের দ্বারা এমন পাগল করে দেওয়া যায় মানুষকে। আপনার জন্য সবাই পাগল হয়ে থাকবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা দাসদের

[৪৮] প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ এর কার্যক্রমে কয়েকটি মসজিদ এর সমন্বয়ে একটি হালাকা গঠন করা হয়।

[৪৯] তাবারানী আওসাত ও সগীর, রাবীদের মধ্যে সবাই সহীহ, কেবল আব্দুল্লাহ বিন ইমরান ছিকাহ, মাজমাউয যা ওয়াত্রেদ, তফসীরে ইবনে কাসীর সূত্রে মুত্তাখাব হাদিস, পৃ. ৮৯



## কুররাতু আইয়ুন

কিনে কিনে আজাদ করছো ভালো কথা, কিছু উত্তম ব্যবহারের দ্বারা আজাদ লোককে কেন দাস বানাচ্ছে না? °° ভালো ব্যবহারের দ্বারা সবাই আপনার গোলামে পরিণত হবে। আপনার জন্য পাগল হয়ে যাবে। আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা—ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। করতে পারি না সবাই নিজ নিজ মহল্লায়? এই দীন এমন জিনিস, সবাইকে পাগল করে দিতে পারে। লম্বা বয়ান করে বোঝানোর জিনিস না, দেখানোর জিনিস। কাউকে দেখিয়ে দিতে পারলে পাগল হয়ে যাবে। সাহাবীরা আমাদের মতো লম্বা চওড়া দাওয়াত দিতেন না। এককথায়, ‘কুনু মিসলানা’ (আমাদের মতো হয়ে যাও) বা ‘আসলিম তাসলাম’ (ইসলাম গ্রহণ করো আর নিরাপদ হয়ে যাও)—এক-দুই বাক্যে। কেননা, ইসলাম আগেই প্রকাশ পেয়ে গেছে তাঁদের মুয়ামালাত (লেনদেন), মুয়াশারাত (জীবনযাত্রা) ও আখলাকে (ব্যবহার)। কাফের আগেই জেনে গেছে ইসলাম কী জিনিস। এখন শ্রেফ আনুষ্ঠানিক দাওয়াত এক লাইনে—আমাদের মতো হয়ে যাও। এজন্য শরীয়া আইনব্যবস্থা কাফেরদের প্রতি সবচেয়ে বড় দাওয়াত। এ কেমন আজিব সিস্টেম—অফিসে কোনো ঘুষ নেই, বছরের পর বছর মামলা বুলে নেই, কোনো হয়রানি নেই, কাউকে কোনো ছাড় নেই, খাবারে ফরমালিন নেই, বাজারে ঠকানো নেই, সব প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধানেরা সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন—এ কেমন শাসন! পাগল করে দেওয়া সমাজ, পাগল করে দেওয়া রাষ্ট্র! আফসোস—না নিজেরা বুঝলাম, না কাউকে বোঝাতে পারলাম।

যে যেই মানহাজেই থাকি না কেন, সমস্যা নাই। শায়খ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর তাফসীরে সূরা তাওবাহ পড়ার অনুরোধ রইলো। দেখবেন, মিসর থেকে বিতাড়িত ইখওয়ানের সদস্যরা কাফের-দেশে গিয়ে কী মেহনতটা করেছে, মাশাআল্লাহ। তবে আমি বুঝি, এখন এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আমাদের দরকার টঙ্গী দখল না, সালাফী দাওয়াহ না, হরেক লকবের ‘রাজনৈতিক দল’ নামের ভগ্নাংশ না, গাঁজাখুরি ওয়াজের শব্দদূষণ না; উম্মাতের দরকার মুফতি তালহার মতো মানুষ, নীরব দাঁড়, প্রতি গ্রামে একজন। যে হবে আর ১০ জন মানুষের দীনদারির কেন্দ্র (মারকাজ), তার চলন-বলন আদব-আখলাক হবে আর সবার জন্য মডেল।



নিশ্চয়ই এ দীন বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে কনফার্ম। শুধু এটাই দেখার বিষয় যে, এই নিশ্চিত বিজয়ে আমার-আপনার ভূমিকা কতটুকু। আল্লাহ আমাদের হাওয়ারী ও সাহাবীগণের মতো আনসারুল্লাহ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।





## একটি পরীক্ষা : উপেক্ষার উপাখ্যান

এক অমুসলিম ভাইয়ের প্রশ্নের জবাবে লিখিত

ছেলের এসএসসি পরীক্ষা। পড়ে না। সারাদিন মোবাইল—গেমস-ফেসবুক-বন্ধু-ঘোরাফেরা, গার্লফ্রেন্ডও থাকতে পারে। বাবা-মা নিশ্চিত জানেন, ছেলের ভবিষ্যত অন্ধকার। কি করবে এই প্যারেন্টস? ছেলেকে ঠিক পথে আনার চেষ্টা করবে? নাকি ছেলের মতামতকে রেসপেক্ট করে তাকে সেভাবেই চলতে দেবে? এই বিশ্বচরাচরের একজন অভিভাবক আছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সত্ত্বাধিকারী, আমরা তার সম্পত্তি, বানানো জিনিস। তিনি মৃত-অজীব পুতুল নন। তিনি জীবিত, চিরঞ্জীব, সব দেখেন-শোনেন-খবর রাখেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। জবাব দেন, সাহায্য করেন। বাবা-মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। বেশি কনসার্নড।

তিনি যে কারণেই হোক আমাদের একটা পরীক্ষা নিচ্ছেন। কী কারণ, তা তিনিই জানেন। বাপের সব সিদ্ধান্ত যেমন সন্তান বোঝে না, তাঁর চিন্তাধারাও মানবজাতির বোধের ক্ষমতা থাকবে না স্বাভাবিকভাবেই। পরীক্ষাটা হলো, কার কাজটা সবচেয়ে সুন্দর হয়—আহসানু আমালা। কে বাবা-মায়ের সাথে, স্ত্রীর সাথে, প্রতিবেশীর



সাথে, গরিবের সাথে, পিচ্চি ওয়েটারের সাথে, কাজের মেয়ের সাথে, নিজ ওয়াদা-আমানত, মানে নিজের সাথে এবং নিজ মালিক শ্রষ্টার সাথে সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করে। পরীক্ষার সময়—লাইফটাইম। আর টার্গেট দিয়ে দেওয়া। এই সুন্দর ব্যবহারের আচরণের পরীক্ষায় হাইয়েস্ট মার্ক মুহাম্মদ নামক মানুষটার আচরণ। তাঁর আচরণের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করো সবাই। যত কাছে পৌঁছবে, তত মার্কস উঠবে।

তবে শর্ত হলো, ১ নং প্রশ্ন সবাইকে উত্তর দিতে হবে পাশ করতে হলে। সেটা হলো শ্রষ্টার সাথে আচরণ ঠিক রেখে। উনি আমাদের সব দিয়েছেন—জীবন-সুস্থতা-বাবা-মার আদর-এত হাসি-আনন্দ। উনার এটা প্রাপ্য যে, আমরা তাঁর হক আদায় করি। আর তাঁর প্রথম প্রাপ্য হলো, তাকে সঠিকভাবে ঠিকরূপে চেনা। তিনি যেমন, সেভাবেই তাঁকে চেনা। তাঁর ক্রেডিট অন্য কাউকে, কোনো মানুষকে দেওয়া—এটা তিনি ক্ষমা করেন না। তাঁর দয়া যেমন সবচেয়ে বেশি, অহংকারের একমাত্র যোগ্যও তিনিই। সব আচরণ ভালো হলেও তাঁকে না চিনে অন্যকে উপাসনা করা, মাথা নত করা এই ১ নং প্রশ্নের উত্তর না পেলে পরীক্ষা ফেল। আর ফেল করলে কঠিন তিরস্কার, অসহ্য, নির্মম। পরীক্ষার হলে যারা উদাসীন, ১ নং উত্তর ভুল লিখেছে, তাদেরকেও তিনি ছেড়ে দেন না। তাদের কাছেও নিজ লোককে পাঠান ফিরিয়ে আনার জন্য। বড় ভালোবাসেন বলেই। দুনিয়াতে তাঁর নাম রহমান। এমন দয়াময়, যে তাঁকে গোনে না, চেনে না, তাঁকেও দয়া করেন, খাতা কাড়েন না। মৃত্যুর পর তখন মার্কিং হবে নির্মম।

এখানে পরীক্ষক আর পরীক্ষার্থীর মাঝে তৃতীয় এক পক্ষ উপস্থিত। সে অবাধ্য-অভিশপ্ত-দয়াময়ের দয়া অস্বীকারকারী। সে দয়াময়কে চ্যালেঞ্জ করেছে, মানবসন্তানকে আমি পরীক্ষায় পাশ করতে দেবো না। আমিও ফেল করেছি, ওদেরও ফেল করাবো। মালিক তাকে অনুমতি দিলেন আমাদের পরীক্ষার জন্যই। সে পরীক্ষার হলে আমাদের ডিস্টার্ব করে। কাউকে ১ নং লিখতে দেবে না। যারা ১ নং লিখেই ফেলবে, ভুল করিয়ে দেবে। আর বারাক্ষিক লিখেছে, তারা যেন বাকি প্রশ্নগুলোতে ফেল করে— —এ-ই তার মিশন।

প্রত্যেক জাতির জন্য একজন মানুষ এসেছে শ্রষ্টার পক্ষ থেকে, যিনি পরীক্ষা, প্রশ্নের উত্তর দেখিয়ে দিয়েছেন—বারবার এসেছেন তাঁরা। ওই অভিশপ্ত বারবার ১ নং-এর উত্তর ভুলিয়ে দিয়েছে। এজন্যই ভুল উত্তর হিসেবে বিভিন্ন ধর্ম আমরা পাই। এখানে



### কুররাতু আইয়ুন

অন্য ধর্মকে সম্মান-অপমানের কিছু নেই। পরীক্ষার্থীকে তার ভুল উত্তর চিনিয়ো দেওয়া হচ্ছে। শেষবার চিনিয়ো দেবার জন্য একজন এসেছিলেন, বড় দরদী, বড় প্রিয়। আর কেউ আসবেন না। উনার অনুসারীরা যাবে। মানুষের দরজায় গিয়ে বলবে, বন্ধু, বেশি নেই। কেটে ঠিক করে ল্যাখো। না হলে বড় বিপদ। সময় শেষে শুরু হবে অনন্ত আগুন। চলো সবাই বাঁচি। ঠিক পিতা-মাতার মতো, ভালোবেসে, সন্তানের ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা নিয়ে।

আমরা মুসলিমরা অন্য ধর্মকে সম্মান করি না। অন্য ধর্ম ভুল উত্তর। শয়তানের দেখানো ভুল পথ। শ্রষ্টার বিকৃত পরিচয়। আমরা সম্মান করি জাস্ট অন্য ধর্মের অনুসারীদের আবেগটুকুকে। কিন্তু না ফেরালে তো মহান্ধতি। আহা, আমার ভাই। আগুন-পুঁজ-সর্প-বিছা-উত্তপ্ত পানি—অনন্তকাল।

সব ধর্ম গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। অন্য ধর্মগুলো শ্রষ্টার সরল পথ, প্রকৃত রূপ থেকে বিচ্যুতি—এ সিদ্ধান্ত শ্রষ্টার নিজের। দয়াময় যেহেতু দয়াময়, তাই তিনি একটা স্বরচিত গাইডলাইন পাঠিয়েছেন। শব্দচয়ন, বিষয় নির্বাচন—এ পৃথিবীর নয়। ঐশী অনুপ্রেরণায়ও লেখা নয়—সরাসরি ঐশী প্রত্যাদেশ, বিধান। সেখানে উনি নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন। মানুষ ইহকাল ও পরকালে যেভাবে লাইফ লিড করলে সেকুলারলি ও স্পিরিচুয়ালি সবচেয়ে ভালো থাকবে, সেই ম্যানুয়াল পাঠিয়েছেন। কারণ তিনি অসাড়, উদাসীন নন। তিনি জীবিত, আমাদের ব্যাপারে কনসার্নড।

সেখানে তিনি বলেছেন—এই ইসলাম আমার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। অন্য কোনো কিছু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ করতে চাইলে এভাবে চলো। আরও বলেছেন, এই বই আমার পক্ষ থেকে, এতে কোনো সন্দেহ নাই; এটা পথ দেখাবে, যারা পাশ করতে চায়, তাদের। এই বই তাঁর রচনা, যিনি দৃশ্য-অদৃশ্যের শ্রষ্টা, স্থান-কালের শ্রষ্টা। তিনি সব জানেন। তিনি বলেছেন, কীভাবে তাঁর পাঠানো নির্দেশ, তাঁর পাঠানো পরিচয় বিকৃত হয়েছে—“হে নবী, আপনি তখন ছিলেন না, যখন বনী ইসরাইল আমার গ্রন্থকে বিকৃত করছিলো... কত বড় কথা তারা বানিয়েছে, যে, শ্রষ্টা পুত্র জন্ম দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানই নেই... পৌত্তলিকদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, এই আকাশ-পৃথিবী কে বানিয়েছে? তারা বলবে, আল্লাহ। তারা তো শুধু বাপ-দাদারা যে ভুলের উপর ছিলো, তারই অনুসরণ করে।”—এরকম আরও বহু কথায় তিনি তুলে ধরেছেন



এই বিকৃতির ইতিহাস।

আসলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের একমাত্র নবী নন, তিনি হলেন ইসলামের শেষ নবী। তাঁর আগে অগণিত পুরুষ পাঠিয়ে প্রত্যেক জাতি-উপজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁরা সবাই ইসলামের নবী। মোটকথা ইসলাম হচ্ছে, ‘স্রষ্টার সঠিক পরিচয় ও ওই জাতির নবীর জীবনাচার’। তাই প্রত্যেক জাতির নবী শুরুতে যখন এসেছেন, তখন সেই ধর্মটা ইসলামই ছিলো। পরে শয়তানের প্ররোচনায় নবীর শিক্ষা ভুলে সেই ইসলামে বিকৃতি প্রবেশ করেছে।

চিল্লার সফরে টাঙ্গাইলের এক রেজিস্ট্রি অফিসে গাশত <sup>৫১</sup> করছিলাম। একজন হিন্দু সাব-রেজিস্ট্রারকে পেলাম। নরমালি তাবলীগের জামাতগুলো অমুসলিমদের দাওয়াত দেয় না। এজন্য বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত জামাত থাকে। তো আমি দেখলাম, কিছু কথা যদি না বলি, তো পরকালে যদি মামলা করে দেয়। অল্প কিছু কথা বলার পর উনি আমাদেরকে বললেন, দেখেন ভাই, আপনি যা বললেন, এগুলো আমি জানি। আসলে আপনারা মুসলিমরা যদি মুসলিমের মতো চলতেন, তা হলে আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া লাগতো না। এই উপমহাদেশে হিন্দু বলে কিছু থাকতো না। কিন্তু আপনারাই তো ঠিক নেই। আপনাদের দেখলে মনে হয়, হিন্দু আছি, ভালো আছি। আমার এক মুসলিম রুমমেট আছে—আমি পূজা করি, ওকে বলি নামাযে যেতে, ও যায় না। ওইদিন আমি বুঝে গেলাম, তাবলীগের লোকেরা কেন মুসলিমদের দাওয়াত দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়।

সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো অমুসলিমদের প্রতি। ‘আসলিম তাসলাম’—ইসলাম গ্রহণ করে ফেলো, ইহকাল-পরকালে নিরাপদ হয়ে যাবে কিংবা ‘কুনু মিছলানা’—আমাদের মতো হয়ে যাও; এক লাইনে দাওয়াত। কেন তাঁরা ইসলামের পরিচয় দিতে লম্বা বয়ান, বিতর্ক করতেন না? কারণ, এই দাওয়াতের আগেই অমুসলিম ইসলাম দেখে ফেলেছে; জেনে গেছে, ইসলাম কী জিনিস! তাই বয়ান দিয়ে বোঝানোর দরকার ছিলো না। বিতর্ক করে পরাজিত করার দরকার ছিলো না। তাদের ব্যবহার, লেনদেন, হাসি, অভিবাদন, সামাজিকতা, মেহমানদারি সব কিছুতে বিধর্মীরা ইসলাম

[৫১] ‘গাশত’ একটি ফারসী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ ঘোরাফেরা করা। দাওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রমে ব্যক্তিবিশেষ বা সামগ্রিকভাবে সকলের কাছে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে গমন করাকে গাশত বলে।



## কুররাতু আইয়ুন

চিনে নিতো। তাদের দিন দেখে চিনে নিতো ইসলামের সূর্য, রাত দেখলে চিনে নিতো ইসলামের চাঁদ। আর ভাবতো—এঁরা কেমন মানুষ—এত মায়া, এত আদব, এত পেম, এত পবিত্রতা! এরপর সাহাবীরা সংক্ষেপে আহ্বান করতেন—এটা ইসলাম, তোমরাও আসো এর মধ্যে। ব্যস।

আজ আমরা ইসলাম মনে করি শুধু ৫ খুঁটি—আমার বুকের মাঝে ঈমান, ওরা দেখে না। মসজিদের ভেতর নামায, ওরা দেখে না। পেটের ভেতর রোযা, কেউ দেখে না। মক্কায হজ, ওরা ঢুকতে পারে না। যেটা ওরা দেখতো—ব্যবহার, লেনদেন আর সামাজিক ইসলামী রীতি—সেই ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছি আমরা কবেই! শুধু ঈমানে আর ইবাদতে ইসলামে। আর লেনদেন, সামাজিকতায় ইহুদী-খ্রিস্টানের স্টাইল। এ এক অদৃশ্য ইসলাম আমরা পালন করি। অথচ ইসলাম দেখে নেওয়ার জিনিস—লাইফস্টাইল—দেখানোর জিনিস। কী জবাব দেবো আপনি-আমি আল্লাহর কাছে। ভয় করি সেই দিনকে, যেদিন কেউ সাহায্য করতে পারবে না। এই অদৃশ্য ইসলাম কি যথেষ্ট আমাদের জন্য?

অমুসলিম ভাইদের কাছে সমস্ত অদৃশ্য ইসলামধারীদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই। আপনারা মাফ করবেন আমাদের। আমরা আপনাদের ইসলাম দেখাতে পারিনি। আমাদের দায়িত্ব পূরা করতে পারিনি। সবাইকে অনুরোধ, ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমানজাগানিয়া সাক্ষাৎকার বইটিও মুসলিম-অমুসলিম সবারই পড়া দরকার। আমরা কোনো ধর্মের অবমাননা করি না। কুরআনে নিষেধ। আমার কথাটা লক্ষ করুন—আমরা অন্য ধর্মকে সম্মানও করি না, অন্য ধর্মকে অবমাননাও করি না, <sup>২২</sup> শুধু আপনাদের আবেগটুকুকে সম্মান করি। এখানে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই—যেহেতু আপনাদের ধর্মমতের সাথে আমি একমত না, আমি মূর্তিপূজা, যিশুর খোদাত্ব এগুলোকে ঘৃণা করি। কেউ যদি এগুলোকে ঘৃণা না করে সম্মানের চোখে দেখে, সে মুসলিম থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি আপনাদের ধর্মের কোনো টিটকারি, ধর্মীয় পুরুষদের চরিত্রহনন, গালি এগুলো দেবো না। আপনার ধর্মমত আমি সম্মান করি না, কিন্তু আপনার ধর্মকে আমি অবমাননা

[২২] কারও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি সহমত ও সম্মান না থাকা এক জিনিস আর তাকে অবমাননা করা ও গাল দেওয়া ভিন্ন জিনিস। এমন নয় যে, প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা অত্যাৱশ্যক। ইসলাম আমাদেরকে অন্য ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ করার পাশাপাশি সেই ধর্মের লোকদের ও তাদের উপাস্যদের গালাগাল করতেও বারণ করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তারা আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্যকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিয়েও না; ফলে দেখা যাবে, তারাও শত্রুতার কারণে অস্ত্রতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।’ (সূরা আনআম, আয়াত : ১০৮)।—সম্পাদক



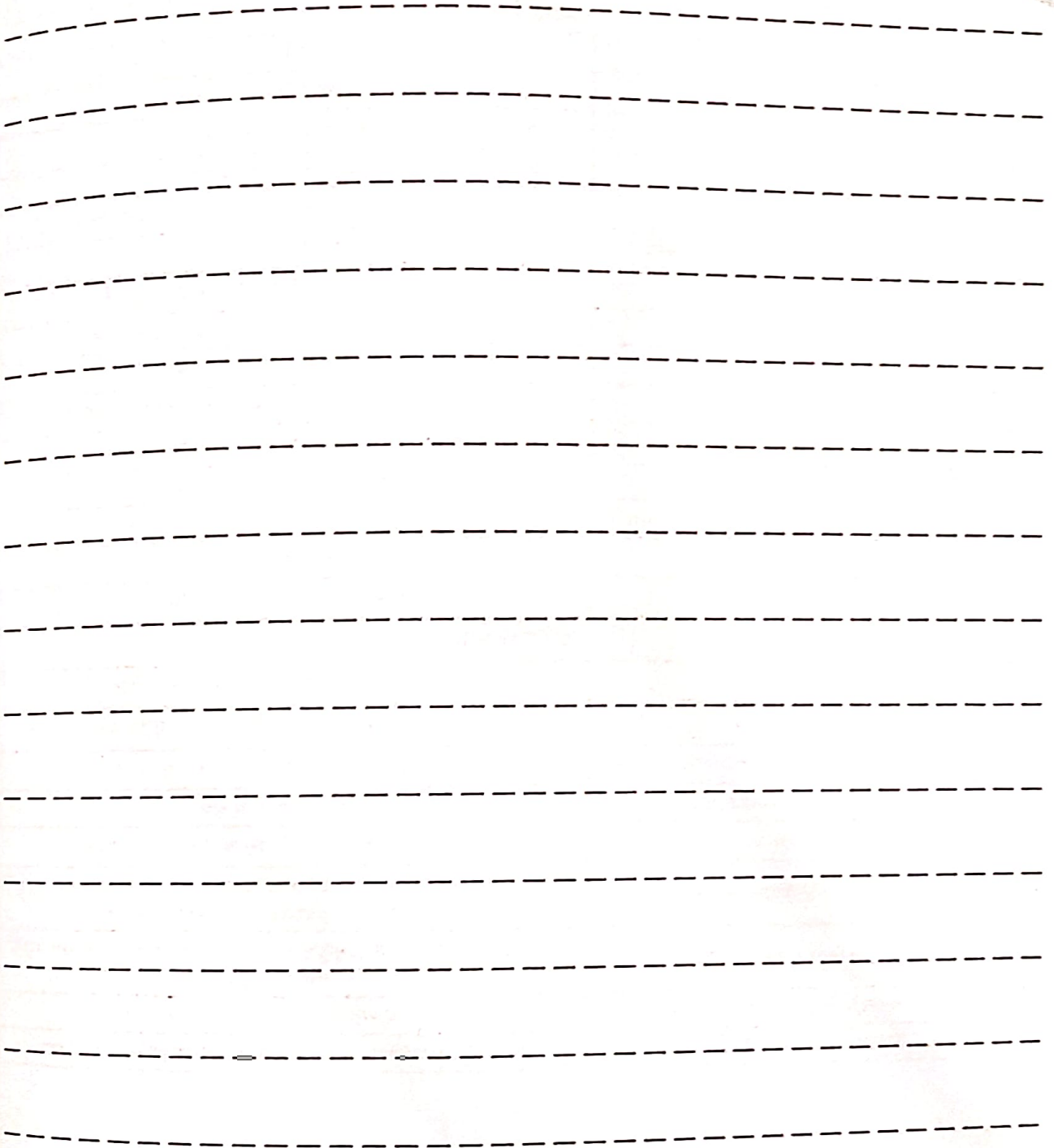
করি না, কারণ আপনি কষ্ট পাবেন।

কিন্তু একটা কুকুর-বিড়ালও আগুনে পুড়তে থাকলে তাকে বাঁচানো মানবতার দাবি। সেখানে মানুষ, আমারই অমুসলিম ভাই ১ নং প্রশ্নের ভুল উত্তরের কারণে অনন্তকাল নরকের ৭০ গুণ তেজের আগুনে পুড়বে, এটা আমরা কীভাবে সহ্য করি! অমুসলিম তো আমাদেরই রক্তের ভাই—এক আদমের সন্তান।

এখন বলুন, দাওয়াত কি অপমান, নাকি আকুতি-সম্পর্কের দাবি-শেষ চেষ্টার আবেগ? আমার জবাব শেষ। এটাই সংক্ষিপ্ত। নইলে বুকের যে কষ্টটা, আকুতিটা, ব্যথাটা—সেটা লিখতে গেলে কলম সহিতে পারতো না, পারবেও না।



নোট





**মাকতাবাতুল আমলাফ কর্তৃক**  
**প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহের তালিকা**

বই	লেখক
<b>প্রকাশিত</b>	
সালফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব	ইমাম ইবনু রজব হাফলী রহ. (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.)
সালফদের দৃষ্টিতে আহলে হাদীস	আবদুল্লাহ আল মাসউদ
তাজওইদ	যাইনাব আল-গাযী
রুকইয়াহ	আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
দুখের পরে সুখ	ইমাম ইবনু আব্বিদ দুইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
কুরবাতু আইয়ুন : যে জীবন জুড়ায় নয়ন	ডা. শামসুল আরেফীন
শয়তানের চক্রান্ত	ইমাম ইবনু আব্বিদ দুইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
গুৱাবা	আবু বকর আল-আজুররী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হি.)
নবীজির সংসার	শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ
নবীজির দিনলিপি	শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
সালফের দরবারবিমুখতা	ইমাম আবু বকর মাররুযী রহ. (মৃত্যু: ২৭৫ হি.)
গুনাহ মাফের আমল	ড. সায়্যিদ বিন হুসাইন আফফানী
ইসলামের ইতিহাস : নববী যুগ থেকে বর্তমান	ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
কুরবাতু আইয়ুন - ২	ডা. শামসুল আরেফীন
কুরআন : যিকিরে ফিকিরে	শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ
<b>প্রকাশিতব্য</b>	
নবীজির রমযান	শাইখ ফালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সগীর
তাওবাকারীদের গল্প	ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ. (মৃত্যু: ৬২০ হি.)
আল ফুরকান : আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের দোসর	ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৭ হি.)
আত্মার চিকিৎসা ও প্রতিকার	ইবনুল কায়্যিম রহ.
নবীজির হজ	শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
তাহকীককৃত সংক্ষিপ্ত ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন	মূল: ইমাম গাযালী রহ. তাহকীক ও সংক্ষেপণ : ইমাম ইবনুল জাওযী ও ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ.
সংক্ষিপ্ত তাফসীর ইবনু কাসীর	ইমাম ইবনু কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪ হি.); সংক্ষেপণ : শাইখ আলী আস-সাবুনী
শারহু হাদীসে আরবাইন	ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)
উম্মাহর মহান চার ইমাম	ইমাম ইবনু আদিল বার রহ., ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.

বিবর্তনশীল চিন্তা

শামসুল আরেফীন। পেশায় চিকিৎসক।  
'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' দিয়ে লেখালেখি।  
অন্যান্য বই 'কষ্টিপাথর', 'মানসাক্ষ'। দিনে  
আব্বাহ প্রদত্ত সমাধানে মানবসভ্যতার ফিরে  
আসা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই- এ কথাই  
ফুটে উঠে তার লেখায়।